teachinns.com
Text with Technology

UGC-NTA NET/SET/JRF-JUNE 2020

PAPER- II

BENGALI

CODE: 19

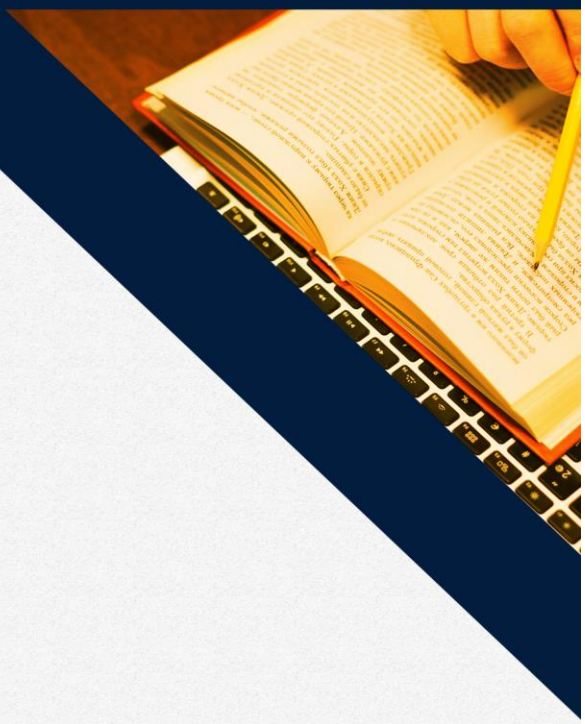

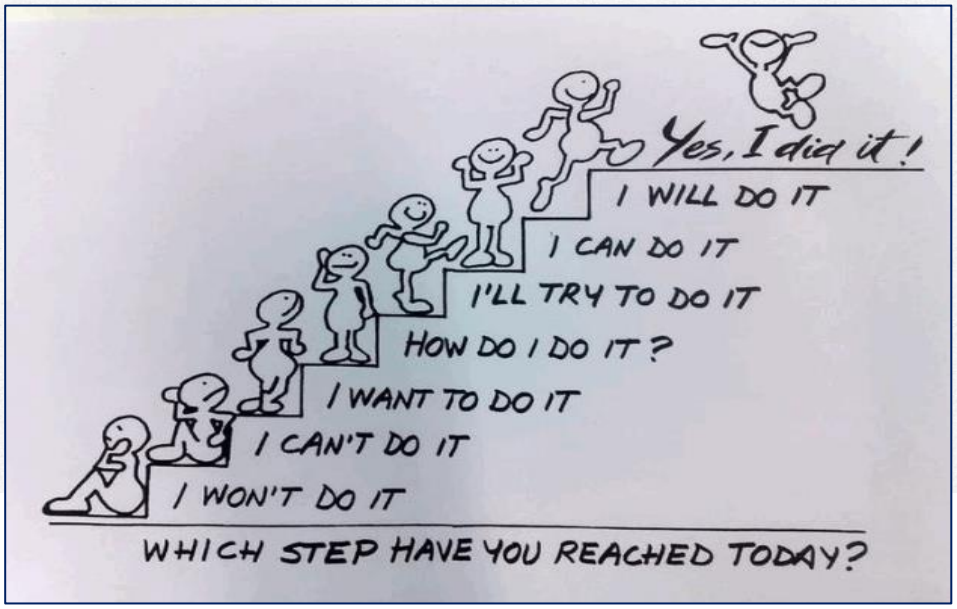

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI CODE:19

UNIT- IX :ছন্দ ও অলঙ্কার

SYLLABUS

SL. NO.	SUB UNITS	TOPICS
1	Sub Unit: 1	বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ।
2	Sub Unit: 2	বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপ ও বৈচিত্র।
3	Sub Unit: 3	বাংলা ছ-ন্দর পরিভাষা :পরিচয়, দল, কলা, মাত্রা, পর্ব, পর্বাঙ্গ, অতিপর্ব, ছেদ, যতি, পংক্তি, স্তবক, লয়।
4	Sub Unit: 4	বাংলা ছন্দ চর্চারইতিহাস (রবীন্দ্রনাথ), স-ত্যন্দ্রনাথ, -মাহিতলাল, প্র-বাধচন্দ্র, অমূল্যধন ও তারাপদভট্টাচার্য
		অলঙ্কার - ১. শব্দলঙ্কার :- অনুপ্রাস, যমক, -শ্লষ, বক্রোক্তি, পুনরক্তিবাদাভাস।
		২.অর্থালঙ্কার :- উপমা, রূপক, স-ন্দহ,অপহ্নুতি,নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, অপ্রস্তুত, প্রশংসা,ব্যতিরেকসমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, বি-রাধাভাষ, বিষম, ব্যজস্তুতি।

UNIT -IX

SUB UNIT - I

ছন্দ

১। বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ :-

বাংলা ভাষারযখনউদ্ভবহয়তারসীমানা আধুনিকবাংলা -দ-শরসীমানা -ছ-ড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।ভাষা বিবর্ত-নরইতিহা-সবাংলা ভাষারআবির্ভাবসংস্কৃত -প্রাকৃত - অপভ্রংশ - অবহট্‌ঠ -এর পরবর্তী পর্যা-য়। -য ভাষা উন্নত -কানভাষাররূপান্তর, -স ভাষা-ত সাহিত্য সৃষ্টি-ত -কানবাধা -নই।বাংলা -সইরকম একটি ভাষা।

চর্যাপ-দ - এ বাংলা সাহি-ত্যরপ্রথমপরিচয়পাওয়া যায়।বাংলা ভাষা চর্চা পদ্য দি-য় শুরু হ-য়-ছ। ‘চর্যাপদ’এইনামকরনেরমধ্যে পদ বা গীতি সংকলনের ইঙ্গিত আছে।স্বভাবতই পদ বা গীতি ছন্দোবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। ছন্দের আকারে যে পদগুলি আবদ্ধহয়তাররূপ ও রীতি পৃথকহয়। ছন্দোরূপ হল ছন্দের আকৃতি। আর ছন্দের রীতি হল ছ-ন্দর প্রকৃতি।বাংলা ছ-ন্দর রূপ ও রীতির ক্রমবিকাশের পাঠ নিম্নে দেওয়া হল।

বাংলা ছ-ন্দর আদিরূপ ও প্রকৃতি মূলতচর্যাপ-দই -দখা যায়।সংস্কৃত - প্রাকৃত -মৈথিল - ওড়িয়া - অপভ্রংশ - অবহট্‌ঠপ্রভৃতি ভাষার পথ অতিক্রম করেওতারউত্তরাধিকারবহনকরেচলেছেবাংলা ‘ছন্দোবন্ধ’।

বৈদিক ও -লৌকিক সংস্কৃতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল সেগুলি প্রধানত ‘বৃত্ত’ জাতীয়।

চর্যার ছন্দরূপ ও আকৃতি-তও -সইধর-নর ছ-ন্দর পরিচয়পাওয়া যায়। ত-ব বাংলা ছ-ন্দর -য মূললক্ষনগুলি সংস্কৃত ছ-ন্দর সঙ্গে তারপ্রভেদ নির্দেশকরে সেগুলি হল:-

সমমাত্রারদুই তিনটিপর্ব নিয়ে এক একটি চরনগঠনএবংপর্বাঙ্গ সংযোজনেরআবশ্যকতা অনুসা-র দৈর্ঘ্যনির্নয় - যা আমরা ‘-বৌদ্ধগান ও -দাহা’ র ম-ধ্যপাই।অন্য -কানপ্রমান না থাক-লও বলা যায় -য- ‘চর্যাপদে’ আমরা প্রাকৃতপ্রভৃতির যুগ অতিক্রম ক-রছি।নূতনভাষারউদ্ভবহ-য়-ছ।

-যমন:-পাদাকুলক - সংগঠন

কায়া তরুবর/ পঞ্চ বি ডাল/ চঞ্চল চীএ / পই ঠো কাল (সংস্কৃত রীতি) ।

ধামা-র্থ চাটিল / সাঙ্কু ম গঢ় ই / পার গামি লোঅ/ নিভরতরই (আধুনিকরীতি) ।

বাংলারআদিমতম ও প্রধানতম দুটি ছ-ন্দাবদ্ধ - যা-দরপ-রনামহ-য়-ছপয়ার ও লাচাড়ি তা-দরপরিচয়ওএখা-নপাওয়া যায়।চর্যার কোনো কোনো পদে চাতুর্মাত্রিকপর্বের (৪+৪+৪+৪) ছাঁচটিকে অক্ষত রেখেও কেবলছত্রের দৈর্ঘের হেরফেরেরজন্য ছন্দের ধাঁচ‘-দাঁহা, কিংবা ‘চউপাইয়া’ ছ-ন্দর কাছাকাছি -পৌঁছ-ত -চ-য়-ছ। কিন্তু আমা-দর ম-ন রাখ-তহ-বপাদাকুলক’ ই চর্যাগীতিকারপ্রধান ছন্দ।

‘‘সংস্কৃত - প্রাকৃতদীর্ঘস্বরেরউচ্চারণবাংলায়লুপ্তহতেথাকায়চর্যাগীতিকাতেমাঝেমাঝেইদীর্ঘস্বর যুক্ত দল গুরু দল হিসেবেস্বীকৃতি পায়নি’’।

(ছন্দতত্ব ও ছন্দরূপ :- ড: পবিত্রসরকার)

তার ফলে দুমাত্রারবদলে এক মাত্রা মূল্য -প-য়-ছ।

টালত - -মারঘর । নাহি পড় । -বষী হাড়ীত । ভাত নাহি । নিতি আ । -বশী

ভবনই । গহন গম- । ভীর -ব-গ । বাহী দুআ-ন্ত । চিখিল । মা-ঝ ন । যাহী

শেষ দৃষ্টান্তে দেখা যাবে যে শুধুমাত্রদীর্ঘস্বরের গুরুত্বহ্রাস পেয়েছে তা নয়, কখনওবাংলা উচ্চারণ -হাক, গা-নরতাল -হাক - -কা-না প্রভাবেহ্রস্বস্বরওদীর্ঘত্বলাভকরেছে। 'চিখিল' তার একটি দৃষ্টান্ত এতে 'চি' কে দীর্ঘ দল না ধরলে ৪ মাত্রারপর্ব তৈরী হয়না।

পাদাকুল-করঅনুসরনকর-লওচর্যাগীতিকায়বাংলা উচ্চার-নরস্বাধীনতা বি-শষভা-বপ্রতিষ্ঠিততাইকখনওদীর্ঘস্ব-ররদল-কলঘু দ-লর মূল্য -দয় গুরু দল হিসেবে।সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের দীর্ঘস্বরএখানেকখনওকখনওহ্রস্বস্বর হি-স-বগন্যহ-য়-ছ। আর হ্রস্বস্বরকখনওদীর্ঘস্বর হিসেবে গুরু দলের মূল্য পেয়েছে।পরবর্তীকালেশ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ এবংব্রজবুলি আশ্রিতকলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছ-ন্দ এই স্বাধীনতা প্রায়শইলক্ষনীয়।

মধ্যযুগেরমাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত ছন্দ)

মধ্যযুগেরশ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসরন ঘ-ট-ছ তারউৎসপ্রাকৃত - অপভ্রংশকবিতা নয়, প্রথমেজয়দেবেরগীতগোবিন্দ, পরে বিদ্যাপতির মৈথিলকবিতা । ''কলাবৃত্তেরউত্তর লৌকিক বাংলারস্বাভাবিকউচ্চারণপ্রভাবেরঅনিবার্যপরিনাম এই নবছন্দ,যার আধুনিকতমনাম মিশ্রকলাবৃত্ত বা অর্ধকলাবৃত্ত। সুতরাং বলা -য-ত পা-র -য, -লৌকিক প্রভা-বপ্রত্নকলাবৃ-ত্তর বির্বতিতরূপহল মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি।'' (আধুনিকবাংলা ও হিন্দী ছন্দ পৃ: ৩৮ - রামবহাল -তওয়ারীর)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরকাব্যদেহে মিশ্রকলাবৃত্ত সুপ্রদর্শিতহয়নি।তবু যে পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছে -

১. গুরু ও দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিকতা বর্জনহয়েছে ।

২. প্রথম ও নবমমাত্রায়শ্বাসাঘাতেরপ্রবর্তন ।

৩. মিশ্রকলাবৃত্তেরচতুদর্শমাত্রা যুক্ত পয়ারের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠিতহবার চেষ্টা চলছে।

স-ভ -দ-ব -মলি সভা । পাতিল আকা-শ (৮ + ৬)

কংসেরকারণেহত্র । সৃষ্টির বিনাশে (৮ + ৬)

U1-3

এখানে ১ কং এ শে ভা ইত্যাদি গুরুদলহওয়া সত্ত্বেও ১ মাত্রা হিসেবেগন্যহয়েছে।পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বহুপ্রচলিতবাংলার বিশিষ্ট ছ-ন্দাবন্ধের আদিম বা অপরিনতরূপেরপরিচয় মেলেশ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে। এ প্রসঙ্গে তারাপদভট্টাচার্যব-ল-ছন -

১. ''সেখানে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে) অপরিনতপয়ার, অপরিনত ত্রিপদী বা লাচাড়ি সবইআদিমঅবস্থায়আ-ছ।এমন কী পরবর্তীকা-ল 'লঘু ত্রিপদী' 'দিগক্ষরা' 'একাবলী' প্রভৃতি যে সমস্ত বাংলা ছন্দ দেখা যায়, সেগুলি অপরিনতআকা-রশ্রীকৃষ্ণকীর্ত-নর-য়-ছ।''

২. '' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত-ন সমস্ত ছন্দই আস-ল ধামালী ছন্দ ।''

ক) ''ধামালী ছ-ন্দর নামনয়, রচনার বিষয়গতনাম। ত-ব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত-নর ছন্দ -লৌকিক ছন্দ দ্বারা প্রভাবিত ।'' (প্র-বাধচন্দ্র -সন)

সুতরাং, বিভিন্ননানাবিধঅভিমত -থ-ক সুস্পষ্টশ্রীকৃষ্ণকীর্তনকা-ব্যরউৎস তথা অনুসৃতি ও প্রকৃতি-ত মিশ্ররূপবর্তমান । প্রাকৃচৈতন্যযু-গশ্রীকৃষ্ণকীর্ত-নরসমকা-ল বা কিছু প-ররচনা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কা-ব্য খাঁটি বাংলা তদ্ভব ছন্দ সুগঠিতআকা-রআত্মপ্রকাশক-র।'পয়ার' শ-ব্দরপ্রথমপ্র-য়াগপাওয়া যায়শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কা-ব্য ।

মালাধর বসু লি-খ-ছন -

''ভাগবতঅর্থ যত পয়া-র বান্ধিয়া -লাক নিস্তারি-ত গাই পাঁচালী রচিয়া।''

'পয়ার' শব্দটিরউৎস ও প্রয়োগ নিয়া নানা অভিমতআছে। সেগুলি হল :

১)রামগতিন্যায়রত্ন :পায়া(<)পয়ার - অর্থপাদচরন বিশিষ্ট।

সুকুমার -সন :পজঝটিকা - পাদাকুলক(<)পদকার(<)পয়ার ।

'পয়ার' নামটিমধ্যযু-গবহুলপরিমা-নব্যবহৃতহত। ' শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ছাড়াওমঙ্গলকাব্যচরিতকাব্য, অনুবাদকাব্যসর্বত্রইবাংলা ভাষার নিজস্বতদ্ভব ছন্দ 'পয়ার' না-ম ,এ পরিচিত।

অমূল্য ধন মু-খাপাধ্যায়ব-লন,-

''বাংলা কা-ব্য -যটিসনাতন ও সর্বা-পক্ষা -বশিপ্রচলিত রীতি, তাহারনাম দি-তছিপয়া-রর রীতি।''

কিন্তু প্র-বাধচন্দ্র -সন ম-ন ক-রনপয়ার একটি নির্দিষ্টআকা-রর ছ-ন্দাব-ন্ধর নাম। -কান ছ-ন্দারীতির নামনয়। তা হল - (১) প্রতিচরনে চৌদ্দ অক্ষর বা চৌদ্দ মাত্রা। আট অক্ষর বা মাত্রারপরঅর্ধযতিএবংপরবর্তী ছয় অক্ষর বা মাত্রারপরপূর্নযতি।অর্থাৎপয়া-ররচরন - ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা

এই বিশিষ্টরূপকলাইপয়ারনামেঅভিহিত।চরনেরআকার বা মাত্রাসংখ্যারপরিবর্তনঘটলেপয়ারেরনামেরওপরিবর্তনঘটতো। যেমন

ক) দিগদরা - দশঅক্ষর বা দশমাত্রারচরণ

খ) লঘু ত্রিপদী - ৬+৬+৮ অক্ষ-রচর-ন ।

গ) দীর্ঘ ত্রিপদী - ৮+৮+১০ অক্ষ-রচরন

ঘ) পয়ার - ৮+৬ অক্ষ-রচরন

ঙ) মহাপয়ার - ১০+৮ আক্ষ-রচরন ছান্দসিক প্র-বাধচন্দ্র -সন ব-ল-ছনপ্রাচীনবাংলায়সাধুরীতির ছন্দ-কই পয়ার বলা

হোত।তারপর ত্রিপদী নামেপরিচিতহতেথাকে।সমগ্রমধ্যযুগ ধ-র দুটি ছ-ন্দাবদ্ধ রুপপ্রচলিত ছিল-
১) ‘পয়ার’ ২) ‘ত্রিপদী’।

প্রাক চৈতন্যযুগে বিজয়গুপ্ত ও নারায়ন দেবদুজনেইপয়ারের দোসর হিসেবেলাচাড়িরকথা বলে-ছন। অধ্যাপকঅমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়ব-ল-ছন -‘‘ লাচাড়ি - যাহারনামপরেহয়েছিল ত্রিপদী’’।

তারাপদভট্টাচার্যওসহমত -পাষনক-র-ছন - ‘‘ লাচাড়িরঅন্যনামদীর্ঘ ত্রিপদী ।সেকালে বলা হোতলাচাড়ি।নৃত্যবৃত্ত থেকেসম্ভবতলাচাড়ি শব্দউৎপন্ন’’। তাইলাচাড়ি ও ত্রিপদীকে একই ছন্দোবন্ধের নামান্তর হিসেবেগ্রহনকরেছেন।

পয়ার ও ত্রিপদীকেঅনেকে ভিন্নরূপে দেখেছেন। যেমনপ্রবোধচনদ্র সেন তাঁর ‘‘নতূন ছন্দ ’’ পরিক্রমা গ্রন্থে বলেছেন - ‘‘ প্রাচীনকা-লসাধুরীতির ছ-ন্দর নাম ছিল পয়ারএবং -লৌকিক ছ-ন্দর(-দশি ছ-ন্দর) নাম ছিল লাচাড়ি’’।

একই অভিমতেরসমর্থক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,কালিদাসরায়।এঁদের মতে লাচাড়ি কোন ছ-ন্দাবদ্ধ নয়। এটি একটি ছন্দরীতি।আচার্য সুনীতিকুমার চ-ট্টাপাধ্যায়ব-ল-ছন -‘‘নৃত্যনিরপেক্ষ ত্রিপদীবন্ধেরইপূর্বতননামলাচাড়ি।’’
এ মন্তব্য সর্বজনমান্য ব-ল বি-বচিতহ-য়-ছ।

teachinns Text with Technology

বাংলা ছ-ন্দা বদ্ধ

পদ্যরচনা

সাধুরীতি

-লাকরীতি

খর্ব (পয়ার)

মধ্য (দিগক্ষরা)

দীর্ঘ একাবলী

লঘুত্রিপদী

দীর্ঘত্রিপদী

বাংলা ছন্দরীতি

সাধুরীতি প্রত্নকলাবৃত্ত

লোকরীতি প্রত্নকলাবৃত্ত

মিশ্রকলাবৃত্ত

প্রত্নমাত্রাবৃত্ত

স্বরবৃত্ত

দলবৃত্ত

অক্ষরবৃত্ত

মাত্রাবৃত্ত

বলবৃত্ত

মিশ্রকলাবৃত্ত

ধ্বনিপ্রধানছন্দ

মিশ্রবৃত্ত

তানপ্রধান ছন্দ

teachinns Text with Technology

চর্যাপদে বিধৃতপ্রত্নকলাবৃত্তপঞ্চদশশতকের সাহিত্য তথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ,শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাসী রামায়ন, বিজয় গুপ্ত ও নারায়নদেবেরমনসা মঙ্গলকব্যে মিশ্রকলাবৃত্তরূপলাভকরে

প্রশ্নমাত্রাবৃত্ত

মধ্যযুগীয়বাংলা সাহি-ত্য তথা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন , ও বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুসরন ঘটেছে তা প্রাকৃত-অপভ্রংশঅবহট-টরমধ্য দি-য় ছন্দ বিবর্ত-নর ফ-ল জাতনয় । লোকরীতি থেকেআগতনয় । গৃহীতকলাবৃত্ত ছন্দের বিবর্তিতরূপ।বাংলা সাহিত্যেরদুজনকবি জয়দেব ও বিদ্যাপতি অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন এই ধারায়।দুজনে - -কউই বাংলা ভাষায় পদ রচনা ক-রননি।জয়-দরসংস্কৃতভাষায় ‘ শ্রীগীত--গাবিন্দম ’ রচনা ক-রন আর বিদ্যাপতি মৈথিল

ভাষায় বৈষ্ণবপদাবলী রচনা ক-রন।বাংলা সাহি-ত্য জয়-দব ও বিদ্যাপতিরপ্রভাব সুদুরপ্রসারী। বিদ্যাপতিরপদাবলীরঅনুসৃতি ‘ব্রজবুলি’ না-ম একটি সাহিত্যিকভাষারজন্ম -দয় । -গাবিন্দদাস বিদ্যাপতিরদ্বারা এতটা প্রভাবিত হ-য়ছি-লন -য বাংলা সাহিত্যেতাঁকে ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ’র অভিধা দেওয়া হয়।মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ও চতুর্মাত্রিকপর্বগঠনেরদৃষ্টান্ত মে-লজয়-দ-বরপ-দ।

-যমন :-

শ্ব সি ত পা ব ন মনু । পম পরি । না হম্

৪+৪+৪+৩

ম দ ন দ । হন মিব /ব হ তি য । দা হম্

৪+৪+৪+৩

কবি বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদাবলীতেমাত্রাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ আছে ।

-যমন :-

কি কহ । -ব -র সখি । আনন্দ । ওর

৪+৪+৪+২

চির দিন । মা ধ ব । মন্দি-র । -মার

৪+৪+৪+২

বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যে মূলনীতি মুক্তদল ‘১ ’ মাত্রা এবংরুদ্ধদল ‘২’মাত্রা তা মধ্যযুগীয়বাংলা সাহিত্যেসর্বত্রপ্রযোজ্যহয়নি।প্রাচীনমাত্রাবৃত্তেরুদ্ধদল ও দীর্ঘস্বরযুক্ত মুক্তদলের গুরুদল হিসাবেমর্যাদা মাঝেমাঝে শিথিলহয়েপড়েছে। কিন্তু আধুনিকমাত্রাবৃত্তে কেবলরুদ্ধদলই গুরুদল হিসেবেগন্য।এরযথাযথপ্রয়োগ মধ্যযুগীয় সাহিত্যেসম্ভবহয়নি।

প্রাগাধুনিকদলবৃত্ত

ধ্বনিরঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যেরসমাবেশেই ছন্দ।ঐক্য তাকে দেয় প্রান, বৈচিত্র্যতাকে দেয় রূপ,ছন্দের যে বিচিত্র ব্যঞ্জনশক্তি, প্রা-নররস-করূপায়িতকরার -য ক্ষমতা , কা-ব্যরবানী-ককা-নর ভিতর দি-য় ম-র্মপ্র-বশকরানোর যে শক্তি আছে,- তা নির্ভরক-র, বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশেরউপর । আধুনিকবাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট রীতি গড়ে ওঠবারআগেরসূত্রটা ভাল নির্দিষ্ট ছিল না।যখনতথাকথিতবর্নমাত্রিক বা হরফ -গানা ছ-ন্দাব-ন্ধর রীতিটা স্পষ্টহল, তখন একটা নির্ভর-যাগ্যঐক্যসূএখুঁ-জ -প-য় বাংলা কবিতাও একটা সুনির্দিষ্ট প-থ চল-তশুরু করল।বাংলা ছন্দ ক-য়কশতাব্দী ধ-র -যপথখুঁ-জ -বড়াচ্ছিল তার -সইপ্রয়া-সরচরমপরিনতি ও সার্থকতা -দখা -গল ভারতচ-ন্দ্রর কা-ব্য, ভারতচন্দ্র একটা নতুনচ-ঙর ছন্দ বাংলা সাহি-ত্যপ্রচলনকর-লন - বাংলা গ্রাম্যছড়ার ছন্দ। যা -লাকউৎ-সজাত।বাংলার -লাকসমা-জপ্রচলিত ছড়া, গান, বাজনা, -খলা ইত্যাদির নিজস্ব ছন্দ হলদলবৃও।এই ছ-ন্দর বি-শষত্ব এই -য,এ-তপ্রবলশ্বাসাঘাতথা-ক।তারজন্য একটা বি-শষ -দালা ও আনন্দ অনুভবকরা যায়।প্রতিপর্বচারমাত্রা, ও দুটি পর্বাঙ্গ । সাহিত্যিকঐতিহ্য-না থাকায় এই ছন্দ অকুলীন ব-ল পরিচিতহ-লওদলবৃও ছন্দটিই বাংলা ভাষার নিজস্বছন্দ।

দলবৃও ছন্দ মধ্যযুগীয় সাহি-ত্য -কৌলিন্যঅর্জন না কর-লওব্রাত্যহ-য়থা-কনি।-যমন-

ছড়া- ১

বৃষ্টি প-ড় / টাপুরটুপুর / ন-দয় এল / বান

৪+৪+৪+২

শিবঠাকু-রর / বি-য় হ-ব / তিন ক-ন্য / দান

৪+৪+৪+২

দলবৃও ছন্দ চারমাত্রারগর্বগঠনকরে।রুদ্ধদল ও মুক্তদল সবইএকমাত্রা বলে গন্য হয়।কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির তিন কন্যেপর্বটি তিন মাত্রারহয়েপড়ে। কিন্তু পর্বসমতাবিধানেরজন্যরুদ্ধদলে বিশিষ্টউচ্চারনেমাত্রা সম্প্রসারনঘটিয়েচারমাত্রা করে নিতেহবে।

২/

এ পা রে তে / লঙ্কা গাছটি / রা ঙা টুক টুক /করে৪+৪+৪+২

গুন ব তী / ভাই আ মার / মন -ক মন /ক-র / ৪+৪+৪+২

শ্বাসাঘাতপ্রধান-

মা] নিমখাওয়া-ল / চিনি , ব-ল

কথায়ক-রছ-লা।

ওমা] মি ঠার -লা-ভ / তিত মু-খ /

সারা দিন টা / -গ-লা ।।

ঊনবিংশশতাব্দীতেইংরেজী শিক্ষা দীক্ষারপ্রবলপ্রভাবেবাংলা ছন্দেও একটা বিপ্লবেরসূচনা হল।ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের পাদাঙ্ক অনুসরনক-র-ছন,তবুও তিনিছড়ার ছন্দ-ক সাহি-ত্যকতটা জা-ততুলবার কাজ ক-র-ছন।তারপর এল বৈচিত্র্যসন্ধানেরযুগ।নতূননতূনসঙ্কেতেচরনগঠনকরারপ্রয়াসএবংনানা বিচিএনক্সায় স্তবক গড়ে তোলারপ্রয়াসচলল। সে চেষ্টার বোধহয়চরমপরিচয়পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।চরন ও স্তবকের গঠন বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়া আধুনিকবাংলা গীতিকাব্যেরঅনুভূতির ব্যঞ্জনা হয়েছে।মধুসূদনের ‘বজাঙ্গনার’র বেদনা, ‘আত্মবিলাপের বিষাদ রবীন্দ্রনাথের ‘পূরবীরআহ্বান পর্যন্ত এই বৈচিত্র্যধ্বনিতহয়েছে।

আধুনিক ছন্দে বৈচিত্র্য আনা হয়েছেআরওদুই এক দিক থেকে। হলন্ত অক্ষরবাংলায়দীর্ঘহতেপারে, রবীন্দ্রনাথই সবসময় হলন্ত অক্ষর-কদীর্ঘ ব-ল একটা প্রথা চালিয়েছেন।তার ফলে আধুনিকবাংলায় একটা বিশিষ্ট মাত্রাছন্দ চালু হয়েছে।তারপরবড়যুগান্তর এল মধুসুদনের ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দ সৃষ্টি-ত।তিনি -দখা-লনবাংলায় -ছদযতিরঅনুগামী হওয়ার কোনআবশ্যিকতা নেই।এইখানেবাংলা ছন্দ প্রথম পেল স্বেচ্ছাবিহার ও মুক্তির স্বাদ। রবীন্দ্রনাথের হাতেইবাংলা ছন্দ একটি অনন্যমাত্রা -প-য়-ছ।

teachinns Text with Technology

UNIT – IX

Sub Unit - 1

বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১. দলবৃত্ত ছন্দের উৎস

ক) অর্বাচীনসংস্কৃত খ) প্রাকৃতঅপভ্রংশ

গ) -লাকউৎসজাত ঘ) সবকটি ঠিক

২. প্রথমবাঙালি যিনি ছন্দস্রষ্টা হি-স-বপরিচিত

ক) বিদ্যাপতি খ) ভারতচন্দ্র

গ) স-ত্যন্দ্রনাথ ঘ) জয়-দব

৩. বাংলারমূল ছন্দ হল

ক) লাচাড়ি বা না-চর ছন্দ খ) পয়ার

গ) উভয়িসঠিক ঘ) 'ক' নির্ভূল 'খ' ভুল

৪. মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎসহল

ক) -লাকউৎসজাত খ) সাহিত্যিক

গ) ক ভুল খ ভুল ঘ) উভয়ই ঠিক

৫. মিশ্রবৃত্ত ছন্দের উৎসহল

ক) -লাকউৎসজাত খ) সাহিত্যিক

গ) ক ঠিক খ ভুল ঘ) উভয়ই ঠিক

৬. 'পয়ারবলতে একটি ছন্দোবদ্ধ বা স্তবক সজ্জাকে বুঝিয়েছেন, কোনো ছন্দশ্রেনীকে নয়'- যিনি এ কথা ব-লন

ক) -মাহিতলালমজুমদার খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) প্র-বাধচন্দ্র -সন ঘ) অমূল্যধনমু-খ্যাপাধ্যায়

৭. 'প্রভু ক-হা এ-হা বাহ্য আ-গ ক-হা আর - ছত্রটিতে যে ছন্দরীতির প্রতিফলন দেখি

ক) ছড়ার ছন্দ খ) মিশ্র ছন্দ

গ) পাদাকুলক ঘ) মাত্রাবৃত্ত

৮. ঊনবিংশশত-কবাংলা নাট-কমূলত -য ছ-ন্দর ব্যাপকপ্র-য়াগ -দখা যায়

ক) অসমপর্বিক গৈরিশছন্দ খ) প্রবহমান লক্ষনযুক্ত অমিত্রাকর ছন্দ

গ) মুক্ত ছন্দ ঘ) সবকটি

৯. মুক্তক ছন্দের পূর্নপ্রয়োগপ্রথমযাঁরকাব্যে মেলে

ক) মধুসূদনদত্ত খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) দ্বি-জন্দ্রলাল রায় ঘ) বল-দব পালিত

১০. মুক্তকের পূর্ণরূপ যে কাব্যে দেখা যায়

ক) সন্ধ্যাসংগীত খ) মানসী

গ) পুনশ্চ ঘ) বলাকা

১১. বাংলারআদিতম ও প্রধানতম ছ-ন্দাবদ্ধ হল

ক) লাচাড়ি খ) পয়ার

গ) ক ঠিক খ ভুল ঘ) উভয়ই

১২. ত্রিপদী যে ছন্দোবদ্ধের পরিবর্তিতনাম

ক) পয়ার খ) লাচাড়ি

গ) -তাটক ঘ) -কানটিইনয়

১৩। Blank Verse এরআদ-ল -য ছন্দ বাংলায়প্রবর্তিতহ-য়-ছ

ক) মুক্তক খ) মিত্রাক্ষর

গ) অমিত্রাক্ষর ঘ) -কানটিইনয়

১৪) Blank Verse যার সৃষ্টি

ক) রামায়ন খ) শেক্সপীয়ার

গ) মূলার ঘ) মিলটন

১৫) Rabindranath and Bengali Prosody - প্রবন্ধটিযার -লখা

ক)তারাপদভট্টাচার্য খ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

গ) পবিত্রসরকার ঘ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়

১৬) মুক্তক ছন্দ যে ছন্দরীতিতেলেখা

ক) মাত্রাবৃত্ত খ) মিশ্রবৃত্ত

গ) দলবৃত্ত ঘ) সবকটি

১৭) মুক্তকের বৈশিষ্ট্য

ক) ছন্দ দৈর্ঘ্যসমান খ) ছত্রগুলি এক সীমায়আরম্ভ কিন্তু সীমায় শেষ হয় না

গ) অসমানছত্র, এক সীমায় ঘ) -কানটিইনয়আরম্ভহয় না -শষওহয় না

১৮) গৈরিশ ছ-ন্দর মূললক্ষণ

ক) চতুর্দশমাত্রিকসমদৈর্ঘ্যের খ) অসমমাত্রিকপর্বসজ্জা

গ) উভয়ইসঠিকপর্ব ঘ) ‘ক’ নির্ভূল ‘খ’ ভুল

১৯) গৈরিশ ছ-ন্দর প্র-য়াগপ্রথম -য রচনায় -দখি

ক) জনা খ) রাবনবধ

গ) অভিমূন্যবধ ঘ)প্রফুল্ল

২০) গৈরিক ছ-ন্দর বৈশিষ্ট

ক) ছত্র অন্তে মিলবর্জন খ) প্রবাহমানতা

গ)অসমমাত্রিকপর্বসজ্জা ঘ) সবগুলিই ঠিক

teachinns Text with Technology

২১) গৈরিশ ছন্দের মূল ভিত্তি যত মাত্রায়হয়

ক) ১৪ মাত্রা খ) ১০ মাত্রা

গ) ১৬) মাত্রা ঘ) ১৮ মাত্রা

২২) বাংলা কাব্যেদলবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ ঘটে যারমাধ্যমে-

ক) পাঁচালির মাধ্য-ম খ) ধ্যমালীরমাধ্য-ম

গ) বারমাস্যারমাধ্য-ম ঘ) -চৌতিশারমাধ্য-ম

২৩) মিশ্রছ-ন্দর প্রথম -য কা-ব্য প্রথম -দখা যায়-

ক) চর্যাগীতি খ) গীত-গাবিন্দ

গ) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ঘ) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

২৪) বাংলা সরলবৃত্ত ছন্দ এসেছে

ক) প্রাকৃতঅপভ্রংশ খ) অর্বাচীনসংস্কৃত

গ) উভয়ই ঠিক ঘ) 'ক' ভুল 'খ' ঠিক

২৫) চর্যাগীতি -য ছন্দরীতি-ত রচিত হ-য়ছিল

ক) ধ্বনিপ্রধান খ) তানপ্রধান

গ) মাত্রপ্রধান ঘ) বলপ্রধান

২৬) বাংলা কাব্যেদলবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগঘটরযারমাধ্যমে

ক) পাঁচালির মাধ্য-ম খ) ধামালীরমাধ্য-ম

গ) বারমাস্যারমাধ্য-ম ঘ) -চৌতিশারমাধ্য-ম

২৭) বাংলা ছন্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ অবলম্বনে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ - অশুদ্ধ বিচারেসংকেতঅনুসারেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর:-

১) সরলবৃত্তেরমূলউৎসহলসংস্কৃত 'মাত্রা' ছন্দ ।

২)'পজঝটিকা ' ছন্দটি নিয়মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েপ্রাকৃতভাষায়হয়েছেপাদাকুলক।

৩) পাদাকুলক ছন্দে লঘু গুরু দলবিন্যাসেরপূর্বপরম্পরা অক্ষুন্ন ছিল।

৪) অমূল্যধনমুখোপাধ্যায়প্রথম দিকেঅস্বচ্ছসরলবৃত্তেরনামকরেছেন -কলাবৃত্ত

সূত্র	**১**	**২**	**৩**	**৪**
ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

২৮) 'রবীন্দ্রনাথের পরেবাংলা ভাষায়কলাবৃত্তের শ্রেষ্টকবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়'যিনি এই মন্তব্য ক-রন

ক) পবিত্রসরকার খ) শঙ্খ -ঘাষ

গ) উত্তমদাশ ঘ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

২৯) মধুমল্লিকা বিলাস’ যাঁর -লখা

ক) ভারতচন্দ্র খ) ন-গন্দ্র -সাম

গ) মধুসূদনদত্ত ঘ) মধুসূদন চক্রবর্তী

৩০) ‘মধুমল্লিকা বিলাস’ - -য ছন্দরীতি-ত -লখা হয় -

ক) সরলবৃত্ত খ) অমিত্রাক্ষর

গ) দলবৃত্ত ঘ) মিশ্রবৃত্ত

৩১) -য গ্র-ন্থ খাঁটি বাংলা তদ্ভব ছন্দ সুগঠিতআকা-রপ্রথমআত্মপ্রকাশক-র

ক) চর্যাগীতি খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

গ) শ্রীকৃষ্ণবিজয় ঘ) গীত -গাবিন্দ

teachinns Text with Technology

ANSWER TABLE

SL. NO.	ANSWER
১	গ)
২	খ)
৩	গ)
৪	খ)
৫	খ)
৬	গ)
৭	খ)
৮	ক)
৯	খ)
১০	খ)
১১	খ)
১২	খ)
১৩	গ)
১৪	ঘ)
১৫	খ)
১৬	গ)
১৭	গ)
১৮	খ)
১৯	খ)
২০	ঘ)
২১	খ)
২২	খ)
২৩	
২৪	গ)
২৫	
২৬	খ)
২৭	ক)
২৮	গ)
২৯	ঘ)
৩০	খ)
৩১	গ)

Sub Unit-II

বাংলা ছন্দের রীতি ও রূপবৈচিত্র্য:

ছন্দের রীতি ও রূপবৈচিত্র্যপাঠেঅবগতহওয়া গেছে যে মাত্রাবিন্যাস রীতির উপর ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি তথা শ্রুতিরূপ নির্ভরকরে । বাংলা ছন্দে মাত্রা বিন্যস্ত হয় তিনটিস্বতন্ত্র রীতিতে । আমরা প্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া নতুননামগুলিকে ভিত্তিকরে- অন্য-দর -দওয়া না-মর একটি তালিকা এভা-বসাজা-ত পারি ।

প্র-বাধচন্দ্র -স-নর -দওয়া তিন ধর-নরবাংলা ছ-ন্দর -শষতমনামকরন -

১) দলমাত্রক বা দলবৃত্ত রীতি (ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত)

২) কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত)

৩) 'মিশ্রকলাবৃত্ত ' বা মিশ্রকলামাত্রক মিশ্রবৃত্ত(তথাকথিতঅক্ষরবৃত্ত)

অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় ১.তানপ্রধান ২.ধ্বনিপ্রধান ৩. শবাসাঘাতপ্রধান

দিলীপকুমাররায় - ১. স্বরবৃত্ত

২. মাত্রাবৃত্ত

৩. অক্ষরবৃত্ত

১) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্তশ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ :-

এক শ্রেনীর ছন্দে পর্বেগঠিতহয়দলমাত্রার যোগেঅর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দ পর্বগঠনের কাজে প্রত্যেকদলকে এক মাত্রা বলে স্বীকারকরে নেওয়াইপ্রচলিত রীতি । মাত্রাবিন্যাসের এই রীতিকে বলা হয়দলমাত্রক বা দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত রীতি । এই জাতীয় ছ-ন্দর লয় দ্রুত । প্রায়প্র-ত্যকপ-র্বই একটি প্রবলশ্বাসাঘাত প-ড় । তাই এ-ক শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ব-ল ।

২) কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতি :-

-য রীতি-ত ছন্দপর্ব গঠিতহয়কলামাত্রা নিয়েতাকে বলা যায়কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত রীতি।এখানেসবরুদ্ধদলদুইকলামাত্রা এবং মুক্তদল এক কলামাত্রা গননা করা হয় ।

৩) মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি :-

যে রীতিতে কলামাত্রা নিয়ে ছন্দপর্ব গঠিতহয় , যেখানেপ্রত্যেক মুক্তদল (স্বরান্ত অক্ষরকে) একমাত্রা ধরা হয় , রুদ্ধদল (হলন্ত অক্ষর-ক) শ-ব্দর -শ-ষ থাকলে কিংবা স্থান বিশেষেদুইমাত্রার ধরা হয়তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত রীতি বলা হয় ।

মূলতপর্বেরমাত্রাগুলির রূপ ও উচ্চারনেরপার্থক্যেরজন্য তিন রীতির ছন্দের পার্থক্য বোঝানোরপ্রচেষ্টা করা গেল :-

দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বা শবাসাঘাতপ্রধান ছন্দরীতি

ঠাকুরদাদার । ম-তা ব-ন । আ-ছনঋষি । মুনি

তাঁ-দরপা-য় । প্রনামক-র । গল্পঅ-নক । শুনি ।

ক) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতিতে প্রতিপূর্নপর্বে আছে চারটিকরে। আর অপূর্ণপর্বে দুটি করে।রুদ্ধদল গুলি সংকুচিতহয়ে মুক্তদলের সমানহয়েযায় । অর্থাৎ মুক্ত ও রুদ্ধ নির্বিশেষেসবদলইহয়সমানমানের ।

খ) কিন্তু একটি মাত্ররুদ্ধদল পংক্তির অন্ত্যে থাকলেউচ্চারনে সেটিপ্রলম্বিতহ-য়দুই দ-লর আসনঅধিকারক-র ।

২. কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত রীতি

ক- ল-লা-ল । -কালা হ-ল । জা-গ এ-ক । ধ্বনি ,

অ- ন-ধ - র । ক-ন-ঠ -র । গা - ন আগ । মনী ।

১. এই ছন্দে রুদ্ধদলগুলি প্রসারিত হয়ে মুক্তদলের দ্বিগুন হয়েযায় , অর্থাৎ দুটি মুক্তদলের সমানহয় । প্রতিপর্বেপাওয়া যা-বচারকলা , অপূর্ণপর্বেদুইকলা । [(একটি অনায়ত মুক্তদলের সমপরিমানধ্বনির পারিভাষিকনামকলা)] কলাসংখ্যার এই সমতারউপ-রই এই রীতি প্রতিষ্টিত ।

২. কলাবৃত্তরীতিতে অনেকসময়রুদ্ধদলপ্রসারিত না হয়েসংকুচিতহয়ে এক কলামাত্রায়পরিনতহয় ।

৩. অনেকসময়কলাবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদলপ্রসারিত হয়ে তিনমাত্রায়পরিনতকরারদৃষ্টান্ত -চা-খ প-ড় ।

মিশ্রবৃত্ত রীতি বা অক্ষরবৃত্ত :-

যাহা কিছু -হরি -চা-খ কিছু তুচ্ছ নয় ,

সকলইদুর্লভ ব-ল অজি ম-ন হয় ।

যা - হা কি - ছু -হ - রি -চা- -খ । কি -ছু তুচ - -ছা নয় =৮/৬

স --কা - লি - দুর - লভ্ -বা --ল /আ - জি -মা - -ন হয় ৮/৬

ক) এখানে মুক্তদল একমাত্রা ,রুদ্ধদলশব্দশেষে বা একক শব্দে দু মাত্রা , অন্যত্রএকমাত্রা।

খ) প্রতিছত্রেপূর্নপর্ব ৮ মাত্রার । অপূর্নপর্ব ৬ মাত্রার । উপ-ররদৃষ্টান্ত ‘নয়’ লভ্ ও হয় তিনটি পদান্তস্থিত - রুদ্ধদল। কিন্তু প-দর -শ-ষ নয় , রদ্ধদল ‘তুচ’ ‘দুর’ - একমাত্রার

গ) তৎসমশব্দেরঅপ্রান্ত রুদ্ধদলসাধারনত: সংকুচিত ও একমাত্রকহয় । অ- তৎসমশ-ব্দরআদি ও মধ্যস্থিতরুদ্ধদলও যুক্তক্ষরে প্রকাশিতহলেএকমাত্রক বলে গন্যহয় ।

ছন্দের নাম বৈচিত্র

ক) কবিকৃতছদ্মনাম

	দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	মিশ্রবৃত্ত
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা প্রকৃত	সাধু, নূতন	সাধু ,পুরাতন
২. দ্বি-জন্দ্রলাল রায়	মাত্রিক	মিত্রাক্ষরনূতন	মিতাক্ষর, পুরাতন
৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	চিত্র্য	হাদ্যা	আদ্যা
৪. -মাহিতলালমজুমদার	পর্বভূমকঅক্ষরবৃত্ত	পর্বভূমকমাত্রাবৃত্ত	পদভূমকবর্ণবৃত্ত
৫. কালিদাসরায়	দলমাত্রিক বা পাদক মাত্রিক	স্বরমাত্রিক	অক্ষর মাত্রিক
৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	স্বরান্তিক	মাত্রিক	আক্ষরিক
৭. দিলীপকুমাররায়	স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত

ছন্দসিক - কৃতছদ্মনাম

	দলবৃত্ত	কলাবৃত্ত	মিশ্রবৃত্ত
১. প্র-বাধচন্দ্র -সন (১৯২২-১৯৮৯)	স্বরবৃত্তদলবৃত্ত	মাত্রাবৃত্তসরলকলাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ধ্বনিপ্রধান মাত্রাবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত তানপ্রধান
২. অমূল্যধন মু-খাপাধ্যায়	শ্বাসাখাতপ্রধান	মাত্রাবৃত্ত	অক্ষর মাত্রিক
৩. রাখালরাজরায়	স্বরমাত্রিক	শুদ্ধপ্রাকৃত	অক্ষরবৃত্ত
৪. তারাপদভট্টাচার্য	বলবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	ভঙ্গপ্রাকৃত
৫. সুধীউভূষনভট্টাচার্য	-দশজ	কলাবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত
৬. আবদুল কাদির	স্বরবৃত্ত		মিশ্রবৃত্ত
৭. নীলরতন -সন	নীলরতন -সন		

teachinns Text with Technology

PREVIOUS YEAR QUESTION ANALYSIS

১. রায়-বঁ-শনাচনা-চর -ঝাঁ-ক / মাথায়মার-ল গাট্টা

শ্বশুরকাঁ-দ -ম-য়র -শা-ক / বর -হ-স কয় ঠাট্টা । NET JUNE- 2012

পংক্তি কয়টির ছন্দরীতি নির্দেশকর ।

ক) মাত্রাবৃত্ত খ) অক্ষরবৃত্ত

গ) ছড়ার ছন্দ ঘ) গৈরিশ ছন্দ

২. মাত্রাছন্দ ছন্দের প্রবর্তক NET JUNE- 2012

ক) রবীন্দ্রনাথ খ) স-ত্যন্দ্রনাথ

গ) -মাহিতলালমজুমদার ঘ) দিলীপকুমাররায়

৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে ছন্দরীতিকেবাংলা কবিতারপ্রাণবলেছেন তা হলNET DEC- 2012

ক) মাত্রাবৃত্ত খ) নব্যকলাবৃত্ত

গ) অক্ষরবৃত্ত ঘ) দলবৃত্ত

৪. চর্যাপ-দর ছ-ন্দর মূলভিত্তি NET DEC- 2012

ক) অনুষ্টুপ খ) পজ্ঝটিকা

গ) পাদাকুলক ঘ) ভাঙা মাত্রাবৃত্ত

৫. বাংলা ছন্দবিজ্ঞানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পারিভাষিকনাম NET DEC- 2013

ক) অমিলপয়ার খ) অমিলঅপ্রবহমানপয়ার

গ) অমিলপ্রবহমানপয়ার ঘ) অমিলপ্রবহমানপয়ার

৬. মুক্তক ছন্দ সম্পর্কে নিম্নেপ্রদত্ত মন্তব্যগুলি শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচারক-রসংকেত থেকেসঠিকউত্তর নির্দেশকর ।

NET NOV- 2017

a) কেবলমাত্র মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে মুক্তক লেখা হয়।

b) রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ কাব্যে একটি সমিল মুক্তকের দৃষ্টান্ত আছে।

c) রবীন্দ্রনাথের আগেও বাংলায় মুক্তক লেখা হয়েছে।

d) মুক্তকে পর্বগতমাত্রা সমতা থাকেনা।

সং-কত	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

teachinns Text With Technology

৭. ‘বলাকা’ কাব্যগ্র-ন্থ রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তনক-রন - SET - 2017

ক) সমিলপ্রবহমান মুক্তবন্ধ ছন্দ খ) অমিলপ্রবহমান মুক্তবন্ধ ছন্দ

গ) সমিলপয়ার ছন্দ ঘ) সমিলঅমিত্রাক্ষর ছন্দ

৮. ‘সঙ্কোচ জানাই আজ, একবার মুগ্ধ হতে চাই SET - 2017

তাকি-য়ছিদূর -থ-ক

এতদিনপ্রকা-শ্যবলিনি’:-

জয় গোস্বামীর ‘স্নান’ কবিতার এই দুইছত্র যে ছন্দের উদাহরণ

ক) কলাবৃত্ত খ) সরলবৃত্ত

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) মুক্তক

৯. চারটিকবিতা পদ্ধতি ও তাদেরমাত্রা সংখ্যা দেওয়া হল।ছন্দোরীতিঅনুসারেমাত্রা গননা পদ্ধতিরযথার্থতা বিচারকরেসংকেত থেকেশুদ্ধউত্তরটি চিহ্নিত কর

SET - 2019

a) নী-লর -কা-লশ্যামল -স দ্বীপপ্রবাল দি-য় -ঘরা - ৫+৬+৫+২

b) সকলকাঁটা ধন্যক-রফুট-ব -গা ফুলফুট-ব - ৫+৫+৫+৫

c) জ-ন্মছি -য মর্ত্য -কা-লঘৃনা করিতা-র - ৪+৪+৪+২

d) ফিরিয়া -য-য়ানা, -শা-না -শা-না - ৪+৪+২

সূর্য অস্ত যায়নিএখ-না - ৪+৪+২

সং-কত	a	b	c	d
ক)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	গ)
২	ঘ)
৩	ঘ)
৪	গ)
৫	গ)
৬	খ)
৭	ক)
৮	গ)
৯	ক)

teachinns
Text with Technology

১. এর ম-ধ্য -যটিবাংলা ছন্দরীতি -

ক) কলাবৃত্ত খ) মিশ্রবৃত্ত

গ) কলাবৃত্ত ঘ) সবকটি

২. দলবৃত্ত রীতিতে ‘মুক্তদল যত মাত্রারহয় -

ক) ২ মাত্রা খ) ১ মাত্রা

গ) শব্দেরশুরুতে ২ মাত্রা শেষে ১মাত্রা ঘ) ‘ক’ ও ‘খ’ উভয়ই

৩. ছন্দরীতির পরিব-র্ত ‘পদ্ধতি’ নামকপরিভাষা যিনিব্যাবহারক-রন -

ক) -মাহিতলালমজুমদার খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) দ্বি-জন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪. দলবৃত্ত রীতিতে ‘রুদ্ধদল’ যত মাত্রারহয়

ক) ১ মাত্রার খ) ২ মাত্রা

গ) শব্দান্তে ২ আন্যত্র ঘ) ‘ক’ ভুল ‘খ’ ঠিক

৫. যিনিদলবৃত্তকে লয় দ্রুতবলেছেন -

ক) তারাপদভট্টাচার্য খ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়

গ) -মাহিতলালমজুমদার ঘ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

৬. -য ছন্দরীতির লয় দ্রুত

ক) কলাবৃত্ত খ) দলবৃত্ত

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) -কানটিইনয়

৭. তথাকথিতপয়ার ছন্দ হল

ক) স্বরবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত

গ) অক্ষরবৃত্ত ঘ) -কানটিই ঠিক নয়

৮. -য বাংলা ছন্দরীতি সব-চ-য় -বশিব্যাবহৃতহয় -

ক) বলবৃত্ত খ) সরলবৃত্ত

গ) মিশ্রকলাবৃত্ত ঘ) ‘ক’ ও ‘খ’ উভয়ই

৯. -শাষনশক্তি যে ছন্দরীতির বিশেষলক্ষন --

ক) মাত্রাবৃত্ত খ) দলবৃত্ত

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) সবকটি

১০. ‘যাহা কিছু -হরি -চা-খ কিছু তুচ্ছ নয় / সকলইদুর্লভ ব-ল আজি ম-ন হয় ’

-এটি -য ছন্দরীতির পর্যা-য় প-ড়

ক) দলবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) অমিত্রক্ষর

teachinns Text with Technology

১১. ‘সই -কবা শুনাইলশ্যামনাম / কা-নর ভিতর দিয়া মর-মপশিল -গা / আকুলকরিল -মারপ্রান ’ -

ক) বলবৃত্ত খ) মাত্রাবৃত্ত

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) ত্রপদী

১২. পয়ারহল -

ক) ছন্দবদ্ধ খ) ছন্দরীতি

গ) উভয়ইসঠিক ঘ) ‘ক’ ভুল ‘খ’ ঠিক

১৩. পয়ারহল -

ক) ত্রপদী বদ্ধ খ) দ্বিপদী বদ্ধ

গ) -চাপদী বদ্ধ ঘ) সবগুলিই ঠিক

১৪. পয়ারবল-ত -বাঝায় -

ক) ৮ + ১০ মাত্রা খ) ৮ + ৬ মাত্রা

গ) ৮ + ৮ মাত্রা ঘ) সবগুলিই ঠিক

১৫. ছন্দের গতিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয়যারদ্বারা

ক) লঘু যতি খ) অর্ধযতি

গ) পূর্নযতি ঘ) সবগুলিই ঠিক

১৬. পদ্যরচনায়পূর্নযতিরদ্বারা নির্দ্দিষ্ট ছন্দবিভাগ কে বলে

ক) স্তবক খ) পর্ব

গ) পদ ঘ) পংক্তি

১৭. ‘হে মোর চিত্তপুন্যতী-র্থজা-গা-রধী-র এই ভার-তরমহামান-বরসাগ-ররতী-র ’ --য ছন্দরীতির দৃষ্টান্ত -

ক) তানপ্রধান খ) বলপ্রধান

গ) ধ্বনিপ্রধান ঘ) মুক্তক

১৮. পর্ববল-ত -বাঝায়

ক) লঘুযতিরদ্বারা খন্ডিত খ) অর্ধযতিরধারায়পদবিভাজনখন্ডিত পংক্তি বিভাজন

গ) ‘ক’ ঠিক ‘খ’ ভুল ঘ) -কানটিই ঠিক নয়

১৯. পয়া-ররলক্ষনহল -

ক) মিলহীনতা খ) প্রবাহমানতা

গ) সঞ্চরনশীলতা ঘ) -কানটিই ঠিক নয়

২০. ধ্বনিগুচ্ছেরআদিতে যে ঝোঁক পড়ে তাকে বলে -

ক) প্রস্বন খ) প্রস্বর

গ) স্ব-রাৎঘাত ঘ) সবগুলিই ঠিক

২১. ‘প্রস্বর’ শ-ব্দরইং-রজি পারিভাষিকরুপহল -

ক) stress খ)Accent

গ) ‘ক’ ও ‘খ’ উভয়ই ঘ) ‘ক’ ঠিক ‘খ’ ভুল

২২. "আকাশ জুড়ে ঢল নেমেছে সূর্য্যিঢলেছে / চাঁচরচুলেজলের গুঁড়ি মুক্তো ফলেছে ’ - এই ছত্র দুটি যে ছন্দরীতির -

ক) মাত্রাবৃত্ত খ) দলবৃত্ত

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) মুক্তক

২৩. ‘রবি অস্ত যায় / অরন্য-তঅন্ধকারআকা-শ-তআ-লা ’ -

ক) ধ্বনিপ্রধান খ) বলপ্রধান

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) গৈরিশছন্দ

২৪. ‘ছিপ খান তিন দাঁড় / তিন জন মাল্লা / -চাঁপর দিনভর / -দয় দূরপাল্লা ’-

-য রীতির ম-ধ্য প-ড় -

ক) মিশ্রকলা মাত্রিক খ) বলপ্রধান

গ) সরলবৃত্ত ঘ) সমিলপ্রবাহমান

২৫. ‘ছড়ার ছন্দকে ‘দলবৃত্ত’ নামটি যিনি দেন -

ক) প্র-বাধচন্দ্র -সন খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) তারাপদভট্টাচার্য ঘ) পবিত্রসরকার

২৬. নীচেরচরনগুলির মাত্রা - নির্দেশেশুদ্ধ ও অশুদ্ধদুইইআছে ,প্রদত্তসংকেত থেকেশুদ্ধউত্তর নির্দেশকর -

NET June -2014

a) শরৎ তোমারঅরুনআলোরঅঞ্জলি ৬ + ৬ +৪

b) তরনী -ব-য় -শ-ষ এ-সছিভাঙা ঘা-ট ৮ + ৬

c) দূরহই-তফুল্লরা বী-ররপাল্যসাড়া ৮ + ৬

d) আ-ছ -তা -মারতৃষাকাতরআপনআঁখি ৫ + ৫ + ৫

সং-কত	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

২৭. নীচে একটি মন্তব্য এবং মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শনকরা হয়েছে । প্রদত্তসংকেত থেকেশুদ্ধউত্তরটি নির্দেশকর -

NET June -2014

মন্তব্য -'আ-ছ -তা -মারতৃষাকাতরআপনআঁখি (৫+৫+৫) চরনটিকলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রচিত ।

যুক্তি : কেননা , কলাবৃত্ত রীতির ছন্দের ধ্বনিপরিমান নিরূপিত হয়কলাসংখ্যার হিসেবেই ।

সং-কত :

ক) মন্তব্য ও যুক্তি দুই -ই শুদ্ধ খ) মন্তব্য ও যুক্তি দুই-ইঅশুদ্ধ

গ) মন্তব্যটি শুদ্ধ , কিন্তু যুক্তি অশুদ্ধ ঘ) মন্তব্যটি অশুদ্ধ কিন্তু যুক্তি শুদ্ধ

২৮. নী-চরচরন গুলি মাত্রা - নি-র্দ-শশুদ্ধ ও অশুদ্ধদুই- ই আছে ,প্রদত্তসংকেত গুলিথেকেসঠিকউত্তর নির্দেশকর -

NET - Dec -2013

a) রূঢ়দী-পরআ-লাক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চ-ক্ষ ৫ + ৬ + ৬ + ৩

b) হাথকদরপনমাথকফুল - ৮ + ৬

c) জন গন মন অধিনায়কজয় -হ - ৮ + ৮

d) মাভৈ: মাভৈ: ধ্বনি উ-ঠ গভীর নিশী-থ - ৪ + ৪ + ৪ + ২

সং-কত :	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

teachinns Text with Technology

২৯. নীচের ছন্দলিপিগুলির যেটিশুদ্ধ সেটি চিহ্নিত কর - NET-Dec -2013

ক)-মঘলা দি-ন । দুপুর -বলায়।। -যইপ-ড়-ছ । ম-ন - ৫ । ৬ ।। ৫ । ২

খ) একদা কি করিয়া মিলনহল -দাঁ-হ।। কি ছিল বিধাতার । ম-ন -৭ । ৭। ।।৭।২

গ) সাতকোটি । সন্তানের । হে মুগ্ধা । জননী - ৪ । ৫ ।। ৪ । ৩

ঘ) বীর্য -দহ । -তামার । চর-ন।। পাতি । শির - ৫ । ৩ ।। ৩ । ২

৩০. কলাবৃত্ত রীতি অনুযায়ী প্রথম তালিকায়প্রদত্তকবিতাংশেসঠিকমাত্রা নির্ধারনকরতেহবে দ্বিতীয় তালিকায়প্রদত্ত এক একটি পংক্তির মোটমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষা করেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর -

NET - Dec -2013

প্রথম তালিকা	**দ্বিতীয় তালিকা**
a) দুর্দান্ত পান্ডিত্যপূর্ন	i) ৯ মাত্রা
b) দু:সাধ্য সিদ্ধান্ত	ii) ৭ মাত্রা
c) পাতলা ক-র কা-টা	iii) ১০ মাত্রা
d) প্রি-য়কাৎলা মাছটি-র	iv) ১৩ মাত্রা

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	ii	i	iv	iii
খ)	i	iii	ii	iv
গ)	iii	iv	i	i
ঘ)	iv	iii	ii	i

৩১. প্র-বাধচন্দ্র -স-নর ম-ত ছ-ন্দর -শ্রনিবিভাগহল - NET June -2013

ক)চারটি খ) তিনটি

গ) দুটি ঘ) ধামালী

৩২. চর্যাপ-দর ছন্দরীতি-ক বলা হয় - NET June -2012

ক) প্রত্নপ্রাকৃত খ) ভাঙা জয়-দবী

গ) মিশ্রবৃত্ত ঘ) ধামালী

৩৩. প্রথম তালিকা দুটি-ত কয়েকটি ছন্দ পংক্তি ও তাদের রীতি অনুযায়ী মাত্রা সংখ্যারউল্লেখকরা হল । উভয় তালিকারসামঞ্জস্য বিধানকরেসংকেত থেকেশুদ্ধউত্তরটি নির্বচনকর -

a) -ক-শ আমারপাকধ-র-ছ i) ১৮ মাত্রার ছন্দ বটে তাহার পা-ন নজর এত -কন

b) না-মসন্ধ্যা তন্দ্রলসা , -সানারআঁচলখসা ii) ২৬ মাত্রার ছন্দ হা-তদীপশিখা

c) ঝম্পিঘনগর জান্তি সন্ততি ভুবনভরিবরিখন্তিয়া iii) ২২ মাত্রার ছন্দ

d) যদি -কা-না দিন একা তুমি যাওকাজলা দিঘি-তiv) ২০ মাত্রার ছন্দ

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iv	i	ii	iii
খ)	ii	iii	iv	i
গ)	iii	ii	i	iv
ঘ)	**iv**	**iii**	**ii**	**i**

৩৪) চারটিকবিতা পংক্তি ও তাদেরমাত্রা সংখ্যা দেওয়া হল । ছন্দোরীতিঅনুসারেমাত্রা গননা পদ্ধতিরযথার্থতা বিচারকরেসংকেত থেকেশুদ্ধউত্তরটি চিহ্নত কর ।

a) নী-লর -কা-লশ্যামল -স দ্বীপপ্রবাল দি-য় -ঘরা - ৫ + ৬ + ৫ + ২NET-June2019

b)সকলকাঁটা ধন্যক-রফুট-ব -গা ফুলফুট-ব -গা ফুল ফুট-ব-৫+৫+৫+৫

c) জ-ন্মছি -য মর্ত্য -কা-লঘৃনা করিতা-র -৪ + ৪ + ৪ + ২

d) ফিরিয়া -য-য়ানা , -শা-না -শা-না -৪ + ৪ + ২

সূর্য অস্ত যায়নিএখ-না -৪ + ৪ + ২

সং-কত	a	b	c	d
ক)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

৩৫) প্র-বাধচন্দ্র -স-নর ছন্দ - ভাবনা অবলম্ব-নক-য়কটিশুদ্ধ - অশুদ্ধ মন্তব্য , দেওয়া হলসংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নি-র্দশকর ।

a) মিশ্রবৃত্ত রীতির মূল নীতি চারটি ।

b)আধুনিককালে মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুরমাত্রিকপর্বে অন্তে মিল দেওয়া চলেনা।

c)রুদ্ধদলশ-ব্দরআদি-ত বা ম-ধ্যঅবস্থিতহ-লই অনুস্পন্দ অনুভূতহয় , শ-ব্দর অ-ন্ত থাক-লহয় না

d)স্পন্দানুপ্রাস সবচেয়ে বেশি শোভা পায়দলবৃত্ত রীতির ছন্দে

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ

৩৬. প্র-বাধচন্দ্র -সন ‘মি-ল’ র পারিভাষিকনাম দি-য়-ছন

ক) অনুযতি খ) পর্বাঙ্গ

গ) উপয়মক ঘ) প্রস্বর

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	ঘ)
২	খ)
৩	ঘ)
৪	ক)
৫	খ)
৬	খ)
৭	গ)
৮	গ)
৯	গ)
১০	গ)
১১	গ)
১২	ক)
১৩	ঘ)
১৪	ঘ)
১৫	ঘ)
১৬	ঘ)
১৭	ক)
১৮	গ)
১৯	ঘ)
২০	ঘ)
২১	গ)
২২	খ)
২৩	গ)
২৪	গ)
২৫	ক)
২৬	ক)
২৭	ঘ)
২৮	গ)
২৯	ঘ)
৩০	ঘ)
৩১	ক)
৩২	ক)
৩৩	
৩৪	ক)
৩৫	ঘ)
৩৬	গ)

teachinns
Teach with Technology

SUB UNIT - III

বাংলা ছ-ন্দর পরিভাষা পরিচয়
(দল, কলা ,মাত্রা,পর্ব, অতিপর্ব,ছেদ,যতি,পংক্তি,স্তবক,মিল,লয়)

বাংলা ছন্দকা-ররা ছ-ন্দর বি-শ্লষ-ন নিজস্বমতামতপ্রতিষ্টা কর-ত গি-য় বিভিন্নপরিভাষা নির্মানক-র-ছন।ফ-লঅ-নকধর-নরমত-ভদ সৃষ্টি হ-য়-ছ।ছা-ন্দাসিক-দরপারস্পরিক ছান্দসিক-দর পারস্পরিক -বাঝাপড়ারমধ্যদি-য়পরিভাষা বিতর্কএড়ি-য়সর্বজনস্বীকৃত ও সুনির্দিষ্টপ্রনালীরউপরবাংলা ছন্দশাস্ত্র-ক এখনওপ্রতিষ্টা করা সম্ভবহয়নি।

দল:-স্বল্পতমপ্রয়া-স উচ্চারিত ধ্বনি-ক দল (syllable)ব-ল।ইং-রজি 'সি-লবল' এর বাংলা পরিভাষা 'দল' শব্দটি-কমান্যতা দি-য়-ছন প্র-বাধচন্দ্র -সন।অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় সি-লবলঅ-র্থ 'অক্ষর' শব্দটি-কপ্র-য়াগক-র-ছন। কিন্তু অক্ষরবল-তবর্ণ-কও -বাঝায় , তাই তা দু ধর-নরঅর্থ-ক -বাঝায়।পারিভাষিকগরিমা থা-কনা।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বি-জন্দ্রলাল সিলেবল্অর্থে 'মাত্রা' শব্দটিকেপ্রয়োগকরেছেন।বাংলা ছন্দশাস্ত্রে 'মাত্রা' শব্দের ভিন্নঅর্থআছে।সুতরাং ছন্দ আলোচনায়মাত্রা শব্দটিকে দ্বিতীয়অর্থেপ্রয়োগকরলে পারিভাষিকউদ্দেশ্যনষ্টহয়এবং বোঝার ক্ষেত্রে বিঘ্নঘটে।দলটিরচরিত্রবলতেআমরা বুঝব সেটি 'রুদ্ধ' (Closed) 'মুক্ত' (Open)।মুক্তদল হলস্বরান্ত। রুদ্ধদলহলঅর্ধস্বরান্ত ও ব্যজনান্ত। উচ্চারন -ভ-দ দ-লর দুইরূপহ্রস্বদল(Short syllable)এবংদীর্ঘদল(long syllable)।মুক্তদল হল সেই সিলেবলযারউচ্চারনধ্বনি-ত -শষ হয়। যেমনযা,খা,দেইত্যাদি।আররুদ্ধদল শেষ হয়ব্যঞ্জনে বা অর্ধস্বরে যেমন- আম, ভাই -শষ,বই।

কলা:- একটি হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত ব্যাঞ্জনবর্নেরসমপরিমানধ্বনিকে ছন্দপরিভাষায় কলা (more) ব-ল।অর্থাৎকলা হলহ্রস্বরূ-প উচ্চারিত অপ্রসারিত মুক্ত বা রুদ্ধদলেরসমপরিমানধ্বনির পারিভাষিকনাম।

মুক্ত বা রুদ্ধহ্রস্ব দল এককলা হিসেবেগন্য।আবার মুক্ত বা রুদ্ধ দল দীর্ঘহলে তা দুইকলা হিসাবেগণ্য।

মাত্রা :-যারসাহায্যে কোন কিছুরআয়তনমাপা যায় সেইপরিমাপকউপকরনের পারিভাষিকনামমাত্রা (unit of measure)। বাংলায় ছন্দপর্ব পরিমিতহয়দুইরকমমাত্রারসাহায্যে।

১) এক শ্রেণীর ছন্দে প্রত্যেকটিদলই (মুক্ত বা রুদ্ধ) এক মাত্রা বলে স্বীকৃতহয়েথাকে। এ রকমমাত্রকে বলা হয়দলমাত্রা।

২) আর এক -শ্রণীর ছ-ন্দ প্রসারিত দল অপসারিত দলের দ্বিগুন বলে স্বীকৃতহয়েথাকে। সুতরাংঅপ্রসারিত দলকে এক কলা এবংপ্রসারিত দল-কদুইকলা ব-ল গণনা কর-ল এই -শ্রণীর ছন্দপ-র্বর ধ্বনিপরিমান নির্নীতহয়।অর্থাৎ এই -শ্রনীর ছ-ন্দ এক কলাই এক মাত্রা। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন -'' তাই এ -রকমমাত্রাকেবলতে পারি কলামাত্রা''।

পর্ব -হ্রস্ব- যতিরদ্বারা নির্দিষ্টখন্ডিতধ্বনিপ্রবাহ-কপর্বব-ল।পর্ব তিন প্রকারপূর্নপর্ব, অপূর্নপর্ব ও অতিপর্ব।

১.পূর্নপর্ব-দুই বা ততোধিক পর্বাঙ্গে গঠিতচরনেরআদি থেকেপ্রথমহ্রস্বযতি পর্যন্ত খন্ডিতধ্বনিপ্রবাহ যা বারংবারপুনরাবৃত্তহয়তাকেপূর্ণপর্ববলে।

২.অপূর্নপর্ব-অপূর্নপর্বথা-কপ-দ্যরপ্রতিটি সারির শেষে।অর্থাৎপদ্যছত্রের শেষেরখন্ডপর্বইহলঅপূর্নপর্ব।

দৃষ্টান্ত :-

-খাদারঘ-র -ক/কপাটলাগায়/ -ক -দয় -সখা-ন/তালা

সবদ্বার এর/-খালা র-বচ-লা/ হাতুড়ি শাবল /চালা

নজরুল

অপূর্নপর্বমূলপ-র্বর -চ-য় -ছা-টা হ-ব।এটাইশর্ত।

৩.অতিপর্ব :- অনেকসময়কবিতারমূল যে ছত্র , তারশুরুতে একটি খন্ডিতপর্ববসানো হয়।তাই বলা -য-ত পা-র ‘‘ ছ-ন্দর দিক থেকে অতিরিক্ত , ছত্রপাটেআলংকারিকধ্বন্যভিঘাত সৃষ্টিরজন্যছত্রেরপ্রারম্ভে স্থাপিত যে খন্ডপর্ব,”তাইঅতিপর্ব।

দৃষ্টান্ত

ও-র -তারা কি জানিস / -কউ ,

জ-ল -কন ও-ঠ এত / -ঢউ

ওরা দিবসরজনী / না-চ-

তাহা শি-খ-ছকাহার / কা-ছ রবীন্দ্রনাথ

প-র্বর বৈশিষ্ট-

১) পর্বমাত্রইকয়েকটিশব্দেরসমষ্টি।

২) প্রত্যেকটিপর্বদুইটি বা তিনটিপর্বাঙ্গের সমষ্টি।

৩) ছন্দের মূল ভিত্তি একটা ঐকা। সেইঐক্যেরপরিচয়আমরা পাইপর্বেরব্যবহারে।

পর্বাঙ্গ:-প-র্বর এক একটি সংগঠনপরীক্ষা কর-ল -দখা যায় -এর ম-ধ্যক্ষুদ্রতমক-য়কটি অঙ্গ উপাদানরূপেবর্তমান।এই -গুলিকে বলা হয়পর্বাঙ্গ। যেমন-

শুধু : বি-ঘ : দুই/ ছিল : -মার : ভুই/

আর :সবি : -গ-ছ /ঋ-ন।

পংক্তিটি তিনটিপূর্নপর্বএবং একটি অপূর্নপর্ব।‘:’ চিহ্ন দ্বারা পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব চিহ্নিত করা হল।প্রতিটিপূর্নপর্ব তিনটিউপপর্ব বা পর্বাঙ্গে বিভক্ত।পর্বাঙ্গের বৈশিষ্ট:-

১) প্রত্যেকপর্বে, হয় দুটি না হয় তিনটিকরেপর্বাঙ্গ থাকবে। না হলেপর্বের কোন ছন্দ লক্ষনথাকেনা।মাত্র একটি পর্বাঙ্গ দিয়ে -কানপূর্নঅববয়পর্বরচনা করা যায়না।

২) পর্বাঙ্গ সাধারনত : এক একটা ছোট গোটা মূলশব্দ । পর্বাঙ্গের মাত্রাসংখ্যা হয় ২, ৩ ,বা ৪ কখন ও ১

৩) পর্বাঙ্গ কিন্তু ছন্দের হিসাবেএকেবারেপরমানুর মত, তার নিজের কোন তরঙ্গ বা গতি নেই, কিন্তু তাকেঅপরপর্বাঙ্গের পা-শবসা-ল ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্নহয়।পর্বাঙ্গের বিভাগ দেখাবারজন্য [:] চিহ্ন ব্যবহৃতহয়।

-ছদ ও যতি:-গদ্যেরঅনিয়মিত বিরাম, যা বাক্যে পদ বা পদগুচ্ছেরঅন্বয়গত (Syntatic) ভূমিকারউপর নির্ভরক-রতা-ক ব-ল -ছদ ।

কবিতার ছন্দশাসিত -য যান্ত্রিক বিরাম , যা সাধারনভাবেকবিতারছত্রকেসমানসমানখন্ডে বিভক্ত করেতারনামযতি।-ছদ ও যতিরপার্থক্য:-

১. -ছদ অন্বয় ওঅর্থনির্ভর , যতি -বশিরভাগ ছন্দ ছন্দনিয়ন্ত্রিত, এবংশব্দ ও শব্দখন্ড নির্ভর।

২. -ছদসাধারনত বিষয় - পরম্পরঅর্থাৎগ-দ্য বা গদ্যখ-ন্ডদু-য়র -বশি -ছদথাক-লতা-দরদূরত্বসমান না হওয়া সম্ভব।প-দ্যরযতিগুলি সাধারনভাবেসমপরম্পরঅর্থাৎ একে অন্যের থেকেসমানসমানদূরত্বেঅবস্থিতথা-ক।

৩. ছেদঅর্থ বা ভাবশাসিত, যতি যান্ত্রিক। এই জন্য ছেদবাক্যগঠন নির্ভর , কিন্তু যতিকথারব্যাকরনের সঙ্গে সম্পর্কহীন।কেবল ছন্দ - ধ্বনিরব্যাকরনের সঙ্গে তা যুক্ত।

যতিরপ্রকার-ভদ - ধ্বনিপ্রবাহেরউত্থান -পতনেরউপর ভিত্তিকরেচরনকেচারটিভাগেভাগকরা যায়। পদ, পর্ব, পর্বাঙ্গ ও দল। ছন্দবিভাগের নামঅনুসারে এগুলি যথাক্রমে পদযতি = অর্ধযতি(।।) পর্বযতি = লঘুযতি (।) পর্বাঙ্গযতি = উপযতি(:) ও দলযতি = অনুযতি (,) দ্বারা নি-র্দশিতহয় । আর চরণ-কচরণযতি = পূর্ণযতি (।)দ্বারা প্রকাশকরা হয় ।

পরক্তি ও চরণ :- এক একাধিক পদেরসমন্বয়ে পংক্তি বা ছত্র গড়ে ওঠে । পংক্তি বা ছত্রহলচরণকে লিখে সাজানোর -কৌশল।প-দ্যরআরম্ভ বা পূর্ণযতিরপর -থ-কপরবর্তী পূর্ণযতি পর্যন্ত পদ্যাংশ-কচরণ ব-ল । প-দরসংখ্যা অনুযায়ী চরণকেচারটিভাগেভাগকরা যায় । একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী ।

ক) একপদী - পংক্তিতে একটি মাত্র পদ থাকলেতাকেএকপদী বলে । এক্ষেত্রে এ পংক্তিতে পদবিভাজক কোনো অর্ধযতিথাক-বনা। -যমন -

১ গঙ্গারামকে । পাত্র পেলে ।

জান-ত চাও -স । -কমন -ছ-ল ।

খ) দ্বিপদী - পঙক্তিতে পদেরসংখ্যা দুটি হলেহবে দ্বিপদী ।এখানে একটি অর্ধযতি এ দুটি পদকেপৃথককরবে।

আমা-দর -ছা-টা নদী ।।চ-লআঁ-কবাঁ-ক/ বৈশাখমা-সতার// হাঁটুজল / থা-ক/

গ) পঙক্তি পদেরসংখ্যা তিনটিহলে যে ছন্দ -বন্ধ ত্রিপদী। দুটি অর্ধযতি তিনটিপদকেপৃথককরবে। যেমন -

তাকি-য় থাক পৃথিবীটা ।। -তামার কা-ছ । হার -ম-ন -স // বাঁচ-ব -কমন।ক-র । -যখা-নযাও । অতৃপ্তি আর ।।তৃপ্তিদু-টা । -জাড়ায় -জাড়ায়।।

সদ-রঅনঃ দ-র ।

-চৌপদী - পঙক্তিতে পদেরসংখ্যা চারটিহলে তা চৌপদী।এক্ষেত্রে তিনটিঅর্ধযতিপ্রত্যাশিত।

-যমন - রক্ত আলোর । মদেমাতাল । ভোরে (।।)

আজ-ক -য যা । ব-ল বলুক । -তা-র, (।।)

সকলতর্ক । -হলায় তুচ্ছ । ক-র (।।)

পুচ্ছটি -তার । উ-চ্চ তু-ল । নাচা

স্তবক :- সুশৃঙ্খল রীতি-ত পরস্পরসংশ্লিষ্টচরণপর্যা-য়রনাম স্তবক। -যমন -

সু-খর লাগিয়া । এ ঘরবাঁধিনু

অন-ল পুড়িয়া । -গলা ।।

অমিয়সাগ-র । সিনানকরি-ত

সকলিগরল । -ভল।।

মিল -দুই বা তার বেশী একদলশব্দ বা শব্দাংশের (মুক্ত/স্বরান্ত বা রুদ্ধ/হলন্ত) প্রথমব্যঞ্জনবর্ণেরউচ্চারণগতঅসাম্যএবংতারপরবর্তী স্বরবর্ণেরউচ্চারণগতসাম্যকেচলতিকথায় বলা হয় 'মিল' । প্রবোধচন্দ্র -সন মি-লর পারিভাষিকনাম দি-য়-ছন 'উপযমক' । মি-লরঅবয়বকখ-না একটি দ-ল কখ-না দুটি দ-ল কখ-না দুটির -বশি দ-লর ।

একদলাশ্রিত মুক্তদলান্তিক মিল

-তা-দরহলুদমাখা গা,

-তারা রথ -দখা-ত যা ।

দ্বিদলাশ্রিতস্বরান্ত মিল

আমরা -তা অ-ল্প খুশি, কী হ-বদুঃখক-র ?

আমা-দর দিনচ-লযায়সাধারনভাতকাপ-ড়

লয় -প্রবাহিতধ্বনি-স্রা-তরউচ্চারনগতি-কলয়ব-ল। লয় তিন প্রকারধীরদ্রুত ও মধ্যম বা বিলম্বিত।

ক) ধীর লয় - ৮ বা ১০ মাত্রা বিশিষ্টপূর্নপর্বসমন্বিতকবিতার লয় ধীর।সাধারনতঅক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত ছ-ন্দর লয় ধীরল-য়রহয়।

খ) দ্রুত লয় -পূর্নপর্বসমন্বিত ৪ মাত্রা বিশিষ্টকবিতার লয় দ্রুতহয়েথাকে।সধারনতস্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দের দ্রুত লয় হয়েথাকে।

গ) মধ্যম বা বিলম্বিত লয় -পূর্নপর্বসমন্বিতকবিতার লয় মধ্যম বাবিলম্বিতহয়েথাকে।সাধারনতকলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের ছন্দের লয় বিলম্বিত বা মধ্যমল-য়রহ-য়থা-ক।

বাংলা ছ-ন্দর পরিভাষা পরিচয়

১. ‘স্বরবৃত্ত’ নামটিযার দেওয়া

ক) -মাহিতলালমজুমদার
খ) দ্বি-জন্দ্রলাল ঠাকুর
গ) আবদুল কাদির
ঘ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়

২. ‘অক্ষরবৃত্ত ’ - নামকরনক-রন

ক) আবদুল কাদির
খ) প্র-বাধচন্দ্র -সন
গ) -মাহিতলালমজুমদার
ঘ) অমূল্যধন মু-খাপাধ্যায়

৩. ‘মাত্রাবৃত্ত ’- নামকরন যিনিক-রন

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকু**র**
খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) প্র-বাধচন্দ্র -সন
ঘ) আবদুল কাদির

৪. বাংলা ছন্দ তত্ত্ব থেকেপ্রদত্ত মন্তব্য গুলির শুদ্ধঅশুদ্ধ বিচারকরো।সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর ।

a) অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিভাষিকনামঅমিলপ্রবহমানপয়ার ।

b) মিশ্রবৃত্ত রীতির ইংরাজি পরিভাষা হলMixed moric style বাcomposite style

c) রবীন্দ্রনাথই প্রথম ‘বলাকা’ কাব্যে মুক্তক ছন্দের ব্যবহারকরেন ।

d) দলবৃত্ত রীতির ছন্দে দুই ও তিন মাত্রারপর্বেরপ্রবর্তনকরেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়তাঁর ‘আলেখ্য’ কাব্যে।

সং-কত	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ

৫) নি-ম্নপ্রথম তালিকায় ছ-ন্দর পরিভাষাগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তপ্রদত্ত কাব্যিকনাম গুলির সামঞ্জস্যবিধানকরেশুদ্ধউত্তরটি চিহ্নিত কর। Net,no,2017

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিত্বীয় স্তম্ভ
a) সি-লবল্	i) -স্বচ্ছাছন্দ
b) ডিপ্থং	ii) শব্দপাপড়ি
c) রিদম্	iii) স্বর -সঙ্কর
d)ভার্স্লিব্র	iv) ছন্দ-স্পন্দন

সং-কত	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	i	ii	iii	iv
গ)	ii	iii	iv	i
ঘ)	iv	iii	ii	i

৬ ‘ছান্দসিক ও ছন্দ সম্পর্কিত মন্তব্য যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্তম্ভে প্রদত্তহল । উভয়েরসামঞ্জস্যকরেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর ।

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
a) প্র-বাধচন্দ্র -সন	i) নৃত্যনিরপেক্ষ ত্রিপদীবন্ধেরইপূর্বতননামলাচড়ি
b) তারাপদভট্টাচার্য	ii) নৃত্যবৃত্ত থেকেসম্ভবতলাচড়িশব্দেরউৎপত্তি
c) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	iii)পয়ার -কান ছন্দরীতি নয় ,পয়ারকবিতার একটি বি-শষরুপবদ্ধ ।
d)সুনীতিকুমার চ-ট্টাপাধ্যায়	iv)লাচাড়ি হ-চ্ছ আস-ল ছড়ার ছন্দ বা -লাকছন্দ ।

সং-কত	a	b	c	d
ক)	ii	iii	iv	i
খ)	i	iv	ii	iii
গ)	iii	ii	iv	i
ঘ)	iv	iii	i	ii

৭) বাংলা তিন রীতির ছ-ন্দ ‘পদ - যতি - -লাপ ’এর চিহ্ন

ক) ত্রিবিন্দু দন্ড খ) দ্বিবিন্দু

গ) ঢ্যারা চিহ্ন ঘ) -রামান এক

৮) নিম্নেপ্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভে যথাক্রমে চরনেরভাগ ও যতিপ্রদত্তহল।উভয়েরসামঞ্জস্যবিধানকরেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর।

	প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
a)	পূর্নযতি বা পংক্তিযতি	i) দীর্ঘদন্ড
b)	উপযতি বা উপপর্বযতি	ii) এক বিন্দু
c)	অনুযতি বা দলযতি	iii) দ্বিবিন্দু দন্ড
d)	লঘুযতি বা পর্বজতি	iv) -রামক এক সংখ্যা

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	i	ii	iii	iv
গ)	ii	i	iv	iii
ঘ)	iv	iii	ii	i

৯) নিম্নেপ্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে ছন্দসিক ও দলবৃত্তেরনামপ্রদত্তহলউভয়েরসামঞ্জস্য বিধানকরেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর ।

	প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
a)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	i) বাংলা প্রাকৃত
b)	-মাহিতলালমজুমদার	ii) পর্বভূমকঅক্ষরবৃত্ত
c)	-প্রাবধচন্দ্র -সন	iii) স্বরবৃত্ত
d)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ii) চিত্রা

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	i	ii	iii	iv
গ)	ii	i	iv	iii
ঘ)	iv	iii	ii	i

teachinns Text with Technology

১০. নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ - অশুদ্ধ বিচারেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর -

a) একটি পর্বে তিনের বেশিপর্বাঙ্গ থাকে না ।

b) পূর্ণযতিরদ্বারা নির্দ্দিষ্টখন্ডিতধ্বনিপ্রবাহ-ক পদ ব-ল ।

c) ত্রিপদী হল তিনটিপর্বেরসমাহার

d) পংক্তি হলসাজানোর কৌশল

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খ)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ
ঘ)	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ

১১. নিম্নেপ্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভে যথাক্রমে ছন্দসিক ও মিশ্রবৃত্তেরনামপ্রদত্তহল । উভয়েরসামঞ্জস্যবিধানকরেসঠিকউত্তর নির্বচনকর ।

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
a)তারাপদভট্টচার্য	i) মিশ্রবৃত্ত
b) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়	ii) সংস্কৃতমূলপ্রাকৃতজ্ঞ
c) সুধনীভূষনভট্টাচার্য	iii)তানপ্রধান
d)নীলরতন -সন	iv) অক্ষরবৃত্ত

সং-কত	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	i	ii	iii	iv
গ)	ii	i	iv	iii
ঘ)	iv	iii	ii	i

১২. সং-কত -থ-কপর্বযতি -লা-পর চিহ্ন নি-র্দশকর - Net, June 2014

ক) চ্যারা (x) খ) ত্রিবিন্দু দন্ড (:)

গ) দ্বিবিন্দু দন্ড(:) গ) এক বিন্দু (.)

১৩. বাংলা ছন্দের ক্রমান্বয়ে নামপরিবর্তনকরেছেন - Net, June 2013

ক) তারাপদভট্টচার্য খ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়

গ) প্র-বাধচন্দ্র -সন ঘ) -মাহিতলালমজুমদার

১৪. 'মাত্রাবৃত্ত' কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নামেঅভিহীতকরেন -

ক) সাধুরীতির পূর্বাগত ছন্দ খ) সাধুরীতির নবপ্রবর্তিত ছন্দ

গ) কথ্যভাষারপর্বভূমক ঘ) প্রকৃতরীতির ছন্দ

১৫) রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্তের যে নাম দেন :-

ক) দলমাত্রিক খ) -দশজা

খ) প্রাকৃতরীতির ঘ) কথ্যভাষারপর্বভূমক

১৬) নিম্নেপ্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভে যথাক্রমে চরনেরভাগ ও যাতি প্রদত্তহল । উভয়েরসামঞ্জস্য বিধানকরেসটিকউত্তর নির্বাচনকর ।

	প্রথম স্তম্ভ		**দ্বিতীয়**
a)পর্ব		i) পুর্নযতি	
b)	পর্বাঙ্গ		ii)অর্ধযতি
c)	পদ		iii)লঘুযতি
d)	চরন		iv)উপযতি

সং-কত	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	i	ii	iii	iv
গ)	ii	i	iv	iii
ঘ)	iv	iii	ii	i

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	গ)
২	
৩	
৪	গ)
৫	গ)
৬	গ)
৭	গ)
৮	ঘ)
৯	খ)
১০	ক)
১১	খ)
১২	খ)
১৩	গ)
১৪	খ)
১৫	গ)
১৬	ক)

teachinns Text with Technology

SUB UNIT- 4

বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস

(রবীন্দ্রনাথ, স-ত্যন্দ্রনাথ, -মাহিতলালপ্র-বাধচনদ্র, অমূল্যধন ও তারাপদভট্টাচার্য)

উনবিংশশতাব্দীরমাঝামাঝি থেকেবাংলা সাহিত্যে নব যুগেরসূত্রপাত। সেইযুগেরবাংলা কাব্যেরইতিহাসআলোচনা করলেও এ কথারসত্যতা প্রতীতহয়। -য সমস্ত উ-ল্লখ-যাগ্যকবিরা এই যু-গআর্বিভূতহ-য়ছি-লনপ্র-ত্য-কইবাংলা ছ-ন্দর নব নব রীতির প্রবর্তনকরে গেছেন। তবে অগ্রনায়ক হিসেবেসামনে থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তারউত্তরকালেবাংলা ছন্দচিন্তায় যাঁরা ম-নানি-বশক-রছি-লনতাঁ-দর দুটি দ-ল ভাগকরা যায়।এঁ-দরম-ধ্য ছি-লন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, -মাহিতলালমজুমদার।অপরদি-ককবি ছান্দসিক প্র-বাধচন্দ্র -সন, অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়, তারাপদভট্টাচার্য ছি-লন।

রবীন্দ্রনাথ :-বাংলা ছ-ন্দর ইতিহা-স রবীন্দ্রনা-থর অতুলনীয়কবিপ্রতিভা যুগান্তর সৃষ্টি ক-র-ছ। ত-ব একথাও ঠিক রবীন্দ্রনাথই একমাত্র মৌলিক প্রতিভাশালী ছন্দশিল্পী নন।তাঁরপূর্বেমধুসূদনওঅমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। তবে রবীন্দ্রনা-থর ম-তা এত বহুমূখী নব নবউন্মেষশালিনী প্রতিভা পরেও ছিল কিনা সন্দেহ। ছন্দে তারউল্লেখযোগ্যপ্রতিভাগুলি সূত্রাকারেআলোচনা করা হল:-

১) বর্ননয়, ধ্বনিরউপরবাংলা ছন্দ নির্ভরশীল, ছ-ন্দর এই মর্মগতস্বাতন্ত্র্য-ক তিনিযথার্থভা-বউপলব্ধিক-রছি-লন।পরবর্তীকা-লধ্বনিরওপরবাংলা ছ-ন্দর ভিত গ-ড় ও-ঠ।----------

২) আধুনিকবাংলা ছ-ন্দ একটি প্রধান রীতি হল- মাত্রাছন্দ বা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ যা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। 'মানসীকাব্যে তিনি এই রীতির প্রবর্তনকরেন। মাত্রাছন্দে প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিমাত্রিকধরেন।পরবর্তীকা-ল এই ছন্দ সর্বজনপ্রিয় যা বাংলা ছ-ন্দর ইতিহা-সরনতুনধারা ব-য় নি-য়এল।

৩) প্রাচীন দ্বিপদী ত্রিপদী ছন্দে আবদ্ধ না থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা নতুনধাঁচেরচরনব্যবহার ও প্রচলনকরেছেন।ওজনেরসাম্যবজায় রেখে যে নানা বিচিত্রসংকেতেচরনরচনা করা যায় তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুস্পষ্টউপলব্ধিকরেছিলেন।চতুস্পর্বিকচরন নব নবপরিপাটীর ত্রিপদী, আঠ মাত্রারচরনইত্যাদির প্রচলনে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বঅধিক।

৪) অক্ষর যুক্তাক্ষর, স্বর, মাত্রা ধ্বনি, ঝোঁক, লয়, সমমাত্রক ছন্দ, তিনমাত্রামূলক, দুইমাত্রামূলক ছন্দ, ছত্রহ্রস্ব-দীর্ঘস্বর, হসন্ত শব্দ হলন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েরপ্রকরনগতব্যাখ্যা ও উপযোগী পরিভাষা নির্ধারনতাঁর কৃতিত্ব তবে পরিভাষার ক্ষেত্রেকখনো তিনি এক অ-র্থ একাধিক শ-ব্দরপ্র-য়াগক-র-ছন।আবারকখ-না এক শ-ব্দর একাধিক অর্থক-র-ছন। -যমন 'পদ' শ-ব্দরঅর্থ -কাথাও পংক্তি, কোথাওঅর্ধযতিভাগ।

৫)পয়ারের শোষনশক্তি, ভারবহনকবিগুরুর বিশ্লেষনী দৃষ্টিরপরিচয়পাওয়া যায়। এ বিষয়েতারঅভিমত '' গদ্যছন্দ বোধের চর্চা নিয়-মর প-থ চল-তপা-র, কিন্তু গদ্যছ-ন্দর পরিমান -বাধম-নরম-ধ্যযদিসহ-জ না থা-ক ত-ব অলংকারশা-স্ত্ররসাহা-য্য এর দুর্গমতা পারহওয়া যায় না ।''

স-ত্যন্দ্রনাথদত্ত :-বাল্যকালেকবিতা লেখায়হাতে খড়ি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২)। বাংলা ছন্দ রচনায় বিচিত্র এক্সপেরিমেন্টের ইতিহাসতাঁর 'ছন্দ সরস্বতী 'নামক গ্র-ন্থ উপস্থাপিত আ-ছ।'ছ-ন্দর জাদুকর ' কবি -ছান্দসিক স-ত্যন্দ্রনা-থর পরিনত চিন্তাভাবনা তাঁর ছন্দচিন্তায় ফু-টউ-ঠ-ছ। স-ত্যন্দ্রনা-থর ছন্দ সম্পর্কিতঅমূল্য চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধকরা হল-

১ স-ত্যন্দ্রনাথ বাংলা ছ-ন্দর তিনরীতির নামকরনক-রন- আদ্যা,হৃদ্যা ও চিত্রা এই নামগুলি উপমা-রূপকধ-র্মরআভাসবহনকরে।আদ্যা অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত, হৃদ্যা অর্থাৎদলবৃত্তরীতি।

২ ছন্দের পরিভাষাগুলোরম-ধ্যওএকধর-নরকাব্যকতা এ-ন-ছন। -যমন-সিলব্‌ল্‌অ-র্থ 'শব্দপাপড়ি', অর্ধস্বর -বাঝা-ত 'ভাংটা স্বর' 'রিদম' অ-র্থ ছন্দস্পন্দন; ভার্সলিবর -বাঝা-ত '-স্বচ্ছাছন্দ' ইত্যাদি -বাঝা-ততাঁর ছন্দচিন্তা অভিনব-ত্বরপরিচয়বাহী ।

৩ 'আদ্যা' অর্থাৎ মিশ্রবৃত্তেরপয়ার -ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ সম্পর্কেকবিপ্রদত্তসূত্র-আট ছয় আট ছয়, পয়া-ররছাঁদ কয় ছয় ছয় আট ত্রিপদীর।

'হৃদ্যা' অথাৎসরলবৃত্তের বৈশিষ্ট্য নির্দেশকরেকবিবলেছেন-

'' পংক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্নঅন্যসকলজায়গায় যুক্তঅক্ষর প্রকৃতপক্ষে যে একজোড়া অক্ষর , এই কথাটা স্মরনরাখলে , এই নতুন ছ-ন্দর বি-শষত্ববুঝ-তকষ্টহ-বনা।হ্যা আর এটাও স্মরনরাখ-তহ-ব 'ঐ' কার আর 'ঔ' কারহ-চ্ছস্বর -সঙ্করঅর্থাৎ এক-জাড়া ভিন্নজা-তরস্বরব-র্ন তৈরিইং-রজি-তযা-ক ব-ল ' dipthong'।

'চিত্রা' অর্থাৎদলবৃত্তসম্পর্কেকবিরসূত্র -'' এ ছন্দে হসন্ত বা গোটা অক্ষর গুনতেহয়।শব্দের যে যেঅক্ষরউচ্চারনে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ্ন দিয়ে দ্য-খা, বুঝ-তপার-ব।''

- এইভাবে তিনছন্দের পার্থক্যকে ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তস্পষ্টকরে দিয়েছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন বি-দশি ছন্দ, সংস্কৃতনানান ছ-ন্দাবন্ধ-ক বাংলায়অনুবাদক-র তিনিএকধর-নরনতুন ছন্দধারাও তৈরিক-রছি-লন।

-মাহিতলালমজুমদার : কবি-ছান্দসিক -মাহিতলালমজুমদা-রর ছন্দ সম্পর্কিতআ-লাচনাগুলি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকেশ্রাবণএবং ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকেশ্রাবণ এই দুইভাগে 'শনিবারের চিঠি' --ত প্রকাশিতহ-য়ছিল ।

১৩৫৫-তে হাওড়া 'বঙ্গভারতেরগ্রন্থালয়ে'রউদ্যোগেতাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ বইটিপ্রকাশিতহয় । গ্রন্থটিরপ্রথমভাগেপয়ার ছন্দ, অক্ষর ও মাত্রা, চরণ, পংক্তি ও পদ, পর্বভূমক ছন্দ, ছড়ার ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্ত প্রাণমাত্রাবৃত্ত' , বাংলা ছন্দ তত্ত্বইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা আছে। দ্বিতীয়ভাগেপ্রধানতবাংলা পয়ার ও মধুসূদনেরঅমিত্রাক্ষর নিয়েআলোচনা । এবংপরিশিষ্টেবাংলা পদবন্ধ , বাংলা সনেট , বাংলা ছন্দে মিল সংক্রান্তর-য়-ছ । -মাহিতলালমজুমদা-রর ছন্দ-সংক্রান্ত উদ্ধৃতগ্রন্থটিরঅনুসঙ্গে তার ছন্দসূত্রগুলি উল্লিখিতহল -

১. ভাষারূপগতআশ্রয়-কমানদন্ড হিসা-বগ্রহণক-র -মাহিতলালবাংলা তিন ছ-ন্দারীতির নামকরণক-রন -

ক) সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিকপদভূমকবর্নবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত)

খ) সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিকপর্বভূমকমাত্রাবৃত্ত (সরলবৃত্ত)

গ) কথ্যভাষা নির্ভরপর্বভূমকঅক্ষরবৃত্ত (দলবৃত্ত)

২. স-ত্যন্দ্রনা-থর ম-তা তিনিও সিদ্ধান্ত নি-য়ছি-লনউচ্চারণ-পার্থক্যইবাংলা ভাষার তিন ছন্দ-ক পৃথকক-র-ছ । উচ্চারণগত দিক দি-য় বাংলা ছ-ন্দর -য -শ্রণিবিভাগ তিনিক-রন তা নিম্নরূপ :

বাংলা ছন্দ

- সাধুভষার ছন্দ
  - পয়াবজাতীয় (পদভূমক)
  - রবীন্দ্রীয় গীতিছন্দ (পর্বভূমক)
- কথ্যভাষার ছন্দ
  - পুরাতনছড়ার ছন্দ (চারঅক্ষরেরপর্বভূমক)
  - স-ত্যন্দ্রনা-থর নূতন ছন্দ (হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত)

৩. ‘পয়ার’-ক বাংলা কবিতার -মরুদন্ড হিসা-ব বি-বচনা ক-র তিনিব-ল-ছন :

‘‘ পয়া-রর আসল রূপ - তাহার সেইমাত্রা পরিমাণ (১৪) ,এবংপদভাগ (৮+৬)’’। ৮+৮ পদভাগই যে ৮+৬ পয়া-ররজন্মসম্ভাবনারমূ-ল তা-ও তিনিস্বীকারক-র-ছন ।

৪. -মাহিতলা-লর ম-ত ছ-ন্দর পূর্ণমাপযতখানি-ত ধরা থা-কতা-ক ‘চরণ’ বলা -য-ত পা-র । তাঁর ম-ত এই ‘চরণ’-ক পংক্তির আকারেসাজানো যেতে পারে । চর-ণরযতি-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে তিনি ‘পদ’ হিসাবে নির্দেশকরেছেন । পদের আর বিভাগ -নই । তাইপয়ারজাতীয় ছ-ন্দ এই পদই ছন্দের গতিভঙ্গি নির্দেশকরে , সেক্ষেত্রে ‘পদ’ইহয় ‘পর্ব’।অর্থাৎ ‘পর্ব’ ও ‘পদ’ -ক তিনিঅভিন্নক-র -দখ-ত -চ-য়-ছন ।

৫. মোহিতলালের কাছে ছন্দবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ‘ছন্দবোধ’ই শেষ কথা । সেক্ষেত্রেবর্ণ, অক্ষর, মাত্রা - এই ধবনিতাত্ত্বিকসূত্রগুলিকে তিনিঅপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন ।

৬. -মাহিতলা-লর ম-ত পয়া-রপদভাগ , তাই তা পনভূমক , আর গীতছ-ন্দ পর্বভাগ--সইজন্য তা পর্বভূমক । তিনিআরওবলেছেনপর্বেরমাত্রা হিসাব সুনির্দিষ্ট । পর্বপদের চেয়ে আয়তনে ছোট , তা চরণকেসমানভাগেভাগক-র -দয় ।

৭. মোহিতলালদলবৃত্তেসাধারণতপ্রবলপ্রস্বর ও চারমাত্রারপর্বকেস্বীকারকরেছেন । এই ছন্দের উৎস হিসাবে তিনিব্রতকথা ,প্রাচীনপ্রবচ-ণরকথাইব-ল-ছন ।

প্র-বাধচন্দ্র -সন : ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনইবাংলা ছন্দের প্রকৃতস্বরূপউন্মোচনকরেন । ভাষাবিজ্ঞানের আলোয় সুস্পষ্টপরিভাষা রচনারমধ্যদি-য়বাংলা ছন্দের মৌলিক নীতি নিয়মগুলি আবিষ্কারের কৃতিত্বসর্বাত্মকভাবেতাঁরই । সমগ্রজীবনব্যাপী ছন্দ সম্পর্কিতনানা আলোচনা , শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি , যেগুলি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত ।

উদ্ধৃত গ্রন্থগুলিতে বাংলা ছন্দের যে বৈশিষ্টগুলি নিরূপিত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

১। প্র-বাধচন্দ্র -সন ছন্দের সংজ্ঞায়বলেছেন :''সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিতবাকবিন্যাসের(ধ্বনিবিন্যাস) নামে ছন্দ''। বাংলা ভাষারধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে ছন্দের যোগের এই দিকটি তিনিপ্রথমযথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

২। একক প্রয়া-স উচ্চারিত ধ্বনিখন্ড-ক তিনিবল-লন 'দল'-যা ছন্দপর্বগঠ-নর মূলঅবলম্বন। 'দল'-ক তিনিগঠনগত দিক -থ-ক মুক্ত ও রুদ্ধ এই দ্বিবিধভাবেভাগকরেছেন।আরউচ্চারণগত দিক থেকে 'দল'কেহ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুটি ভা-গভাগক-র-ছন।

৩। দলের ওজন তথা পরিমাপের একককে তিনি 'মাত্রা' বলে চিহ্নিত করলেন।সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে একটি হ্রস্বদ-লরসমপরিমানধ্বনিরপরিভাষা কর-লন-'কলা'। এদিক -থ-ক 'মাত্রা'কেও দুভাগে বিন্যস্ত করলেন-দলমাত্রা ও কলামাত্রা।

৪।নূতন ছন্দ পরিক্রমায় তিনি জানিয়েছেন ''ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি তথা শ্রুতিরূপ নির্ভরকরে এই মাত্রাবিন্যাস রীতির উপরেই।বাংলা ছন্দের মাত্রা বিন্যস্ত হয় তিনটিস্বতন্ত্র রীতির ।'' দলমাত্রা ও কলামাত্রার নিরিখে তিনিমূলতদুইধরনের ছ-ন্দারীতির অস্তিত্ব অনুভবকরলেন।যেখানে তিনিপূর্বেবলেছিলেন 'স্বরবৃত্ত'। আর যে রীতিতে কলামাত্রাই ছন্দপর্বের প্রধানউপাদান,তা হলকলাবৃত্ত রীতি।প্রথমযুগে এই রীতির নাম তিনি দিয়েছিলেনমাত্রাবৃত্ত।কলাবৃত্তের যে শাখায়সবরুদ্ধদলইপ্রসারিত হয়, তা হলরলকলাবৃত্ত।আর যে শাখায়স্থান বিশেষেরুদ্ধদলেরপ্রসরণ ঘটে তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত রীতি বলে।এই রীতির পূর্বনাম দিয়েছিলেন অক্ষরবৃত্ত।প্রবোধচন্দ্র তিনটি ছন্দেরীতিতে যে মাত্রানীতি অনুসরণক-র-ছনসাধারণভা-ব তা হল-

ক।দলবৃত্ত : মুক্তদল(হ্রস্ব বা দীর্ঘ) - ১দলমাত্রা
রুদ্ধদল(হ্রস্ব বা দীর্ঘ) - ১দলমাত্রা

খ।কলাবৃত্ত : হ্রস্ব মুক্তদল - ১কলামাত্রা
দীর্ঘ মুক্তদল - ১কলামাত্রা
রুদ্ধদল -২কলামাত্রা

৭।যতি ও প্রস্বরলোপেরধারনাটিও প্রবোধচন্দ্রের নিজস্ব,যা ছন্দবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৮।উপপর্বরূপ,পর্বরূপ,পদরূপ,পংক্তিরূপ - বাংলাছন্দের এই চতুরঙ্গ রূপের বিশ্লেষণ তিনিকরেছেন।শুধু তাইনয়,পয়ার যে কোনো ছন্দরীতি নয়,তিন ছন্দরীতিই একটি রূপবন্ধ বিশেষ,তা প্রবোধচন্দই প্রথমঅভ্রান্তযুক্তির সাহায্যেপ্রতিষ্ঠা করেন।

১০।ছন্দচিন্তায় প্র-বাধচ-ন্দ্রর সব-চ-য়বড় বৈশিষ্টস্বচ্ছ ও স্ব-বি-শ্লষনী পরিভাষা সৃজন। তিনিশুধু ছ-ন্দর শারীরিকসংগঠন নিয়েইভাবেননি,রচনা করেছেন ছন্দচর্চার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় : ছান্দসিক অমূল্যধনমু-খাপাধ্যা-য়র ছন্দসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা সংকলিতহয়েছেতাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে।গ্রন্থটিরপ্রথমভাগেযতি,পূর্ণযতি ও চরণ,অর্ধযতি ও পর্ব,অক্ষর ও মাত্রা,ছেদ,পর্বাঙ্গ,মাত্রা সমকত্ত্ব,অঙরের শ্রেনিবিভাগ,মাত্রা পদ্ধতি,চরণেরলয়,মাত্রাবিচার,ছন্দোবদ্ধ,স্তবক ও মিলসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ-য়-ছ।দ্বিতীয়ভা-গআ-লাচিতহ-য়-ছবাংলারপ্রধান তিন ছ-ন্দর জাতি,রীতি,লয় ও -শ্রনি। আর পরিশি-ষ্টবাংলা ছ-ন্দর মূলতত্ত্বেরপুনোরালোচনার সঙ্গে বাংলা মুক্তবদ্ধ ছন্দ,বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ,বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অবদান বিষয় নিয়েআলোচনা করা হয়েছে।উদ্ধৃতগ্রন্থাবলম্বনে বাংলাছন্দ সম্পর্কিততাঁরধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রাকারে বিবৃতহল :

১. বাংলা ছন্দ ধ্বনিরওপর নির্ভরশীল - অন্যান্য ছান্দসি-কর ম-তা মূল্যধনও তা উপলব্ধিক-রছি-লন । তিনরীতির উচ্চারণগততফাৎ-কওবুঝ-ত -প-রছি-লন তিনি ।

২. বাংলা ছন্দের তিনটিপ্রধান রীতির নাম তিনি যথাক্রমে দিয়েছিলেন -

ক) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বা দ্রুতলয়ের ছন্দ (দলবৃত্ত)

খ) ধবনিপ্রধান ছন্দ বা বিলম্বিতলয়ের ছন্দ (সরলবৃত্ত)

গ) তানপ্রধান ছন্দ বা ধীরলয়ের ছন্দ (মিশ্রবৃত্ত)

teachinns Text with Technology

৩. তাঁর ছন্দধারণা 'লয়'-এর ওপর নির্ভরশীল । 'লয়' অর্থাৎউচ্চারণগতি-ক তিনিপ্রধানত তিনটিভা-গভাগক-র-ছন - দ্রুত, বিলম্বিত ও ধীর । এগুলিরওআবারঅজস্রউপবিভাগকরেছেন ।

৪. বাংলা ছন্দ syllable নির্ভরএকথা স্বীকারকর-লওঅমূল্যধনsyllable এর পরিভাষা হিসা-বঅক্ষরশব্দটিব্যবহারক-র-ছন । অক্ষরেরসংজ্ঞায় তিনিবলেছেন - ''বাগয-ন্ত্রর স্বল্পতমপ্রয়া-স -য ধ্বনিউৎপন্নহয়তাহাইঅক্ষর। '' স্বরান্ত ও হলন্ত -ভ-দ, তাঁর ম-ত, অক্ষর দু'প্রকার।

৫. যতি-কঅমূল্যধনদুইভা-গভাগক-রন । ভাবযতিরপরিভাষা হিসা-ব তিনিব্যবহারক-রন '-ছদ' আর ছ-ন্দাযতির পরিভাষা 'যতি' । পূর্ণ ও অর্ধ -ভ-দ ছ-ন্দাযতি তথা যতি-ক তিনিদুভা-গভাগক-রন । পূর্ণযতি পর্যন্ত ধ্বনিপ্রবা-হরপরিভাষা হিসা-ব তিনিব্যবহারকরেন 'চরণ। কিন্তু অর্ধযতি বিভাগকেও তিনিপর্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যা ছন্দের ক্ষেত্রেজটিলতার সৃষ্টি করে ।

৯. গদ্যরীতি সম্প-র্ক তিনিব-লন - '' গদ্যেরমাত্রা পদ্ধতিস্বাভাবিক মাত্রিক ।... পদ্যেপর্বের অর্ন্তভুক্ত পর্বাঙ্গগুলি হয়পরস্পরসমানহই-ব , না - হয়তাহাদেরমাত্রার ক্রম অনুসারেতাহাদিগকেসাজাইতেহইবে । কিন্ত গদ্যেনানা উপায়েপর্বেরমধ্যেপর্বাঙ্গগুলি সাজানো যায় ।''

১০. প্রবোধচন্দ্রের ‘মুক্তক’ ছন্দ সম্পর্কে তিনিঅভিমত পোষণক-রন -য : ‘‘পলাতকার ছন্দ-ক Free verse এর উদাহরন বলা Free verseশব্দটিরপ্র-য়াগ । সাগরিকার ছন্দও অবিকলএইরূপ - পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রারপর থাকিবে সে সম্ব-ন্ধ -কা-না নিয়মনাই। সুতরাং এ ছন্দ অমিত্রাক্ষরজাতীয় ।’’

তারাপদভট্টাচার্য :অধ্যাপকতারাপদভট্টাচার্যতাঁর ‘ছন্দোবিজ্ঞান ’ (১৯৪৮) গ্রন্থে সৌন্দর্যতত্ত্বকে ভিত্তিকরেবারটিঅধ্যায়েবাংলা ছন্দের নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেছেন । লেখকের ‘ বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা ’ ও ‘ ছন্দোবিজ্ঞান ’ গ্রন্থদুটি সমন্বিত ও পরিমার্জিতহয়ে ‘ ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন ’ নামে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেপ্রকাশিতহয় । তিনি মনে করেন , ‘‘ছন্দের ইতিহাসএবংব্যাকরণপরস্পরসা-পক্ষ ও পরস্প-ররপরিপূরক ।’’ বাংলা ছ-ন্দর ঐতি-হ্যরঅ-ন্বষ-ণ তিনি -যমনসংস্কৃত , প্রকৃত , অপভ্রংশ ও অবহট্ট ছ-ন্দর বিবর্তনেরইতিহাসরচনা করেছেন , তেমনিবাংলার বিভিন্ন ছন্দরীতির ক্রমবিবর্তনের ধারা আ-লাচিতহ-য়-ছ । ছন্দচর্চার ইতিহা-সতারাপদভট্টাচা-র্যর ছন্দকলার রহস্য-ভ-দরপ্রয়াস ও স্বকীয়তা অস্বীকারকরারউপায় -নই ।

teachinns Text with Technology

PREVIOUS YEARS QUESTION ANALYSIS

১. ‘ছ-ন্দর অর্থ’ প্রব-ন্ধ রবীন্দ্রনাথ ‘ছন্দঃকুসুম’ ব-ল -য বইটিরউ-ল্লখক-র-ছনতার -লখকহ-লন - NET, June , 2014

ক) ধূর্জটিপ্রসাদমু-খাপাধ্যায় খ) ভুবন-মাহনরায়-চৌধুরী

খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) দিলীপকুমাররায়

২. অমূল্যধনমুখোপাধ্যায়অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বলেছেন - NET, June , 2012

ক) বর্ণবৃত্ত খ) তানপ্রধান

গ) আক্ষরিক ঘ) অক্ষরমাত্রিক

৩. রবীন্দ্রনাথ ও প্র-বাধচন্দ্র -স-নর ছন্দ বিষয়কআ-লাচনা গ্রন্থ - NET, June , 2012

খ) ছন্দ--সাপান খ) ছন্দ-জিজ্ঞাসা

গ) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) বাঙালির ছন্দচিন্তা

৪. ‘যথার্থকলসন্মত ক্লাসিকদক্ষতা মোহিতলালেরকরায়ত্ত । স্তবক পারিপাট্যে , শাব্দিকঅব্যর্থতায় , ভাবনারপারম্পর্য বিন্যা-স তিনি ছিলেনএকাগ্রচিত্ত ।’ - কথাটি ব-ল-ছন NET, June , 2013

ক) নারায়ন গঙ্গোপাধায় খ) সরজ ব-ন্দ্যাপাধায়

খ) ভবতোষদত্ত গ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দবিষয়ক গ্রন্থটিরনাম NET, June , 2012

ক) ছন্দবিদ্যা খ) ছন্দ সরস্বতী

গ) বাংলা ছন্দ ঘ) বাংলা কবিতার ছন্দ

৬. নী-চর -য বইটি প্র-বাধচন্দ্র -স-নর -লখা নয় NET, June , 2012

ক) ছন্দ জিজ্ঞাসা খ) ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ বিবর্তন

গ) ছন্দ -সাপান ঘ) বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি

Teachinns Text with Technology

৭. দুটি তালিকায় ও তাঁদের দেওয়া ছদ্মনামপ্রদত্তহল।উভয় তালিকারসামঞ্জস্য বিধানকরেসংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচনকর:

সং-কত

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	i) স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ
b) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ii) দলমাত্রিক ছন্দ
c) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়	iii) পাপড়ি -গানা ছন্দ
d) প্র-বাধচন্দ্র -সন	iv) প্রাকৃতবাংলা ছন্দ

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	ii	iv	iii	i
গ)	iv	ii	i	iii
ঘ)	iv	iii	i	ii

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	খ)
২	খ)
৩	খ)
৪	খ)
৫	খ)
৬	খ)
৭	ঘ)

teachinns
Text with Technology

বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস

১) ‘বাংলা ছ-ন্দর মূলমন্ত্র’ যাঁর -লখা -

ক) তারাপদভট্টাচার্য খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) প্র-বাধচন্দ্র -সন ঘ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়

২) ‘ ছন্দ সরস্বতী ’ যাঁর -লখা -

ক) দ্বি-জন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) -মাহিতলালমজুমদার

গ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩) ছা-ন্দাসিক হিসা-ব যিনি ছন্দরচনায় ব্রতী হ-য়ছি-লন -

ক) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) দ্বি-জন্দ্রলাল রায় ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪) ‘মুক্তবন্ধ ’ শব্দেরপ্রথমপ্রয়োগকরেন -

ক) -মাহিতলালমজুমদার খ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

গ) গঙ্গা দাস ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৫) ‘মুক্তবন্ধ ’ শব্দেরপ্রথমপ্রয়োগ দেখা যায় যে গ্রন্থে -

ক) ছন্দমঞ্জরী খ) ছন্দসরস্বতী

গ) ছন্দ পরিক্রমা ঘ) ছন্দচতুরদশী

৬) রবীন্দ্রনা-থর ছন্দচিন্তায় প্রধানঅপূর্ণতা হল -

ক)কলাবৃত্ত ছন্দের বিশ্লষনে খ) একা-র্থ একাধিক মাত্রারভূমিকা অস্বীকারকরা

গ) ‘ক’ ঠিক ‘খ’ ভুল ঘ) ‘ক’ ও ‘খ’ নিরভুল

৭) বাংলা ছন্দচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ নী-চর -য অভিমতটিপ্রকাশক-র-ছন -

ক) ‘অক্ষর’ সংখ্যা গননারঅনাবশ্যকতা

খ) সাধুরীতির ছন্দে শব্দান্তে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিকউচচারন

গ) প্রাকৃতছ-ন্দর সি-লবল্ -গানা প্রভৃতি স্বীকার

ঘ) সবকটি -গানা প্রভৃতি স্বীকার

৮. আধুনিকবাংলা কাব্যে যে মাত্রা ছন্দের প্রচলনএসেছে তা প্রথমপ্রচলন বা প্রবর্তনকরেন -

ক) জীবনানন্দ দাস খ) বুদ্ধ-দব বসু

গ) শঙ্খ -ঘাষ ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯. সি-লবল (Syllable) অ-র্থ ‘শব্দপাপড়ি’ এই পরিভাষা যিনিব্যবহারক-রন -

ক) প্র-বাধচন্দ্র -সন খ) তারাপদভট্টাচার্য

গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) -মাহিতলালমজুমদার

১০. বাংলা ছন্দ-ক অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় -য না-মঅভিহিতক-রন -

ক) শ্বাসাঘাত খ) শ্বাসাঘাতপ্রধান

গ) বলপ্রধান ঘ) সবকটি ঠিক

১১. ছড়ার ছন্দ-ক অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় -য না-মঅভিহিতক-রন -

ক) তালপ্রধান খ) মানপ্রধান

গ) -লৌকিক ছন্দ ঘ) বল প্রধান

১২. অমূল্যধনমুখোপাধ্যায়অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বলেছেন -

ক)বর্নবৃত্ত খ) তানপ্রধান

গ) আক্ষরিক ঘ) অক্ষরমাত্রিক

১৩. রবীন্দ্রনাথ ও প্র-বাধচন্দ্র -সন ছন্দবিষয়ক আ-লাচনা গ্রন্থ -

ক) ছন্দ-সাপান খ) জিজ্ঞসা

গ) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) বাঙালির ছন্দচইন্তা

১৪. 'যথার্থকলাসম্মত ক্লাসিকদক্ষতা মোহিতলালেরকরায়ত্ত । স্তবক পারিপাট্যে , শাব্দিকঅব্যর্থতায় , ভাবনারপারম্পর্য বিন্যাসে তিনি ছিলেনএকাগ্রচিত্ত ' । - কথাটি ব-ল-ছন -

ক) নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় খ) স-রাজ ব-ন্দাপাধ্যায়

গ)ভবতোষদত্ত ঘ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

১৫. 'ছ-ন্দর অর্থ ' প্রব-ন্ধ রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ: কুসুম ' ব-ল -য বইটিরউ-ল্লখক-র-ছনতার -লখকহ-লন -

ক) ধুর্জটিপ্রসাদমু-খাপাধ্যায় খ) ভুবন-মাহনরায় -চাধুরী

গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) দিলীপকুমাররায়

১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দবিষয়ক গ্রন্থটিরনাম

ক) ছন্দবিদ্যা খ) ছন্দ সরস্বতী

গ) বাংলা ছন্দ গ) বাংলা কবিতার ছন্দ

১৭. নী-চর -য বইটি প্র-বাধচন্দ্র -স-নর -লখা নয় -

ক) ছন্দ জিজ্ঞাসা খ) ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ বির্বতন

গ) ছন্দ -সাপান ঘ) বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচর্চার অগ্রগতি

teachinns Text with Technology

১৮. দুটি তালিকায় ছন্দকার ও তাঁ-দর -দওয়া ছন্দনাম প্রদত্তহল । উভয়ের তালিকারসামঞ্জস্য বিধানকরেসংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচনকর:

প্রথম তালিকা	**দ্বিতীয় তালিকা**
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	i) স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ
b) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ii) দলমাত্রিক ছন্দ
c) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়	iii) পাপড়ি -গানা ছন্দ
d) প্র-বাধচন্দ্র -সন	iv) প্রকৃতবাংলা ছন্দ

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	ii	iv	iii	i
গ)	iv	ii	i	iii
ঘ)	iv	iii	i	ii

১৯. ‘‘ বাংলা ভাষারধ্বনিপ্রকৃতি অর্থাৎবাঙালীরবাকরীতির অন্তর্নিহিত যে মূলতত্ত্বমূলতত্ত্বগুলি তারউপরেইবাংলা ছন্দের শক্তি বৈশিষ্ট্য , তারআকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরকরে । তিনিযখন এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কারকরে । তিনিযখন এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কারক-রকা-ব্যরধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতি-কতারউপ-রপ্রতিষ্ঠিতকর-লনতখন -থ-কইবাংলা ছন্দ নবতরস্বা স্বার্থকতা ও ঐশ্বর্যলা-ভরপ-থরসন্ধান -প-য়-ছ ’’ ।

- উদ্ধৃতিটিযাঁরসম্প-র্ককরা হ-য়-ছ -

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) হর-গাবিন্দ লস্কর ঘ) মধুসূদনদত্ত

২০. ‘‘ পৃথিবী-তবহুমহাকবিই ছন্দশিল্পীরু-প আর্বিভূতহ-য়-ছন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর -কা-না মহাকবিযুগপৎ ছন্দশিল্প রচনায় ও ছন্দ বিজ্ঞানের নীতি - আবিষ্কারএমনসমভা-বপারদর্শতা -দখি-য়-ছন ব-ল জানি-ন । ..... -বাধকরি সাহিত্যজগ-তরইতিহা-সএমনসমভা-বপারদর্শিতা -দখি-য়-ছন ব-ল জানি-ন। ..... -বাধকরি সাহিত্যজগ-তরইতিহা-সএমনঅব্যর্থসন্ধনী সব্যসাচীরআর্বিভাব আর কখনওঘ-টনি ’’ --প্র-বাধচন্দ্র -সন তাঁর -য গ্র-ন্থ মন্তব্যটি ক-রন -

ক) বাংলা ছ-ন্দ রবীন্দ্রনা-থর দান খ) ছন্দ পরিক্রমা

গ) ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) নতুন ছন্দ পরিক্রমা

২১. '' বাংলা ভষারধ্বনিপ্রকৃতি অর্থাৎবাঙালীরবাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত যে মূলতত্ত্বগুলি , তারউপরেইবাংলা ছন্দের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য , তারআকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরকরে । তিনিযখন এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কারকরেকাব্যেরধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতিকেতার , উপ-রপ্রতিষ্ঠিতকর-লনতখন -থ-কইবাংলা ছন্দ নবতরসার্থকতা ও ঐশ্বর্যলা-ভরপ-থরসন্ধান -প-য়-ছ '' । ----- মন্তব্যটির বক্তা হলেন --------

ক) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় খ) অপূর্ব -কা-ল

গ) নীলরতন -সন ঘ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তদলবৃত্ত ছন্দে প্রতিপর্বেরমাত্রাসংখ্যা ৪১/২ বলেন যে গ্রন্থেরঅনুকরনে ----------

ক) ছন্দমঞ্জুরী খ) ছ-ন্দাগ্য উপনিষদ

গ) শ্রুত-বাধ ঘ) তাষ্টাধ্যায়ী

২৩) স-ত্যন্দ্রনাথ -য ছন্দধাতির বি-শ্লষ-নযথার্থ কৃতিত্ব -দখি-য়-ছন -

ক) অতিমুক্তক খ) মাত্রাবৃত্ত

গ) বলবৃত্ত ঘ) মিশ্রবৃত্ত

২৪) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দলের পরিবর্তে যে পরিভাষা ব্যবহারকরেন -

ক) মাত্রিক **খ) শব্দপাপড়ি**

গ) ধ্বন্যাঘাত ঘ) হৃদ্যা

২৪) যিনিলাচাড়ি-ক 'ছড়ার ছন্দ' ব-ল অভিহিতক-রন :-

ক) রবীন্দনাথ ঠাকুর খ) -মাহিতলালমজুমদার

গ) পবিত্রসরকার ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৫) রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিত্তার সঙ্গে তাঁর যে রচনা পড়ে প্রবোধচন্দ্র যেনেরপ্রথমপরিচয়ঘটেছিল:-

ক) বাংলা ছন্দ খ) ছন্দ

গ) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) ছন্দ জিজ্ঞাসা

২৬) বাংলা ছন্দ রচনার দুটি রীতি- 'সাধু' ও 'প্রাকৃত' যিনি এ কথা ব-লন-

ক) দ্বি-জন্দ্রলাল রায় খ) -হমচন্দ্র ব-ন্দাপাধ্যায়

গ) ভারত চন্দ্র ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭) 'সাধু রীতি' বল-ত রবীন্দ্রনাথ -য ছন্দরীতি-ক নি-র্দশক-রন -

ক) বলবৃত্ত খ) কলাবৃত্ত

গ)মিশ্রকলাবৃত্ত ঘ) সরলবৃত্ত

২৮) 'প্রাকৃত রীতি' বল-ত -য ছন্দরীতি-ত নি-র্দশক-রন-

ক) বলবৃত্ত খ) কলাবৃত্ত

গ)মিশ্রকলাবৃত্ত ঘ) সরলবৃত্ত

২৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদলবৃত্তরীতির যে নাম দেন -

ক) মিত্রাক্ষর খ) মাত্রিক

গ) চলিতবাংলা ঘ) -দশজ

৩০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকলাবৃত্তরীতির যে নাম দেন -

ক) মিত্রাক্ষর খ) হৃদ্যা

গ) কৃত্রিম ঘ) তালপ্রধান

৩১) রবীন্দ্রনা-থর ছন্দবিষয়ক নিবন্ধ ও মন্তব্য যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায়প্রদত্তহল।সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর:-

প্রথম তালিকা দ্বিতীয় তালিকা

a) সন্ধ্যাসঙ্গীত এর ছন্দ i) বৈষ্ণবপদাবলী-তবাংলা সাহি-ত্য ছ-ন্দর প্রথম -ঢউ ও-ঠ

b) ছ-ন্দর অর্থ ii) বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তনকরিয়াছেনতাহা তিন মাত্রামূলক

c) আমার ছ-ন্দর গতিiii) আধুনিকবাংলা ছ-ন্দ সব-থ-কদীর্ঘপহারআঠা-রা অক্ষ-রগাঁথা

d) ছ-ন্দর হসন্ত-হলন্ত iv) -কীতুহলবশতবাহাদুরি -নবার জনা আমিকখ-না নূতন ছন্দ বানাবার -চষ্টা করিনি।

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	i	iv	ii
খ)	i	ii	iii	iv
ঘ)	ii	i	iii	iv

৩২) নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ -অশুদ্ধ-বিচারেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর :-

a) দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দের গঠনপরিচায়কযথার্থ পারিভাষিকশব্দ 'মিতাক্ষর ও মাত্রিকপ্রয়োগকরেন।

b) চলতিভাষার ছন্দ যে আসলে মাত্রিক তা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম নির্দেশক-রন।

c) 'মিতাক্ষর বা কলাবৃত্ত রীতির বিশ্লেষনে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তনকরেছেন।

d) দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্রিক বা দলবৃত্ত ছন্দের পর্ববিভাগে নিরুপনেঅক্ষমতা দেখিয়েছেন।

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধশুদ্ধ		অশুদ্ধশুদ্ধ	
খ)	অশুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ
গ)	অশুদ্ধশুদ্ধঅশুদ্ধঅশুদ্ধ			
ঘ)	শুদ্ধশুদ্ধশুদ্ধস্ব			

৩৩) নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ- অশুদ্ধ বিচারেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর:-

হৃদ্যা অর্থেকলাবৃত্ত রীতির বিশ্লেষন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্তী হয়েও এই রীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকারক-র-ছন।

সত্যেন্দ্রনাথ কৃত 'পর্ব' ও 'পংক্তি দুটি পারিভাষিকশব্দেরব্যাপকপ্রয়োগঘটেছে।

চিত্রা ও দলবৃত্ত রীতির ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ পর্ববিভাজন ও প্রতিটিপূর্নপর্বেচারটিশব্দপাপড়ি বা দলমাত্রা থাকার সুপষ্টস্বীকৃতি জানি-য়-ছন।

চাওয়া, পাওয়া প্রভৃতি শ-ব্দর 'ওয়া' -য আস-ল 'অন্তঃস্থ ব' তা স-ত্যন্দ্রনাথই প্রথম নি-র্দশক-রন।

সং-কত

ক) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধঅশুদ্ধ

খ) অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ

গ) শুদ্ধশুদ্ধশুদ্ধ শুদ্ধ

ঘ) অশুদ্ধঅশুদ্ধঅশুদ্ধঅশুদ্ধ

৩৪) যিনিপ্রথমবাংলা ছন্দরীতির তিনধর-নরস্বতন্ত্র উচ্চারনপ্রকৃতি নি-র্দশক-রন-

ক) প্র-বাধচন্দ্র -সন খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঘ) -মাহিতলালমজুমদার

৩৫) '' আটছয় আট হয় পয়া-ররছাঁদ কয়।

ছয় ছয় আট ত্রিপদীর

লঘু ছন্দ এ-স ব-স দীর্ঘ আট আটদ-শ

রচনা করি-ব তুমি ধীর''-

এই ছন্দসূত্রটি যিনিরচনা ক-রন

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) সত্যেন্দনাথ দত্ত

গ) -মাহিতলালমজুমদার ঘ) দ্বি-জন্দ্রলাল রায়

৩৬) যে ছন্দ সম্পর্কে উপরোক্ত সূত্রকবি সতেন্দ্রনাথ দত্তদানকরেছেন-

ক) সরলবৃত্ত খ) দলবৃত্ত

গ) বলবৃত্ত ঘ) মিশ্রবৃত্ত

৩৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকু-রর ছন্দ সম্পর্কিত সমস্ত আ-লাচনা সম্বলিতগ্রন্থটিরনাম -

ক) ছন্দ খ) ছ-ন্দর অর্থ

গ) ছ-ন্দর ভাষা ঘ) ভাষার ছন্দ

৩৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকু-রর 'ছন্দ' গ্রন্থটি -য সা-লপ্রকাশিতহয়-

ক) ১৯৩১ সা-লরআগষ্টমা-স খ) ১৯৩৬ র জুলাইমা-স

গ) ১৯৩৬ এর আগষ্টমা-স ঘ) ১৯৩১ এর জুলাইমা-স

৩৯) ‘‘ বি-জাড় বি-জাড়গাঁথ, -জা-ড় গাঁথ -জাড়।

আ-ট ছ-য় হাঁফ -ছ-ড় ঘু-রযাও -মাড়।।

যুক্তাক্ষর চড়াপে-ল হস-ন্তর লগি।।’

মারো ঝট্ ডিঙ্গা ভেসেযাবেডগমগি।

– উদ্ধৃতসূত্রটিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে বিষয়ে নির্দেশকরেছেন-

ক) পহার ত্রিপদীর ছন্দোবন্ধ

খ) পয়ার-ত্রিপদীরউচ্চারন ও শব্দগ্রহন রীতি

গ) হৃদ্যা রূপমূর্তির বৈশিষ্ট্য

ঘ) চিত্রা রূপমূর্তির বৈশিষ্ট্য

৪০) রবীন্দ্রনাথ প্রবহমানপয়ার-ক -য নাম -দন-

খ) মহাপয়ারপ্রবাহমান

খ) অমিলপ্রবাহমানপয়ার

গ) পংক্তি লংঙ্ঘকপয়ার

ঘ) সবকটি ঠিক

উ: গ

৪১)রবীন্দ্রনা-থর -লখা নিম্নলিখিত -য কবিতায়অমিলপ্রবাহমানপয়া-রর -য রূপ -দখি-

ক) -মঘদূত খ) অহল্যারপ্রতি

গ) -য-ত নাহি দিব ঘ) সবকটি

উ: ঘ

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	ঘ)
২	খ)
৩	ক)
৪	ঘ)
৫	ঘ)
৬	ঘ)
৭	ঘ)
৮	ঘ)
৯	গ)
১০	ঘ)
১১	ঘ)
১২	খ)
১৩	খ)
১৪	খ)
১৫	খ)
১৬	ঘ)
১৭	ঘ)
১৮	ক)
১৯	গ)
২০	ঘ)
২১	গ)
২২	গ)
২৩	খ)
২৪	
২৫	ঘ)
২৬	ক)
২৭	ঘ)
২৮	খ)
২৯	
৩০	গ)
৩১	গ)
৩২	গ)
৩৩	ঘ)
৩৪	গ)
৩৫	খ)
৩৬	খ)
৩৭	খ)
৩৮	ক)
৩৯	খ)
৪০	খ)
৪১	গ)
৪২	ঘ)

SUB UNIT- 4

বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস

(রবীন্দ্রনাথ, স-ত্যন্দ্রনাথ, -মাহিতলালপ্র-বাধচনদ্র, অমূল্যধন ও তারাপদভট্টাচার্য)

উনবিংশশতাব্দীরমাঝামাঝি থেকেবাংলা সাহিত্যে নব যুগেরসূত্রপাত। সেইযুগেরবাংলা কা-ব্যরইতিহাসআ-লাচনা কর-লও এ কথারসত্যতা প্রতীতহয়। -য সমস্ত উ-ল্লখ-যাগ্যকবিরা এই যু-গআর্বিভূতহ-য়ছি-লনপ্র-ত্য-কইবাংলা ছ-ন্দর নব নব রীতির প্রবর্তনকরে গেছেন। তবে অগ্রনায়ক হিসেবেসামনে থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তারউত্তরকালেবাংলা ছন্দচিন্তায় যাঁরা ম-নানি-বশক-রছি-লনতাঁ-দর দুটি দ-ল ভাগকরা যায়।এঁ-দরম-ধ্য ছি-লন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স-ত্যন্দ্রনাথ দত্ত, -মাহিতলালমজুমদার।অপরদি-ককবি ছান্দসিক প্র-বাধচন্দ্র -সন, অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়, তারাপদভট্টাচার্য ছি-লন।

রবীন্দ্রনাথ :-বাংলা ছ-ন্দর ইতিহা-স রবীন্দ্রনা-থর অতুলনীয়কবিপ্রতিভা যুগান্তর সৃষ্টি ক-র-ছ। ত-ব একথাও ঠিক রবীন্দ্রনাথই একমাত্র মৌলিক প্রতিভাশালী ছন্দশিল্পী নন।তাঁরপূর্বেমধুসূদনওঅমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো এত বহুমূখী নব নবউন্মেষশালিনী প্রতিভা পরেও ছিল কিনা সন্দেহ। ছন্দে তারউল্লেখযোগ্যপ্রতিভাগুলি সূত্রাকারেআলোচনা করা হল:-

১) বর্ননয়, ধ্বনিরউপরবাংলা ছন্দ নির্ভরশীল, ছ-ন্দর এই মর্মগতস্বাতন্ত্র্য-ক তিনিযথার্থভা-বউপলব্ধিক-রছি-লন।পরবর্তীকা-লধ্বনিরওপরবাংলা ছ-ন্দর ভিত গ-ড় ও-ঠ।

২) আধুনিকবাংলা ছ-ন্দ একটি প্রধান রীতি হল- মাত্রাছন্দ বা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ যা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। 'মানসীকাব্যে তিনি এই রীতির প্রবর্তনকরেন। মাত্রাছন্দে প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিমাত্রিকধরেন।পরবর্তীকালে এই ছন্দ সর্বজনপ্রিয় যা বাংলা ছ-ন্দর ইতিহা-সরনতুনধারা ব-য় নি-য়এল।

৩) প্রাচীন দ্বিপদী ত্রিপদী ছন্দে আবদ্ধ না থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা নতুনধাঁচেরচরনব্যবহার ও প্রচলনকরেছেন।ওজনেরসাম্যবজায় রেখে যে নানা বিচিত্রসংকেতেচরনরচনা করা যায় তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম সুস্পষ্টউপলব্ধিক-রছি-লন।চতুস্পর্বিকচরন নব নবপরিপাটীর ত্রিপদী, আঠ মাত্রারচরনইত্যাদির প্রচল-ন রবীন্দ্রনা-থর কৃতিত্বঅধিক।

৪) অক্ষর যুক্তাক্ষর, স্বর, মাত্রা ধ্বনি, ঝোঁক, লয়, সমমাত্রক ছন্দ, তিনমাত্রামূলক, দুইমাত্রামূলক ছন্দ, ছত্রহ্রস্ব-দীর্ঘস্বর, হসন্ত শব্দ হলন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষ-য়রপ্রকরনগতব্যাখ্যা ও উপযোগী পরিভাষা নির্ধারনতাঁর কৃতিত্ব তবে পরিভাষার ক্ষেত্রেকখনো তিনি এক অ-র্থ একাধিক শ-ব্দরপ্র-য়াগক-র-ছন।আবারকখ-না এক শ-ব্দর একাধিক অর্থক-র-ছন। -যমন 'পদ' শ-ব্দরঅর্থ -কাথাও পংক্তি, কোথাওঅর্ধযতিভাগ।

৫)পয়ারের শোষনশক্তি, ভারবহনকবিগুরুর বিশ্লেষনী দৃষ্টিরপরিচয়পাওয়া যায়। এ বিষয়েতারঅভিমত '' গদ্যছন্দ -বা-ধর চর্চা নিয়-মর প-থ চল-তপা-র, কিন্তু গদ্যছ-ন্দর পরিমান -বাধম-নরম-ধ্যযদিসহ-জ না থা-ক ত-ব অলংকারশা-স্ত্ররসাহা-য্য এর দুর্গমতা পারহওয়া যায় না ।''

স-ত্যন্দ্রনাথদত্ত :-বাল্যকালেকবিতা লেখায়হাতে খড়ি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২)। বাংলা ছন্দ রচনায় বিচিত্র এক্সপেরিমে-ন্টর ইতিহাসতাঁর 'ছন্দ সরস্বতী 'নামক গ্র-ন্থ উপস্থাপিত আ-ছ।'ছ-ন্দর জাদুকর ' কবি -ছান্দসিক স-ত্যন্দ্রনা-থর পরিনত চিন্তাভাবনা তাঁর ছন্দচিন্তায় ফু-টউ-ঠ-ছ। স-ত্যন্দ্রনা-থর ছন্দ সম্পর্কিতঅমূল্য চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধকরা হল-

১. স-ত্যন্দ্রনাথ বাংলা ছ-ন্দর তিনরীতির নামকরনক-রন- আদ্যা,হৃদ্যা ও চিত্রা এই নামগুলি উপমা-রূপকধর্মেরআভাসবহনকরে।আদ্যা অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত, হৃদ্যা অর্থাৎদলবৃত্তরীতি।

২. ছন্দের পরিভাষাগুলোরমধ্যেওএকধরনেরকাব্যকতা এনেছেন। যেমন-সিলব্‌ল্‌অ-র্থ 'শব্দপাপড়ি', অর্ধস্বর -বাঝা-ত 'ভাংটা স্বর' 'রিদম' অ-র্থ ছন্দস্পন্দন; ভার্সলিবর -বাঝা-ত '-স্বচ্ছাছন্দ' ইত্যাদি -বাঝা-ততাঁর ছন্দচিন্তা অভিনব-ত্বরপরিচয়বাহী ।

৩. 'আদ্যা' অর্থাৎ মিশ্রবৃত্তেরপয়ার -ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ সম্পর্কেকবিপ্রদত্তসূত্র-আট ছয় আট ছয়, পয়া-ররছাঁদ কয় ছয় ছয় আট ত্রিপদীর।

'হৃদ্যা' অথাৎসরলবৃত্তের বৈশিষ্ট্য নির্দেশকরেকবিবলেছেন-

'' পংক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্নঅন্যসকলজায়গায় যুক্তঅক্ষর প্রকৃতপক্ষে যে একজোড়া অক্ষর , এই কথাটা স্মরনরাখলে , এই নতুন ছ-ন্দর বি-শষত্ববুঝ-তকষ্টহ-বনা।হ্যা আর এটাও স্মরনরাখ-তহ-ব 'ঐ' কার আর 'ঔ' কারহ-চ্ছস্বর -সঙ্করঅর্থাৎ এক-জাড়া ভিন্নজা-তরস্বরব-র্ন তৈরিইং-রজি-তযা-ক ব-ল ' dipthong'।

'চিত্রা' অর্থাৎদলবৃত্তসম্পর্কেকবিরসূত্র -'' এ ছন্দে হসন্ত বা গোটা অক্ষর গুনতেহয়।শব্দের যে যেঅক্ষরউচ্চারনে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ্ন দিয়ে দ্যখো, বুঝতেপারবে।''

- এইভা-ব তিনছন্দের পার্থক্যকে ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তস্পষ্টকরে দিয়েছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন বি-দশি ছন্দ, সংস্কৃতনানান ছ-ন্দাবন্ধ-ক বাংলায়অনুবাদক-র তিনিএকধর-নরনতুন ছন্দধারাও তৈরিক-রছি-লন।

-মাহিতলালমজুমদার : কবি-ছান্দসিক মোহিতলালমজুমদারের ছন্দ সম্পর্কিতআলোচনাগুলি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ -থ-কশ্রাবণএবং ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকেশ্রাবণ এই দুইভাগে 'শনিবারের চিঠি' --ত প্রকাশিতহ-য়ছিল ।

১৩৫৫-তে হাওড়া 'বঙ্গভারতেরগ্রন্থালয়ে'রউ-দ্যা-গতাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দ বইটিপ্রকাশিতহয় । গ্রন্থটিরপ্রথমভা-গপয়ার ছন্দ, অক্ষর ও মাত্রা, চরণ, পংক্তি ও পদ, পর্বভূমক ছন্দ, ছড়ার ছন্দ, সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্ত প্রাণমাত্রাবৃত্ত' , বাংলা ছন্দ তত্ত্বইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা আছে। দ্বিতীয়ভাগেপ্রধানতবাংলা পয়ার ও মধুসূদনেরঅমিত্রাক্ষর নিয়েআলোচনা । এবংপরিশিষ্টেবাংলা পদবন্ধ , বাংলা সনেট , বাংলা ছন্দে মিল সংক্রান্তর-য়-ছ । -মাহিতলালমজুমদা-রর ছন্দ-সংক্রান্ত উদ্ধৃতগ্রন্থটিরঅনুসঙ্গে তার ছন্দসূত্রগুলি উল্লিখিতহল -

১. ভাষারূপগতআশ্রয়-কমানদন্ড হিসা-বগ্রহণক-র -মাহিতলালবাংলা তিন ছ-ন্দারীতির নামকরণক-রন -

ক) সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিকপদভূমকবর্নবৃত্ত (মিশ্রবৃত্ত)

খ) সাধুভাষাশ্রিত মাত্রিকপর্বভূমকমাত্রাবৃত্ত (সরলবৃত্ত)

গ) কথ্যভাষা নির্ভরপর্বভূমকঅক্ষরবৃত্ত (দলবৃত্ত)

২. স-ত্যন্দ্রনা-থর ম-তা তিনিও সিদ্ধান্ত নি-য়ছি-লনউচ্চারণ-পার্থক্যইবাংলা ভাষার তিন ছন্দ-ক পৃথকক-র-ছ । উচ্চারণগত দিক দি-য় বাংলা ছ-ন্দর -য -শ্রণিবিভাগ তিনিক-রন তা নিম্নরূপ :

বাংলা ছন্দ

- সাধুভষার ছন্দ
  - পয়াবজাতীয় (পদভূমক)
  - রবীন্দ্রীয় গীতিছন্দ (পর্বভূমক)
- কথ্যভাষার ছন্দ
  - পুরাতনছড়ার ছন্দ (চারঅক্ষরেরপর্বভূমক)
  - স-ত্যন্দ্রনা-থর নূতন ছন্দ (হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত)

৩. ‘পয়ার’-ক বাংলা কবিতার -মরুদন্ড হিসা-ব বি-বচনা ক-র তিনিব-ল-ছন :
‘‘ পয়া-রর আসল রূপ - তাহার সেইমাত্রা পরিমাণ (১৪) ,এবংপদভাগ (৮+৬)’’। ৮+৮ পদভাগই যে ৮+৬ পয়া-ররজন্যসম্ভাবনারমূ-ল তা-ও তিনিস্বীকারক-র-ছন ।

৪. -মাহিতলা-লর ম-ত ছ-ন্দর পূর্ণমাপযতখানি-ত ধরা থা-কতা-ক ‘চরণ’ বলা -য-ত পা-র । তাঁর ম-ত এই ‘চরণ’-ক পংক্তির আকারেসাজানো যেতে পারে । চরণেরযতি-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে তিনি ‘পদ’ হিসাবে নির্দেশকরেছেন । পদের আর বিভাগ নেই । তাইপয়ারজাতীয় ছন্দে এই পদই ছন্দের গতিভঙ্গি নির্দেশকরে , সেক্ষেত্রে ‘পদ’ইহয় ‘পর্ব’।অর্থাৎ ‘পর্ব’ ও ‘পদ’ -ক তিনিঅভিন্নক-র -দখ-ত -চ-য়-ছন ।

৫. মোহিতলালের কাছে ছন্দবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ‘ছন্দবোধ’ই শেষ কথা । সেক্ষেত্রেবর্ণ, অক্ষর, মাত্রা - এই ধ্বনিতাত্ত্বিকসূত্রগুলিকে তিনিঅপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন ।

৬. -মাহিতলা-লর ম-ত পয়া-রপদভাগ , তাই তা পনভূমক , আর গীতছ-ন্দ পর্বভাগ--সইজন্য তা পর্বভূমক । তিনিআরওবলেছেনপর্বেরমাত্রা হিসাব সুনির্দিষ্ট । পর্বপদের চেয়ে আয়তনে ছোট , তা চরণকেসমানভাগেভাগকরে দেয় ।

৭. মোহিতলালদলবৃত্তেসাধারণতপ্রবলপ্রস্বর ও চারমাত্রারপর্বকেস্বীকারকরেছেন । এই ছন্দের উৎস হিসাবে তিনিব্রতকথা ,প্রাচীনপ্রবচ-ণরকথাইব-ল-ছন ।

প্র-বাধচন্দ্র -সন : ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনইবাংলা ছন্দের প্রকৃতস্বরূপউন্মোচনকরেন । ভাষাবিজ্ঞানের আলোয় সুস্পষ্টপরিভাষা রচনারমধ্যদিয়েবাংলা ছন্দের মৌলিক নীতি নিয়মগুলি আবিষ্কারের কৃতিত্বসর্বাত্মকভাবেতাঁরই । সমগ্রজীবনব্যাপী ছন্দ সম্পর্কিতনানা আলোচনা , শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি , যেগুলি তাঁর বিভিন্ন গ্র-ন্থ সংকলিত ।

উদ্ধৃত গ্রন্থগুলিতে বাংলা ছন্দের যে বৈশিষ্টগুলি নিরূপিত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

১। প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দের সংজ্ঞায়বলেছেন :''সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিতবাকবিন্যাসের(ধ্বনিবিন্যাস) নামে ছন্দ''। বাংলা ভাষারধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে ছন্দের যোগের এই দিকটি তিনিপ্রথমযথার্থভা-ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

২। একক প্রয়া-স উচ্চারিত ধ্বনিখন্ড-ক তিনিবল-লন 'দল'-যা ছন্দপর্বগঠ-নর মূলঅবলম্বন। 'দল'-ক তিনিগঠনগত দিক -থ-ক মুক্ত ও রুদ্ধ এই দ্বিবিধভাবেভাগকরেছেন।আরউচ্চারণগত দিক থেকে 'দল'কেহ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুটি ভাগেভাগকরেছেন।

৩। দ-লর ওজন তথা পরিমা-পর একককে তিনি 'মাত্রা' বলে চিহ্নিত করলেন।সংস্কৃত ছন্দের আদর্শে একটি হ্রস্বদ-লরসমপরিমানধ্বনিরপরিভাষা কর-লন-'কলা'। এদিক থেকে 'মাত্রা'কেও দুভাগে বিন্যস্ত করলেন-দলমাত্রা ও কলামাত্রা।

৪।নূতন ছন্দ পরিক্রমায় তিনি জানিয়েছেন ''ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি তথা শ্রুতিরূপ নির্ভরকরে এই মাত্রাবিন্যাস রীতির উপরেই।বাংলা ছন্দের মাত্রা বিন্যস্ত হয় তিনটিস্বতন্ত্র রীতির ।'' দলমাত্রা ও কলামাত্রার নিরিখে তিনিমূলতদুইধরনের ছন্দোরীতির অস্তিত্ব অনুভবকরলেন।যেখানে তিনিপূর্বেবলেছিলেন 'স্বরবৃত্ত'। আর যে রীতিতে কলামাত্রাই ছন্দপর্বের প্রধানউপাদান,তা হলকলাবৃত্ত রীতি।প্রথমযুগে এই রীতির নাম তিনি দিয়েছিলেনমাত্রাবৃত্ত।কলাবৃত্তের যে শাখায়সবরুদ্ধদলইপ্রসারিত হয়, তা হলরলকলাবৃত্ত।আর যে শাখায়স্থান বিশেষেরুদ্ধদলেরপ্রসরণ ঘটে তাকে মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত রীতি বলে।এই রীতির পূর্বনাম দিয়েছিলেন অক্ষরবৃত্ত।প্রবোধচন্দ্র তিনটি ছন্দেরীতিতে যে মাত্রানীতি অনুসরণক-র-ছনসাধারণভা-ব তা হল-

ক।দলবৃত্ত : মুক্তদল(হ্রস্ব বা দীর্ঘ) - ১দলমাত্রা
রুদ্ধদল(হ্রস্ব বা দীর্ঘ) - ১দলমাত্রা

খ।কলাবৃত্ত : হ্রস্ব মুক্তদল - ১কলামাত্রা
দীর্ঘ মুক্তদল - ১কলামাত্রা
রুদ্ধদল -২কলামাত্রা

৭।যতি ও প্রস্বরলোপেরধারনাটিও প্রবোধচন্দ্রের নিজস্ব,যা ছন্দবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৮।উপপর্বরূপ,পর্বরূপ,পদরূপ,পংক্তিরূপ - বাংলাছন্দের এই চতুরঙ্গ রূপের বিশ্লেষণ তিনিকরেছেন।শুধু তাইনয়,পয়ার যে কোনো ছন্দরীতি নয়,তিন ছন্দরীতিই একটি রূপবন্ধ বিশেষ,তা প্রবোধচন্দই প্রথমঅভ্রান্তযুক্তির সাহায্যেপ্রতিষ্ঠা করেন।

৯।ছন্দচিন্তায় প্র-বাধচ-ন্দ্রর সব-চ-য়বড় বৈশিষ্টস্বচ্ছ ও স্ব-বি-শ্লষনী পরিভাষা সৃজন। তিনিশুধু ছ-ন্দর শারীরিকসংগঠন নিয়েইভাবেননি,রচনা করেছেন ছন্দচর্চার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় : ছান্দসিক অমূল্যধনমুখোপাধ্যায়ের ছন্দসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা সংকলিতহয়েছেতাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে।গ্রন্থটিরপ্রথমভাগেযতি,পূর্ণযতি ও চরণ,অর্ধযতি ও পর্ব,অক্ষর ও মাত্রা,ছেদ,পর্বাঙ্গ,মাত্রা সমকত্ত্ব,অঙরের শ্রেনিবিভাগ,মাত্রা পদ্ধতি,চরণেরলয়,মাত্রাবিচার,ছন্দোবদ্ধ,স্তবক ও মিলসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ-য়-ছ।দ্বিতীয়ভা-গআ-লাচিতহ-য়-ছবাংলারপ্রধান তিন ছ-ন্দর জাতি,রীতি,লয় ও -শ্রনি। আর পরিশি-ষ্টবাংলা ছ-ন্দর মূলতত্ত্বেরপুনোরালোচনার সঙ্গে বাংলা মুক্তবদ্ধ ছন্দ,বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ,বাংলা ছ-ন্দ রবীন্দ্রনা-থর অবদান বিষয় নি-য়আ-লাচনা করা হয়েছে।উদ্ধৃতগ্রন্থাবলম্বনে বাংলাছন্দ সম্পর্কিততাঁরধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রাকারে বিবৃতহল :

১. বাংলা ছন্দ ধ্বনিরওপর নির্ভরশীল - অন্যান্য ছান্দসি-কর ম-তা মূল্যধনও তা উপলব্ধিক-রছি-লন । তিনরীতির উচ্চারণগততফাৎ-কওবুঝ-ত -প-রছি-লন তিনি ।

২. বাংলা ছন্দের তিনটিপ্রধান রীতির নাম তিনি যথাক্রমে দিয়েছিলেন -

ক) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ বা দ্রুতলয়ের ছন্দ (দলবৃত্ত)

খ) ধবনিপ্রধান ছন্দ বা বিলম্বিতলয়ের ছন্দ (সরলবৃত্ত)

গ) তানপ্রধান ছন্দ বা ধীরলয়ের ছন্দ (মিশ্রবৃত্ত)

teachinns Text with Technology

৩. তাঁর ছন্দধারণা 'লয়'-এর ওপর নির্ভরশীল । 'লয়' অর্থাৎউচ্চারণগতি-ক তিনিপ্রধানত তিনটিভা-গভাগক-র-ছন - দ্রুত, বিলম্বিত ও ধীর । এগুলিরওআবারঅজস্রউপবিভাগকরেছেন ।

৪. বাংলা ছন্দ syllable নির্ভরএকথা স্বীকারকর-লওঅমূল্যধনsyllable এর পরিভাষা হিসা-বঅক্ষরশব্দটিব্যবহারক-র-ছন । অক্ষরেরসংজ্ঞায় তিনিবলেছেন - ''বাগয-ন্ত্রর স্বল্পতমপ্রয়া-স -য ধ্বনিউৎপন্নহয়তাহাইঅক্ষর। '' স্বরান্ত ও হলন্ত -ভ-দ, তাঁর ম-ত, অক্ষর দু'প্রকার।

৫. যতি-কঅমূল্যধনদুইভা-গভাগক-রন । ভাবযতিরপরিভাষা হিসা-ব তিনিব্যবহারক-রন '-ছদ' আর ছ-ন্দাযতির পরিভাষা 'যতি' । পূর্ণ ও অর্ধ -ভ-দ ছ-ন্দাযতি তথা যতি-ক তিনিদুভা-গভাগক-রন । পূর্ণযতি পর্যন্ত ধ্বনিপ্রবা-হরপরিভাষা হিসা-ব তিনিব্যবহারকরেন 'চরণ। কিন্তু অর্ধযতি বিভাগকেও তিনিপর্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যা ছন্দের ক্ষেত্রেজটিলতার সৃষ্টি করে ।

৯. গদ্যরীতি সম্প-র্ক তিনিব-লন - '' গদ্যেরমাত্রা পদ্ধতিস্বাভাবিক মাত্রিক ।... পদ্যেপর্বের অর্ন্তভুক্ত পর্বাঙ্গগুলি হয়পরস্পরসমানহই-ব , না - হয়তাহা-দরমাত্রার ক্রম অনুসারেতাহাদিগকেসাজাইতেহই-ব । কিন্ত গ-দ্যনানা উপায়েপর্বেরমধ্যেপর্বাঙ্গগুলি সাজানো যায় ।''

১০. প্রবোধচন্দ্রের ‘মুক্তক’ ছন্দ সম্পর্কে তিনিঅভিমত পোষণকরেন যে : ‘‘পলাতকার ছন্দকে Free verse এর উদাহরন বলা Free verseশব্দটিরপ্র-য়াগ । সাগরিকার ছন্দও অবিকলএইরূপ - পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রারপর থাকিবে সে সম্ব-ন্ধ -কা-না নিয়মনাই। সুতরাং এ ছন্দ অমিত্রাক্ষরজাতীয় ।’’

তারাপদভট্টাচার্য :অধ্যাপকতারাপদভট্টাচার্যতাঁর ‘ছন্দোবিজ্ঞান ’ (১৯৪৮) গ্রন্থে সৌন্দর্যতত্ত্বকে ভিত্তিকরেবারটিঅধ্যায়েবাংলা ছ-ন্দর নানাদিক দি-য় আলোচনা করেছেন । লেখকের ‘ বঙ্গীয় ছন্দোমীমাংসা ’ ও ‘ ছন্দোবিজ্ঞান ’ গ্রন্থদুটি সমন্বিত ও পরিমার্জিতহয়ে ‘ ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন ’ নামে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেপ্রকাশিতহয় । তিনি মনে করেন , ‘‘ছন্দের ইতিহাসএবংব্যাকরণপরস্পরসা-পক্ষ ও পরস্প-ররপরিপূরক ।’’ বাংলা ছ-ন্দর ঐতি-হ্যরঅ-ন্বষ-ণ তিনি -যমনসংস্কৃত , প্রকৃত , অপভ্রংশ ও অবহট্ট ছ-ন্দর বিবর্ত-নরইতিহাসরচনা ক-র-ছন , -তমনিবাংলার বিভিন্ন ছন্দরীতির ক্রমবিবর্তনের ধারা আ-লাচিতহ-য়-ছ । ছন্দচর্চার ইতিহা-সতারাপদভট্টাচা-র্যর ছন্দকলার রহস্য-ভ-দরপ্রয়াস ও স্বকীয়তা অস্বীকারকরারউপায় -নই ।

teachinns Text with Technology

Previous Year Questions Analysis

১. ‘ছ-ন্দর অর্থ’ প্রব-ন্ধ রবীন্দ্রনাথ ‘ছন্দঃকুসুম’ ব-ল -য বইটিরউ-ল্লখক-র-ছনতার -লখকহ-লন -

NET, June , 2014

ক) ধূর্জটিপ্রসাদমু-খাপাধ্যায় খ) ভুবন-মাহনরায়-চৌধুরী

খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) দিলীপকুমাররায়

২. অমূল্যধনমুখোপাধ্যায়অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বলেছেন - NET, June , 2012

ক) বর্ণবৃত্ত খ) তানপ্রধান

গ) আক্ষরিক ঘ) অক্ষরমাত্রিক

৩. রবীন্দ্রনাথ ও প্র-বাধচন্দ্র -স-নর ছন্দ বিষয়কআ-লাচনা গ্রন্থ - NET, June , 2012

খ) ছন্দ--সাপান খ) ছন্দ-জিজ্ঞাসা

গ) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) বাঙালির ছন্দচিন্তা

৪. ‘যথার্থকলসন্মত ক্লাসিকদক্ষতা মোহিতলালেরকরায়ত্ত । স্তবক পারিপাট্যে , শাব্দিকঅব্যর্থতায় , ভাবনারপারম্পর্য বিন্যা-স তিনি ছিলেনএকাগ্রচিত্ত ।’ - কথাটি ব-ল-ছন

NET, June , 2013

ক) নারায়ন গঙ্গোপাধায় খ) সরজ ব-ন্দ্যাপাধায়

খ) ভবতোষদত্ত গ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দবিষয়ক গ্রন্থটিরনাম NET, June , 2012

ক) ছন্দবিদ্যা খ) ছন্দ সরস্বতী

গ) বাংলা ছন্দ ঘ) বাংলা কবিতার ছন্দ

৬. নী-চর -য বইটি প্র-বাধচন্দ্র -স-নর -লখা নয় NET, June , 2012

ক) ছন্দ জিজ্ঞাসা খ) ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ বিবর্তন

গ) ছন্দ -সাপান ঘ) বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি

teachinns Text with Technology

৭. দুটি তালিকায় ও তাঁ-দর -দওয়া ছদ্মনামপ্রদত্তহল।উভয় তালিকারসামঞ্জস্য বিধানকরেসংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচনকর:

সং-কত

প্রথম তালিকা	দ্বিতীয় তালিকা
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	i) স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ
b) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ii) দলমাত্রিক ছন্দ
c) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়	iii) পাপড়ি -গানা ছন্দ
d) প্র-বাধচন্দ্র -সন	iv) প্রাকৃতবাংলা ছন্দ

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	ii	iv	iii	i
গ)	iv	ii	i	iii
ঘ)	iv	iii	i	ii

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	খ)
২	খ)
৩	খ)
৪	খ)
৫	খ)
৬	খ)
৭	ঘ)

teachinns
Text with Technology

বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাস

১) ‘বাংলা ছ-ন্দর মূলমন্ত্র’ যাঁর -লখা -

ক) তারাপদভট্টাচার্য খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) প্র-বাধচন্দ্র -সন ঘ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়

২) ‘ ছন্দ সরস্বতী ’ যাঁর -লখা -

ক) দ্বি-জন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) -মাহিতলালমজুমদার

গ) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩) ছা-ন্দাসিক হিসা-ব যিনি ছন্দরচনায় ব্রতী হ-য়ছি-লন -

ক) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ) দ্বি-জন্দ্রলাল রায় ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪) ‘মুক্তবদ্ধ ’ শব্দেরপ্রথমপ্রয়োগকরেন -

ক) -মাহিতলালমজুমদার খ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

গ) গঙ্গা দাস ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৫) ‘মুক্তবদ্ধ ’ শব্দেরপ্রথমপ্রয়োগ দেখা যায় যে গ্রন্থে -

ক) ছন্দমঞ্জরী খ) ছন্দসরস্বতী

গ) ছন্দ পরিক্রমা ঘ) ছন্দচতুরদর্শী

৬) রবীন্দ্রনা-থর ছন্দচিন্তায় প্রধানঅপূর্ণতা হল -

ক)কলাবৃত্ত ছন্দের বিশ্লষনে খ) একার্থে একাধিক মাত্রারভূমিকা অস্বীকারকরা

গ) ‘ক’ ঠিক ‘খ’ ভুল ঘ) ‘ক’ ও ‘খ’ নিরভুল

৭) বাংলা ছন্দচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ নী-চর -য অভিমতটিপ্রকাশক-র-ছন -

ক) ‘অক্ষর’ সংখ্যা গননারঅনাবশ্যকতা

খ) সাধুরীতির ছন্দে শব্দান্তে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিকউচচারন

গ) প্রাকৃতছ-ন্দর সি-লবল্ -গানা প্রভৃতি স্বীকার

ঘ) সবকটি -গানা প্রভৃতি স্বীকার

৮. আধুনিকবাংলা কাব্যে যে মাত্রা ছন্দের প্রচলনএসেছে তা প্রথমপ্রচলন বা প্রবর্তনক-রন -

ক) জীবনানন্দ দাস খ) বুদ্ধ-দব বসু

গ) শঙ্খ -ঘাষ ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯. সি-লবল (Syllable) অ-র্থ ‘শব্দপাপড়ি’ এই পরিভাষা যিনিব্যবহারক-রন -

ক) প্র-বাধচন্দ্র -সন খ) তারাপদভট্টাচার্য

গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) -মাহিতলালমজুমদার

১০. বাংলা ছন্দ-ক অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় -য না-মঅভিহিতক-রন -

ক) শ্বাসাঘাত খ) শ্বাসাঘাতপ্রধান

গ) বলপ্রধান ঘ) সবকটি ঠিক

১১. ছড়ার ছন্দ-ক অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় -য না-মঅভিহিতক-রন -

ক) তালপ্রধান খ) মানপ্রধান

গ) -লৌকিক ছন্দ ঘ) বল প্রধান

১২. অমূল্যধনমুখোপাধ্যায়অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বলেছেন -

ক)বর্নবৃত্ত খ) তানপ্রধান

গ) আক্ষরিক ঘ) অক্ষরমাত্রিক

১৩. রবীন্দ্রনাথ ও প্র-বাধচন্দ্র -সন ছন্দবিষয়ক আ-লাচনা গ্রন্থ -

ক) ছন্দ-সাপান খ) জিজ্ঞসা

গ) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) বাঙালির ছন্দচইন্তা

১৪. 'যথার্থকলাসম্মত ক্লাসিকদক্ষতা মোহিতলালেরকরায়ত্ত । স্তবক পারিপাট্যে , শাব্দিকঅব্যর্থতায় , ভাবনারপারম্পর্য বিন্যা-স তিনি ছিলেনএকাগ্রচিত্ত ' । - কথাটি ব-ল-ছন -

ক) নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় খ) স-রাজ ব-ন্দাপাধ্যায়

গ)ভবতোষদত্ত ঘ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

১৫. 'ছ-ন্দর অর্থ ' প্রব-ন্ধ রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ: কুসুম ' ব-ল -য বইটিরউ-ল্লখক-র-ছনতার -লখকহ-লন -

ক) ধুর্জটিপ্রসাদমু-খাপাধ্যায় খ) ভুবন-মাহনরায় -চাধুরী

গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) দিলীপকুমাররায়

১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দবিষয়ক গ্রন্থটিরনাম

ক) ছন্দবিদ্যা খ) ছন্দ সরস্বতী

গ) বাংলা ছন্দ গ) বাংলা কবিতার ছন্দ

১৭. নী-চর -য বইটি প্র-বাধচন্দ্র -স-নর -লখা নয় -

ক) ছন্দ জিজ্ঞাসা খ) ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ বির্বতন

গ) ছন্দ -সাপান ঘ) বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচর্চার অগ্রগতি

১৮. দুটি তালিকায় ছন্দকার ও তাঁদের দেওয়া ছন্দনাম প্রদত্তহল । উভয়ের তালিকারসামঞ্জস্য বিধানক-রসং-কত -থ-ক ঠিক উত্তরটি নির্বাচনকর:

প্রথম তালিকা	**দ্বিতীয় তালিকা**
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	i) স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ
b) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ii) দলমাত্রিক ছন্দ
c) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায়	iii) পাপড়ি -গানা ছন্দ
d) প্র-বাধচন্দ্র -সন	iv) প্রকৃতবাংলা ছন্দ

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	iv	ii	i
খ)	ii	iv	iii	i
গ)	iv	ii	i	iii
ঘ)	iv	iii	i	ii

১৯. ‘‘ বাংলা ভাষারধ্বনিপ্রকৃতি অর্থাৎবাঙালীরবাকরীতির অন্তর্নিহিত যে মূলতত্ত্বমূলতত্ত্বগুলি তারউপরেইবাংলা ছন্দের শক্তি বৈশিষ্ট্য , তারআকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরকরে । তিনিযখন এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কারকরে । তিনিযখন এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কারক-রকা-ব্যরধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতি-কতারউপ-রপ্রতিষ্ঠিতকর-লনতখন -থ-কইবাংলা ছন্দ নবতরস্বা স্বার্থকতা ও ঐশ্বর্যলা-ভরপ-থরসন্ধান -প-য়-ছ ’’ ।

- উদ্ধৃতিটিযাঁরসম্প-র্ককরা হ-য়-ছ -

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) হর-গাবিন্দ লস্কর ঘ) মধুসূদনদত্ত

২০. ‘‘ পৃথিবী-তবহুমহাকবিই ছন্দশিল্পীরু-প আর্বিভূতহ-য়-ছন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর -কা-না মহাকবিযুগপৎ ছন্দশিল্প রচনায় ও ছন্দ বিজ্ঞানের নীতি - আবিষ্কারএমনসমভা-বপারদর্শতা -দখি-য়-ছন ব-ল জানি-ন । ..... -বাধকরি সাহিত্যজগ-তরইতিহা-সএমনসমভা-বপারদর্শিতা -দখি-য়-ছন ব-ল জানি-ন। ..... -বাধকরি সাহিত্যজগ-তরইতিহা-সএমনঅব্যর্থসন্ধনী সব্যসাচীরআর্বিভাব আর কখনওঘ-টনি ’’ --প্র-বাধচন্দ্র -সন তাঁর -য গ্র-ন্থ মন্তব্যটি ক-রন -

ক) বাংলা ছ-ন্দ রবীন্দ্রনা-থর দান খ) ছন্দ পরিক্রমা

গ) ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) নতুন ছন্দ পরিক্রমা

২১. ‘‘ বাংলা ভষারধ্বনিপ্রকৃতি অর্থাৎবাঙালীরবাক্‌রীতির অন্তর্নিহিত যে মূলতত্ত্বগুলি , তারউপরেইবাংলা ছন্দের শক্তি ও বৈশিষ্ট্য , তারআকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরু-প নির্ভরকরে । তিনিযখন এই তত্ত্বগুলি আবিষ্কারকরেকাব্যেরধ্বনিবিন্যাসপদ্ধতিকেতার , উপ-রপ্রতিষ্ঠিতকর-লনতখন -থ-কইবাংলা ছন্দ নবতরসার্থকতা ও ঐশ্বর্যলা-ভরপ-থরসন্ধান -প-য়-ছ ’’ । ----- মন্তব্যটির বক্তা হলেন --------

ক) অমূল্যধনমু-খাপাধ্যায় খ) অপূর্ব -কা-ল

গ) নীলরতন -সন ঘ) প্র-বাধচন্দ্র -সন

২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তদলবৃত্ত ছন্দে প্রতিপর্বেরমাত্রাসংখ্যা ৪১/২ বলেন যে গ্রন্থেরঅনুকরনে ----------

ক) ছন্দমঞ্জুরী খ) ছ-ন্দাগ্য উপনিষদ

গ) শ্রুত-বাধ ঘ) তাষ্টাধ্যায়ী

২৩) স-ত্যন্দ্রনাথ -য ছন্দধাতির বি-শ্লষ-নযথার্থ কৃতিত্ব -দখি-য়-ছন -

ক) অতিমুক্তক খ) মাত্রাবৃত্ত

গ) বলবৃত্ত ঘ) মিশ্রবৃত্ত

২৪) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দলের পরিবর্তে যে পরিভাষা ব্যবহারকরেন -

ক) মাত্রিক খ) শব্দপাপড়ি

গ) ধ্বন্যাঘাত ঘ) হৃদ্যা

২৪) যিনিলাচাড়ি-ক ‘ছড়ার ছন্দ‘ ব-ল অভিহিতক-রন :-

ক) রবীন্দনাথ ঠাকুর খ) -মাহিতলালমজুমদার

গ) পবিত্রসরকার ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২৫) রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিত্তার সঙ্গে তাঁর যে রচনা পড়ে প্রবোধচন্দ্র যেনেরপ্রথমপরিচয়ঘটেছিল:-

ক) বাংলা ছন্দ খ) ছন্দ

গ) ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘ) ছন্দ জিজ্ঞাসা

২৬) বাংলা ছন্দ রচনার দুটি রীতি- ‘সাধু‘ ও ‘প্রাকৃত‘ যিনি এ কথা ব-লন-

ক) দ্বি-জন্দ্রলাল রায় খ) -হমচন্দ্র ব-ন্দাপাধ্যায়

গ) ভারত চন্দ্র ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭) ‘সাধু রীতি’ বল-ত রবীন্দ্রনাথ -য ছন্দরীতি-ক নি-র্দশক-রন -

ক) বলবৃত্ত খ) কলাবৃত্ত

গ)মিশ্রকলাবৃত্ত ঘ) সরলবৃত্ত

২৮) ‘প্রাকৃত রীতি’ বল-ত -য ছন্দরীতি-ত নি-র্দশক-রন-

ক) বলবৃত্ত খ) কলাবৃত্ত

গ)মিশ্রকলাবৃত্ত ঘ) সরলবৃত্ত

২৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদলবৃত্তরীতির যে নাম দেন -

ক) মিত্রাক্ষর খ) মাত্রিক

গ) চলিতবাংলা ঘ) -দশজ

৩০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকলাবৃত্তরীতির যে নাম দেন -

ক) মিত্রাক্ষর খ) হৃদ্যা

গ) কৃত্রিম ঘ) তালপ্রধান

৩১) রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক নিবন্ধ ও মন্তব্য যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায়প্রদত্তহল।সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর:-

প্রথম তালিকা দ্বিতীয় তালিকা

a) সন্ধ্যাসঙ্গীত এর ছন্দ i) বৈষ্ণবপদাবলী-তবাংলা সাহি-ত্য ছ-ন্দর প্রথম -ঢউ ও-ঠ

b) ছ-ন্দর অর্থ ii) বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' কা-ব্য -য ছ-ন্দর প্রবর্তনকরিয়া-ছনতাহা তিন মাত্রামূলক

c) আমার ছ-ন্দর গতিiii) আধুনিকবাংলা ছ-ন্দ সব-থ-কদীর্ঘপহারআঠা-রা অক্ষ-রগাঁথা

d) ছ-ন্দর হসন্ত-হলন্ত iv) -কীতুহলবশতবাহাদুরি -নবার জনা আমিকখ-না নূতন ছন্দ বানাবার -চষ্টা করিনি।

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	iii	i	iv	ii
খ)	i	ii	iii	iv
ঘ)	ii	i	iii	iv

৩২) নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ -অশুদ্ধ-বিচারেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর :-

a) দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দের গঠনপরিচায়কযথার্থ পারিভাষিকশব্দ 'মিতাক্ষর ও মাত্রিকপ্রয়োগকরেন।

b) চলতিভাষার ছন্দ যে আসলে মাত্রিক তা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম নি-র্দশক-রন।

c) 'মিতাক্ষর বা কলাবৃত্ত রীতির বিশ্লেষনে দ্বি-জন্দ্রলাল রবীন্দ্রনা-থর অনুবর্তনক-র-ছন।

d) দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্রিক বা দলবৃত্ত ছন্দের পর্ববিভাগে নিরুপনেঅক্ষমতা দেখিয়েছেন।

সং-কত

	a	b	c	d
ক)	শুদ্ধশুদ্ধ	অশুদ্ধশুদ্ধ		
খ)	অশুদ্ধঅশুদ্ধ	শুদ্ধ	শুদ্ধ	
গ)	অশুদ্ধশুদ্ধঅশুদ্ধঅশুদ্ধ			
ঘ)	শুদ্ধশুদ্ধশুদ্ধস্ব			

৩৩) নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলির শুদ্ধ- অশুদ্ধ বিচারেসঠিকউত্তর নির্বাচনকর:-

হৃদ্যা অর্থেকলাবৃত্ত রীতির বিশ্লেষন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্তী হয়েও এই রীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকারক-র-ছন।

সত্যেন্দ্রনাথ কৃত 'পর্ব' ও 'পংক্তি দুটি পারিভাষিকশব্দেরব্যাপকপ্রয়োগঘটেছে।

চিত্রা ও দলবৃত্ত রীতির ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ পর্ববিভাজন ও প্রতিটিপূর্নপর্বেচারটিশব্দপাপড়ি বা দলমাত্রা থাকার সুপষ্টস্বীকৃতি জানি-য়-ছন।

চাওয়া, পাওয়া প্রভৃতি শ-ব্দর 'ওয়া' -য আস-ল 'অন্তঃস্থ ব' তা স-ত্যন্দ্রনাথই প্রথম নি-র্দশক-রন।

সং-কত

ক) শুদ্ধ শুদ্ধ অশুদ্ধঅশুদ্ধ

খ) অশুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ

গ) শুদ্ধশুদ্ধশুদ্ধ শুদ্ধ

ঘ) অশুদ্ধঅশুদ্ধঅশুদ্ধঅশুদ্ধ

৩৪) যিনিপ্রথমবাংলা ছন্দরীতির তিনধর-নরস্বতন্ত্র উচ্চারনপ্রকৃতি নি-র্দশক-রন-

ক) প্র-বাধচন্দ্র -সন খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঘ) -মাহিতলালমজুমদার

৩৫ '' আটছয় আট হয় পয়া-ররছাঁদ কয়।

ছয় ছয় আট ত্রিপদীর

লঘু ছন্দ এ-স ব-স দীর্ঘ আট আটদ-শ

রচনা করি-ব তুমি ধীর''-

এই ছন্দসূত্রটি যিনিরচনা করেন

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) সত্যেন্দনাথ দত্ত

গ) -মাহিতলালমজুমদার ঘ) দ্বি-জন্দ্রলাল রায়

৩৬) যে ছন্দ সম্পর্কে উপরোক্ত সূত্রকবি সতেন্দ্রনাথ দত্তদানকরেছেন-

ক) সরলবৃত্ত খ) দলবৃত্ত

গ) বলবৃত্ত ঘ) মিশ্রবৃত্ত

৩৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকু-রর ছন্দ সম্পর্কিত সমস্ত আ-লাচনা সম্বলিতগ্রন্থটিরনাম -

ক) ছন্দ খ) ছ-ন্দর অর্থ

গ) ছ-ন্দর ভাষা ঘ) ভাষার ছন্দ

৩৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকু-রর 'ছন্দ' গ্রন্থটি -য সা-লপ্রকাশিতহয়-

ক) ১৯৩১ সা-লরআগষ্টমা-স খ) ১৯৩৬ র জুলাইমা-স

গ) ১৯৩৬ এর আগষ্টমা-স ঘ) ১৯৩১ এর জুলাইমা-স

৩৯) ‘‘ বি-জাড় বি-জাড়গাঁথ, -জা-ড় গাঁথ -জাড়।

আ-ট ছ-য় হাঁফ -ছ-ড় ঘু-রযাও -মাড়।।

যুক্তাক্ষর চড়াপেলে হসন্তের লগি।।’

মারো ঝট্ ডিঙ্গা ভেসেযাবেডগমগি।

– উদ্ধৃতসূত্রটিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে বিষয়ে নির্দেশকরেছেন-

ক) পহার ত্রিপদীর ছন্দোবন্ধ

খ) পয়ার-ত্রিপদীরউচ্চারন ও শব্দগ্রহন রীতি

গ) হৃদ্যা রূপমূর্তির বৈশিষ্ট্য

ঘ) চিত্রা রূপমূর্তির বৈশিষ্ট্য

৪০) রবীন্দ্রনাথ প্রবহমানপয়ার-ক -য নাম -দন-

খ) মহাপয়ারপ্রবাহমান

খ) অমিলপ্রবাহমানপয়ার

গ) পংক্তি লংঙ্ঘকপয়ার

ঘ) সবকটি ঠিক

৪১)রবীন্দ্রনা-থর -লখা নিম্নলিখিত -য কবিতায়অমিলপ্রবাহমানপয়া-রর -য রূপ -দখি-

ক) -মঘদূত খ) অহল্যারপ্রতি

গ) -য-ত নাহি দিব ঘ) সবকটি

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	ঘ)
২	খ)
৩	ক)
৪	ঘ)
৫	ঘ)
৬	ঘ)
৭	ঘ)
৮	ঘ)
৯	গ)
১০	ঘ)
১১	ঘ)
১২	খ)
১৩	খ)
১৪	খ)
১৫	খ)
১৬	ঘ)
১৭	ঘ)
১৮	ক)
১৯	গ)
২০	ঘ)
২১	গ)
২২	গ)
২৩	খ)
২৪	খ)
২৫	ঘ)
২৬	ক)
২৭	ঘ)
২৮	
২৯	গ)
৩০	গ)
৩১	গ)
৩২	ঘ)
৩৩	গ)
৩৪	খ)
৩৫	খ)
৩৬	খ)
৩৭	ক)
৩৮	খ)
৩৯	খ)
৪০	গ)
৪১	ঘ)

Unit - IX
অলংকার

অলংকার --- ভাষার -সৌন্দর্য বিধায়ক -কৌশল হল অলংকার ।

‘‘ অনুপ্রাস --- উপমা --- রুপকাদি যে সমস্ত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভূষন সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পাদন ও রসের উৎকর্ষ সাধন ক-র তাহাই অলংকার ’’

(বাংলা অলংকার - জীবান্দ্র সিংহ রায়)

-যমন - ১) চলচপলার চকিত চম-ক করি-ছ , চরন বিচরন , - রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই ছত্রটিতে একই ‘চ’ ব্যাঞ্জন ধ্বনি অ-নকবার উচ্চারিত হওয়ার একটি শ্রুতি--সৌন্দর্য সম্পাদিত হ-য়-ছ । এখা-ন ‘চ’ ধ্বনি -সৌন্দর্য সম্পদন ক-র -য অলংকারটি তার না-ম অনুপ্রাস অলংকার । -কা-না বাক্য যখন পড়া হয় তার দুটি দিক আমা-দর আকৃষ্ট ক-র ।

১) শ-ব্দর ধ্বনি আমরা কা-ন শুন-ত পাই

২) অর্থ হয় ম-না-গাচর তাই শ-ব্দর ধ্বনিরূপ ও অর্থরু-পর আশ্র-য় আলংকারিকরা সাহি-ত্য দুই -শ্রনীর অলংকার সৃষ্টি ক-র-ছন ---

Sub Unit - I **১) শব্দালঙ্কার**

Sub Unit - II **২) অর্থালঙ্কার**

শব্দালঙ্কার :- শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ের যে সমস্ত অলংকার সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে । শব্দালঙ্কারের বিভিন্ন -শ্রনীবিভাগ আ-ছ । তার ম-ধ্য উ-ল্লখ-যাগ্য - অনুপ্রাস যমক , বক্রোক্তি ,শ্লেষ ও পুনরুক্তবদাভাস ।

১) **অনুপ্রাস** - একই বর্ন বা বর্নগুচ্ছ , যুক্তভাবে হোক আর বিযুক্তভাবেই হোক , একাধিক বার ধ্বনিত হলে হয় অনুপ্রাস ।

i) হায়-র হৃদয়

তোমার সঞ্চয়

দিনা-ন্ত নিশা-ন্ত , শুধু পথপ্রা-ন্ত -ফ-ল -য-ত হয় ।

এখা-ন ‘ দিনা-ন্ত ’ ‘ নিশান্তে ’ ও ‘ পথপ্রান্তে ’এই তিনটি শব্দে ‘আন্তে’ ধ্বনিগুচ্ছের বারবার বিনাস্যের দ্বার ধনিগত সৌন্দর্য সম্পাদন করা হ-য়-ছ ।

সুতরাং উদ্ধৃতিটি-ত অনুপ্রাস আ-ছ। অনুপ্রস বিভিন্ন ধর-নর।

-যমন- অন্ত্যনুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস।

অন্ত্যনুপ্রাস

১ প-দ্য পাদান্তের সঙ্গে পাদান্তের, চরনান্তের সঙ্গে চরনান্তের, ধ্বনিসাম্যের নাম অন্ত্যানুপ্রাস । যেমন-

মহাভার-তর কথা অমৃত সমান

কাশীরাম দাস ক-হ শু-ন পুন্যবান ।

এখা-ন প্রথম চর-নর শেষে 'আ' স্বরধ্বনি সহ 'ন' ব্যঞ্জনধ্বনি আছে দ্বিতীয় চরনের শেষে তারই অবিকল পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সুতরাং এটা অন্ত্যানুপ্রা-সর উদাহরন।

বৃত্ত্যনুপ্রাস

অনুপ্রাস প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থে 'বৃত্তি' কথাটি প্রথম যোগ করেন অষ্টম শতাব্দীর উদ্ভট।তাঁর বৃত্তি মানে কলার ভঙ্গী ।সেই সময় থেকে বৃত্ত্যনুপ্রাসের 'বৃত্তি' কথাটার অর্থ হ-য় -গ-ছ র-সর আনুগত্য। প্রকৃতপ-ক্ষ সকলরকম অনুপ্রাসই রসানুগত অনুপ্রাস। ''যদি একটি ব্যঞ্জনধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি গুচ্ছ যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার ধ্বনিত হয় ,তবে বৃত্তানুপ্রাস হয় ''।

-যমন -

-কতকী -কশ-র -কশপাশ ক-রা সুরভি

ক্ষীন কটি-ত-ছ গাঁথি ল-য় প-রা করবী।

ব্যাখ্যা:- এখানে 'ক' ব্যঞ্জনধ্বি সাতবার এবং 'শ' ও 'স' ব্যঞ্জনধ্বনি চারবার আবৃত্তি করা হয়েছে । একই ধ্বনির অ-নকবার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় উদ্ধৃতিতে বৃত্ত্যনুপ্রাস দেখা দিয়েছে ।

বৃত্ত্যনুপ্রাস সম্বন্ধে চারটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্র-য়াজন ।

teachinns Text with Technology

ক) একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ , দুবার ধ্বনিত হবে ।

'বঞ্জুলবনে মঞ্জুমধুর কলকন্ঠের তরল তান '

এখা-ন - 'ব' , 'ম' 'ক' এবং 'ত' মাত্র দুবার করে ধ্বনিত হয়েছে ।

খ) একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বহুবার ধ্বনিত হবে ।

'' বাজিল ব-ন বাঁ-শর বাঁশরী

ব-ন ব-স বাজাই-ছ বনবিহরী ''

এখা-ন 'ব' প্র-ত্যক শ-ব্দর আদি-ত ধ্বনিত হ-য়-ছ ।

গ) ব্যঞ্জনগুচ্ছ স্বরূপানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয় ।

'-জ-গ-ছ -যৌবন নব বসুধারা -দ-হ '।

এখা-ন '-যৌবন' এর 'ব' এবং 'ন' এবং 'নব' র 'ন' এবং 'ব' এর স্থান পরিবর্তন হ-য়-ছ। এই জাতীয় সাদৃশ্য-ক স্বরূপ - সাদৃশ্য ব-ল ।

ঘ) ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা অযুক্তভাবে ক্রমানুসা-র বহুবার ধ্বনিত হ-ব :

‘‘এত ছলনা -কন বল না

-গাপললনা হল সারা ’’

--- এখানে অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘লনা’ ক্রমানুসারে তিনবার ধ্বনিত হয়েছে ।

-ছকানুপ্রাস

একই ধ্বনিগুচ্ছ যদি দুটি বা তার বেশী ব্যাঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয় , তবে ছেকানুপ্রাস হয় ।

-যমন -

‘‘ ওরে বিহঙ্গ , ওরে বিহঙ্গ মোর ,

এখনি অন্ধ , বন্ধ ক-রা না পাখা ’’

এখনো ‘ন্ধ’ ধ্বনিগুচ্ছ সংযুক্তভাবে একইক্রমে মাত্র দুবার ধ্বনিত হয়েছে । তাই

এটি -ছকানুপ্রা-সর উদাহরন ।

লাটানুপ্রাস

তাৎপর্যমাত্রের ভেদে একই শব্দের পুনরাবৃত্তিকে লাটানুপ্রাস বলে । যমকে অর্থের ভেদ হয় , কিন্তু লাটানুপ্রা-স অ-র্থ এক থাক-লও তাৎপ-র্যর ঈষৎ -ভদ হয় ।

-যমন - ‘কা-লা তা -সই যতই কা-লা -হাক ’। এখা-ন - দুটি ‘কালো ’ অর্থেই ‘কৃষ্ণবর্ণ’ কিন্তু পুনঃরুক্তির ফলে তার নিবিড়তা প্রপ্তি হ-য়-ছ । বাঙলায় লাটানুপ্রা-সর প্র-য়াগ -নই বল-লই চ-ল ।

শ্রুত্যনুপ্রাস

বাগয-ন্ত্রর একই স্থান -থ-ক উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে। যেমন- বিজন বিপুল ভব-ন রমনী হাসিতে লাগিল হাসি। এখানে ওষ্ঠ থেকে ‘ব‘ ‘ব্‘ ‘প‘ ‘ভ্‘ ‘ব্‘ ও ‘ম্‘ ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমা-বশ হ-য়-ছ ব-ল তাই শ্রুত্যনুপ্রাস হ-য়-ছ।

২। যমক

দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক ভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলঙ্কার হয় । যেমন- ‘যা নাই ভার-ত তা নাই ভার-ত’ এখা-ন ‘ভারত’ শব্দটি দুবার ব-স-ছ দুটি অর্থ নি-য়। প্রথম ‘ভার-ত’ বল-ত মহাভার-ত এবং দ্বিতীয় ভারত বলতে ভারতবর্ষকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হলে বা তুল্য রূপ দুটি শব্দ ভিন্না-র্থ বাক্য মধ্য ব্যবহৃত হলে যমক অলঙ্কার হয়।

প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক অলঙ্কার দুই প্রকার

১. সার্থক যমক

২. নিরর্থক যমক

সার্থক যমক :- ভিন্ন ভিন্ন অ-র্থ একই ধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক বার উচ্চারন হলে সার্থক যমক অলঙ্কার হয় 'জীবে দয়া তব পরম ধর্ম' 'জী-ব' দয়া তব কই এখা-ন 'জীব' শ-ব্দর দুটি আলাদা আলাদা অর্থ ব্যবহৃত হ-য়-ছ।

প্রথম জীব - প্রানী বি-শষ

দ্বিতীয় জীব - জীব -গাস্বামী

নিরর্থক যমক :- পুনরাবৃত্ত পদটির অর্থ সর্বদা বর্তমান না থাকলে নিরর্থক যমক হয়। -যমন--যীব-নর ব-ন মন হারাইয়া -গল । এখা-ন 'বন' শব্দটি -যীব-নর অংশ রূ-প উচ্চারিত। কিন্তু তা অর্থহীন ও নিরর্থক দ্বিতীয় 'বন' শব্দটি উচ্চারিত হ-য়-ছ একটি অর্থযুক্ত পূর্ণ শব্দরূপে, যার অর্থ অরন্য । এ জন্য এটি নিরর্থক যমক।

প্রয়োগ স্থানের ভিত্তিতেও চারধরনের যমক দেখা যায় ।

ক) আদ্যযমক

খ) মধ্যযমক

গ) অন্ত্যযমক

ঘ) সর্বযমক

বক্রোক্তি

কোনো কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত , সে অর্থটি না ধরে শ্রোতা যদি তার অন্য অর্থ গ্রহন করে , তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয় ।

বক্রোক্তি অলঙ্কার দুই প্রকারের হয় :-

১. শ্লেষ বক্রোক্তি ২) কাকু বক্রোক্তি

শ্লেষ বক্রোক্তি :- বক্তার বক্তব্য তাহার অভি-প্রত অ-র্থ গ্রহন না ক-র অন্য অ-র্থ গ্রহন করা হ-ল -শ্লষ - বক্রোক্তি অলঙ্কার হয় ।

-যমন - প্রশ্ন :- বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?

সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয় । প্রশ্নকর্তা সুরাসক্ত বলতে বোঝাতে চেয়েছেন

সুরাই - আসক্তির কথা । উত্তরদাতা ব্যাবহার করেছেন দেবতাই (সুর) ভক্তির কথা ।

কাকু বক্রোক্তি

'কাকু' শব্দের অর্থ স্বরভঙ্গী । যখন বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গীর জন্য নেতিবাচক কথা ইতিবাচক অর্থ এবং ইতিবাচক কথা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে তখন কাকু বক্রোক্তি অলঙ্কার হয় ।

-যমন :- রাবন শ্বশুর মম , -মঘনাদ স্বমী ,

আমি কি ডরাই , সখি , ভিখারী রাঘ-ব ।

উক্তিটি ইতিবাচক প্রশ্ন হলেও - প্রমীলা ভিখারী রাঘব-ক ভয় ক-রন না - এই -নতিবাচক অর্থই তাহার উক্তির ভঙ্গি থেকে ধরা প-ড় । সখী ও -য এই অর্থ গ্রহন কর-ব , তা-ত -কা-না স-ন্দহ -নই। এখা-ন অভি-প্রত অর্থ কণ্ঠস্বর আশ্রয় ক-র ব-ল কাকু - বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়েছে ।

-শ্লেষ

একটি শব্দ একবার মাত্র - ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ বোঝালে শ্লেষ অলঙ্কার বলে । ইহাকে শব্দ - -শ্ল-ষও বলা হ-য় থা-ক ।

-যমন :-

‘‘ কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর ,

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ’’।

এখা-ন সমগ্র বা-ক্যর ম-ধ্য দুটি অর্থ পাওয়া যায় । একটি অর্থ -- ‘-য ভগবান চরাচ-র ব্যাপ্ত, যাঁহার আ-লা-ক সূর্য আ-লাকিত তাঁহাকে গুপ্ত কে বলে ? আরেকটি অর্থ - যাঁহার প্রতিভার প্রভাকর নামক পত্রিকা উজ্বল রূপে প্রকাশিত হয় সেই ঈশ্বর গুপ্তকে অখ্যাত নামা কে বলে ? তাঁর খ্যাতি চরাচরে ব্যাপ্ত।’ সুতরাং এটা শ্লেষ অলঙ্কারের উদাহরন ।

শ্লেষ অলঙ্কার দুরকমের -

১. সভঙ্গ শ্লেষ

২. অভঙ্গ শ্লেষ

সভঙ্গ শ্লেষ :- যদি শব্দ-ক না -ভঙ্গে একটি অর্থ এবং ভেঙ্গে ভিন্নতর অর্থ পাওয়া যায় , তবে তাহাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে।

-যমন :- অপরূপ রূপ -কশ-ব।

--- এখা-ন ‘-কশব’ শব্দটি অটুট রাখ-ল এর অর্থ হ-ব -কশ-বর অর্থাৎ কৃ-ষ্ণর অপরূপ রূপ । কিন্তু ‘-কশব’ শব্দটি-ক ভাঙ-ল ‘-ক’+শব অর্থাৎ তখন এর অর্থ দঁড়া-ব অপরূপ শ-বর উপর -ক দাঁড়ি-য় আ-ছ ? অর্থাৎ মা কালী ।

অভঙ্গ শ্লেষ :- শব্দকে না ভেঙে অর্থাৎ পূর্নরূপ রেখেই একাধিক অর্থে যদি তার প্রয়োগ করা হয় তবেই হয় অভঙ্গ শ্লেষ ।

-যমন :-

‘‘ অতি ব-ড়া বৃদ্ধ পতি সিদ্ধি-ত নিপুন ।

কোনোগুন নাই তার কপালে আগুন ।।

কু-কথায় পঞ্চমুখ কন্ঠ ভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ।।’’

উদাহারনটিতে শব্দকে না ভেঙ্গেও বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়।

-যমন - অতি ব-ড়া বৃদ্ধ পতি ঃ- প্রথম অর্থ - স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ

দ্বিতীয় অর্থ - জ্ঞানবৃদ্ধ

সিদ্ধি-ত নিপুন :- প্রথম অর্থ - -নশা ভা-ঙ দক্ষ

দ্বিতীয় অর্থ - বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ।

কপালে আগুন - প্রথম অর্থ - কপাল -পাড়া

দ্বিতীয় অর্থ - শি-বর তৃতীয় নেত্র (চোখ)

কু কুথায় পন্ডমুখ ঃ প্রথম অর্থ - খারাপ কথায় পঞ্চমুখ

দ্বিতীয় অর্থ - পঞ্চানন

অর্থাৎ শব্দগুলিকে বিশ্লিষ্ট না করেই দুটি অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, ফলে এটি অভঙ্গ শ্লেষ ।

পুনরুক্ত বদাভাস

-কা-না বা-ক্য একই অর্থ এ-কর -বশী শব্দ বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হ-য়-ছ ব-ল যদি ম-ন হয় , কিন্তু একটু মন দি-লই যদি -দখা যায় যে তারা একই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই , তাহলে যে অলঙ্কার হয় তার নাম পুনরুক্তবদাভাস।

অর্থাৎ একই অর্থ বোঝায় এমন বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে প্রথমেই যদি মনে হয় যে পুনরুক্তি ঘটেছে এবং পরে অর্থ পরিষ্কার হলে পুনরুক্তি দোষ বলে মনে হয় না - তখন পুনরুক্ত বদাভাস [= পুনরক্ত বৎ (= মানে) আভাস] অলঙ্কার হয় । 'পুনরুক্ত' শব্দের অর্থ একই শব্দের পুনরাবৃত্তি । 'আভাস' মানে দেখতে প্রতিশব্দরূপে পুনরাবৃত্তির মতন, কিন্তু অর্থ বিভিন্ন। -যমন-

'' তনু -দহটি সাজাব তব আমার আভর-ণ''।

'তনু' ও '-দহ'' শ-ব্দর একই অর্থ । কিন্তু

'তনু' শব্দ এখা-ন -রাগা , বা কৃশ অ-র্থ ব্যবহৃত হ-য়-ছ ।

একই রকম ভা-ব -

মৃ-গন্দ্র -কশরী,

ক-ব, -হ বীর-কশরি , সম্ভা-ষ শৃগা-ল

মিত্রভাবে ?

এখা-ন 'মৃ-গন্দ্র' ও '-কশরী' উভয় শ-ব্দর অর্থ 'সিংহ' । কিন্তু 'মৃ-গন্দ্র' শব্দটি 'পশুরাজ' অ-র্থ ব্যবহৃত হ-য়-ছ। সুতরাং এখানে পুনরক্তবদাভাস অলঙ্কার হয়েছে ।

অর্থালঙ্কার

শ-ব্দর অর্থরূ-পর আশ্র-য় -য সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি তাদের অর্থালঙ্কার বলে । অর্থ ঠিক রেখে শব্দ বদলে দিলেও এই জাতীয় অলঙ্কার ক্ষুন্ন হয় না। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের পার্থক্য হল শব্দের পরিবর্তন সহ্য করার শক্তি । এ শক্তি অর্থালঙ্কারে আছে, শব্দালঙ্কারের নেই ।

অর্থালঙ্কার বহুসংখ্যক হলেও তাদের পাঁচটি শ্রেনী ভাগ করা যায় -

ক) সাদৃশ্য, খ) বি-রাধগ) শৃঙ্খলা ঘ) ন্যায় ঙ) গূঢ়ার্থ প্রতীতি ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের পাঠ্যের অন্তর্গত তিনটি শ্রেনীর অলঙ্কার নিম্নে আলোচনা হল:-

সাদৃশ্য :- ১) উপমা ২) রূপক ত) উৎ-পক্ষা ৪) স-ন্দহ ৫) অপহ্নুতি ৬) নিশ্চয় ৭) ভ্রান্তিমান ৮) অতিশয়োক্তি ৯) ব্যতি-রক ১০) সমাসোক্তি

বি-রাধ :- ১. বি-রাধাভাস ২. বিভাবনা ৩. বিষম

গূঢ়ার্থ প্রতীতি :- ক) অপ্রস্তুত অপ্রশংসা খ) ব্যজস্তুতি গ) স্বভাবোক্তি

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার :- সাদৃশ্য শব্দটির অর্থ সমতা, সাম্য, তুল্যতা, সার্ধম্য । সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারে দুটি বিষম বা বি-সদৃশ বস্তুর ম-ধ্য সাদৃশ্য -দখা-নার -চষ্টা করা হ-য় থা-ক ।

-যমন - বৃষ্টি প-ড় এখা-ন বা-রা মাস এখা-ন -মঘ গাভীর ম-তা চ-র,
উদাহরনটি-ত '-মঘ' ও 'গাভী' দুটিই বিসদৃশ । কিন্তু এখা-ন উড়ন্ত -মঘের ভেসে চলার সঙ্গে চরে বেড়ানো গাভীর তুলনা করা হয়েছে । এখানে মেঘ ও গাভীর চরার মধ্যে সাদৃশ্যময়তা থকাতে এটি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার হয়েছে। সাদৃশ্য হয় বস্তুদুটির গুনগত, অবস্থাগত, ক্রিয়াগত অথবা গুন অবস্থা - ক্রিয়ার নানা ভাবের মিশ্রন গত ধর্মের ভিত্তিতে । সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কাররের চারটি অঙ্গ। -

১) যা-ক তুলনার বিষয়ীভূত করা হয় :-

উপ-ময়

২) যার সঙ্গে তুলনা করা হয় :-

উপমান

৩) -য সাধারন ধর্ম তুলনা সম্ভব ক-র :-

সামান্য ধর্ম

৪) যে ভঙ্গীতে তুলনাটি দেখা-না বা -বাঝা-না হয় :-

সাদৃশ্য বাচী শব্দ

উপমা

উপমা কথাটির সাধারন অর্থ তুলনা । একই বা-ক্য স্বভাবধ-র্ম বিজাতীয় দুটি পদা-র্থর বিসদৃশ -কা-না ধ-র্ম্মর উ-ল্লখ না ক-র যদি শুধু কোনো বিশেষ গুনে, বা অবস্থায় , অথবা ক্রিয়ায় পদার্থদুটির সাম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য দেখানো হয় তাহলে উপমা অলঙ্কার হয় ।

-যমন -

‘‘ এত্ত যে রক্তের মতো রাঙা দুটি জবাফুল’’।

‘জবাফুল’ আর ‘রক্ত’ দুটি বিজাতীয় পদার্থ ।

রাঙা এদের সাম্য বা সার্ধম্ম্য ঘটিয়েছে। তাই এখানে ‘উপমা’ অলঙ্কার হয়েছে।

উপমা অলঙ্কারের চারটি অঙ্গ ।

ক) উপ-ময় খ) উপমান গ) সাধারন ধর্ম ঘ) সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

উপমা অলঙ্কারকে সাতটি -শ্রনী-ত ভাগ করা যায়

ক) পূ-র্নাপমা খ) লু-প্তাপমা গ) মা-লাপমা ঘ) স্মর-নাপমা ঘ) ম-হাপমা

ঙ) বস্তু - প্রতিবস্তুভা-বর উপমা চ) বিম্ব প্রতিবিম্ব ভা-বর উপমা

ক) পূ-র্নাপমা :- যেখানে উপমার চারটি অঙ্গই - উপ-ময়, উপমান, সাধারনধর্ম ও সাদৃশ্য বাচক শব্দ - প্রত্যক্ষভা-ব বিদ্যমান থা-ক সেখানে পূর্নোপমা অলঙ্কার হয় ।

-যমন -

‘‘আষাঢ় মা-সর -ম-ঘর মতন মন্থরতায় ভরা

জীবনটাতে থাকতে নাকো একটুমাত্র ত্বরা’’

উপ-ময় - জীবন , উপমান - অষা-ঢ়র -মঘ সাদৃশ্যবাচক শব্দ - মতন, সাধারন ধর্ম - মন্থরতা জীবন ও -মঘ বিজাতীয় পদার্থ , তুলনাটি একটি বা-ক্য বর্নিত হ-য়-ছ । উদাহরনটি-ত চারটি অঙ্গই বর্তমান থাকতে পূর্নোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

খ) লু-প্তাপমা :- উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে [উপমেয় , উপমান , সাধারনধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ] -য -কা-না একটির বা দুইটির উল্লেখ না থাকিলে লুপ্তোপমা অলঙ্কার হয় ।

উদাহরন:- পাখির নী-ড়র ম-তা -চাখতু-ল না-টা-রর বনলতা -সন?

উপ-ময় - -চাখ , উপমান - পাখির নীড় সাদৃশ্যবাচক শব্দ মত। উপমার চারটি অঙ্গের মধ্যে সাধারন ধর্ম অনুপস্থিত। সুতরাং সংজ্ঞানুসারে লুপ্তোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

গ) মা-লাপমা :- উপমেয় যেখানে মাত্র একটি এবং তার উপমান অনেক, সেইখানে হয় মালোপমা।

উদাহরন :- সুখ অতি সহজ সরল, কান-নর
প্রস্ফুট ফু-লর ম-তা , শিশু আন-নর
হাসির মতন

উপ-ময় - সুখ , উপমান - ফুল, আনন একটি উপ-ময়র দুইটি উপমান থাকায় এখা-না মালোপমা অলঙ্কার হয়েছে।

ঘ) স্মর-নাপমা :- -কা-না বস্তুর স্মরন বা অনুভব -থ-ক যদি একই ধ-র্মর -কান বস্তু-ক ম-ন প-ড় যায় তখন তা-ক স্মরনোপমা অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কারে বস্তু ও স্মৃত বস্তুর ম-ধ্য সাদৃশ্য থাকা চাই ।

-যমন :- ‘ কা-লা জল ঢালি-ত কালা প-ড় ম-ন’

উদাহরনটি-ত উপ-ময় - কালা
উপমান - জল
সাধারন ধর্ম - কা-লা

উক্ত পংক্তিতে কালো জল ঢালতে গিয়ে শ্রী রাধিকার , কালো বরনের শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়েছে । অর্থাৎ ‘কালো’ এই গুনে (সামন্য ধ-র্মর -জা-র) উভ-য়ই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হ-য়-ছ । এ-কর স্মরন অন্য-ক ম-ন করি-য় দি-চ্ছ ব-ল এটি স্মর-নাপমা অলঙ্কার হয়াছে ।

teachinns Text with Technology

ঘ) ম-হাপমা :- মহাকাব্যের বাবহারের উপযোগী উপমাই মহোপমা । আসলে মহোপমা হল মহাকাব্যিক অলঙ্কার।
যে উপমা অলঙ্কারের উপমানের সৌন্দর্য এমনভাবে বাড়ানো হয় - যা-ত একটি প্রায় সম্পূর্ন নতুন চিত্রের সৃষ্টি হয় - তখন সেই অলঙ্কারকে বলা হয় মহোপমা। এই অলঙ্কারে উপমেয় অপেক্ষা উপমানই বিশেষভাবে সজ্জিত হয়।

ঙ) বস্তু - প্রতিবস্তুভা-বর উপমা :- যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের সাধারন ধর্ম বস্তু প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন অর্থাৎ ধর্ম দুটিরই ভাষা ভিন্ন কিন্তু অর্থ এক এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দটিও বর্তমান থা-ক তা-ক বস্তু - প্রতিবস্তুভা-বর উপমা বলা হয়। এই অলঙ্কারে সাধারন ধর্ম একটি জটিল বা-ক্য প্রকাশিত হয়।

-যমন -

‘একটি চুম্বন
ললা-ট রাখিয়া যাও , একান্ত নির্জন
সন্ধ্যার তারার ম-তা’

উদাহরনটি-ত উপ-ময় হল ‘চুম্বন’ উপমান হল ‘সন্ধ্যার তারা ’। তুলনাবাচক শব্দ হ-লা ‘ম-তা’ উপ-ময়র সাধারন ধর্ম ‘একটি’ । উপমা-নর সাধারন ধর্ম হল একান্ত নির্জন । যা ভাষারূ-প উপ-ময়র সাধারন ধর্ম -থ-ক ভিন্ন হ-লও অর্থগত দিক -থ-ক অভিন্ন বা এক । সুতরাং সাধারন ধর্ম বস্তু প্রতিবস্তু ধর্মী । একার-নই এটি বস্তু -প্রতিবস্তু ভাবের উপমা অলঙ্কার হয়েছে।

রূপক

উপ-ময়-ক অস্বীকার না ক-র , উপ-ময় (বিষয়) ও উপমা-নর (বিষয়ী) তুলনা করবার সময় তা-দর ম-ধ্য অ-ভদ কল্পনা করা হলে রূপক অলঙ্কার হয় । রূপকে ক্রিয়াটি হয় উপমানের অনুযায়ী ।

-যমন - 'আমি চাই উওরি-ত জন্ম-জলধির নিস্তরঙ্গ বেলাভূমি'।

এখা-ন 'জ-ন্মর' (উপ-ময়) সহিত 'জলধি'র (উপমান) অ-ভদ কল্পনা করা হ-য়-ছ । 'উত্তরি' তে ক্রিয়াটি জলধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সুতরাং উদাহরনটিতে রূপক অলঙ্কার আছে ।

রূপকের প্রকারভেদগুলি একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল :-

রূপক

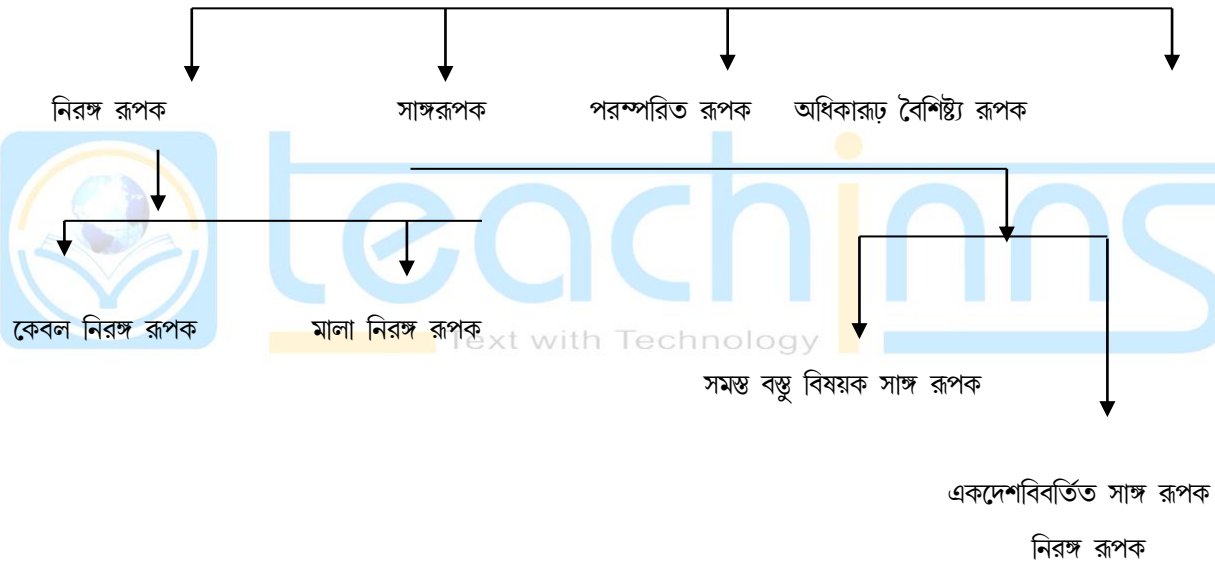

নিরঙ্গ রূপক

যখন একটি উপমেয়ের সঙ্গে এক বা একাধিক উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয় , তখন নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার হয় ।

উদাহরণ :- ‘‘ এমন মানব - জমিন রইল পতিত

আবাদ কর-ল ফলত -সানা ’’।

এখা-ন উপ-ময় ‘মান-বর’ সঙ্গে উপমান ‘জমিনে’র অভেদ কল্পনা করা হয়েছে । ‘আবাদ করা ’- এই ক্রিয়া উপমান ‘জমিনের’ অনুযায়ী । সুতরাং একটি উপমেয়র সঙ্গে একটি উপমানের অভেদ কল্পিত হওয়ায় নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার হয়েছে ।

নিরঙ্গ রূপক অলঙ্কার দুরকমের ।

কেবল নিরঙ্গ রূপক

যে রূপক অলঙ্কারে একটিমাত্র উপমেয়’র সঙ্গে একটিমাত্র উপমা-নর অ-ভদ কল্পনা করা হয় তা-ক -কবল-নিরঙ্গ-রূপক অলঙ্কার বলে । যেমন -

রূ-পর পাথা-র আঁখি ডু-ব -স রহিল ।

-যৌব-নর ব-ন মন হারাইয়া -গল ।

এখা-ন উপ-ময় হল ‘-যৌবন’ এবং উপমান হল ‘বন’ । অর্থাৎ একটি মাত্র উপমেয়র (যৌবন) সঙ্গে একটি মাত্র উপমানের (বর্ণ অভেদ আরোপিত হওয়ায় এটি কেবল নিরঙ্গ-রূপক অলঙ্কার হয়েছে ।

মালা নিরঙ্গ রূপক

যে নিরঙ্গরূপক অলঙ্কারে একটিমাত্র উপমেয়কে কেন্দ্র করে একাধিক উপমানের অভেদ কল্পিত হয় , তাকে বলে মালা-নিরঙ্গরূপক অলঙ্কার ।

-যমন -

‘আমি কি -তামার উপদ্রব , অভিশাপ

দূরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন গললগ্ন কাঁটা ’।

উদাহরনটিতে উপমেয় একটি । সেটি হল ‘আমি ’ উপমানগুলি হল - উপদ্রব অভিশাপ , দূরদৃষ্ট, গললগ্ন কাঁটা । একটিমাত্র উপমেয় (বিষয়ীর) অভেদ করায় এটি মালা নিরঙ্গ-রূপক হ-য়-ছ ।

এরকম দৃষ্টান্ত - ‘‘শী-তর ওড়নী পিয়া গিরী-ষর বা

বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না’’

সাঙ্গ রূপক

যেখানে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমেয়র সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গসমেত উপমানের অভেদ কল্পনা করা সেখানে সাঙ্গরূপক হয় ।

-যমন -

রজনীর নী-ড় ,ঘু-মর পাখিরা উ-ঠ-ছ -জ-গ ,

আঁখি চু-ল আ-স তা-দর পাখার বাতাস -ল-গ,

কষ্কা জা-গা

উদাহরনটি-ত উপ-ময় হল রজনী , উপমান হল নীড় উপমেয়র অঙ্গ হল ঘুম। উপমানের অঙ্গ হল ঘুম । উপমানের অঙ্গ হল পাখি । যেহেতু ‘নীড়’ না হলে ‘পাখির চলে না , নীড় তার আশ্রয়স্থল সেজন্য ‘পাখি’ ও ‘নীড়ে’র মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ধরা যেতে পারে । তেমনি ‘রজনীর ’ সঙ্গে ‘ঘুমের ’ ও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রয়েছে ।

সমস্ত বস্তুবিষয়ক সাঙ্গ রূপক

-য রূপ-ক উপমান এবং তার অঙ্গগুলি অভেদ - শ-ব্দর দ্বরা অতি সহ-জ প্রকাশিত হ-ব । অথচ অ-ভদা-রাপ বুঝ-ত কষ্ট হবে না , সেই রকম সাঙ্গরূপককেই সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গ-রূপক অলঙ্কার বলে । যেমন -

‘‘ ন-ন্দর নন্দন চাঁদ পাতি-য় রূ-পর ফাঁদ

ব্যাধ ছিল কদ-ম্বর ত-ল ।

দি-য় হাস্যসুধাচার অঙ্গচ্ছঠা আটা তার ’’

কৃষ্ণকে ব্যাধরূপে কল্পনা করে রূপক করা হয়েছে । উপমেয় ‘নন্দের নন্দন’ অঙ্গী , তাঁর অঙ্গ রূপ , হাস্য , অঙ্গচ্ছটা। উপমান ‘ব্যাধ’ অঙ্গী ; তাঁর অঙ্গ ফাঁদ চার আঠা --- যেহেতু এগুলি বাধ দিলে ব্যধের চলে না অঙ্গী ও অঙ্গ সর্বত্রই রূপক বলে এটি সাঙ্গ রূপ-কর .

উদাহরন -

একদেশবর্তি সাঙ্গ রূপক :-

-য সাঙ্গ রূপক অলঙ্কারে উপমানগুলির কোনোটি বা কোনো কোনোটি যদি ভষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হয়ে , অর্থে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয় , তবেই হয় একদেশবর্তী সাঙ্গরূপক অলঙ্কার বলে।

-যমন -

লাব-ন্যর মধুভরা বিকশিত তন্বীর বয়ান ।

পুরু-ষর আখিভৃঙ্গ কেন বল না করিবে পান ,

উদাহরনটি-ত মু-খর লাবন্য-ক মধু বল-ল মুখ-ক ফুল বল-ত হয় । কিন্তু কবি মুখ-ক ফুল ব-লননি , তবু অ-র্থ তা -বাঝা যা-চ্ছ । কারন বিকশিত হওয়া মু-খর , প-ক্ষ সম্ভব নয় ব-ল এটি ফু-লর দি-কই নি-র্দশ ক-র-ছ । বলাবাহুল্য ফুল এখা-ন উপমান । তাই অলঙ্কারটি একদেশবর্তি সাঙ্গ -রূপক অলঙ্কার হয়েছে ।

পরম্পরিত রূপক:-

যদি একটি উপমেয়ের সহিত একটি উপমানের অভেদ কল্পনা অন্য উপমেয়ের সঙ্গে অন্য উপমানের অভেদ কল্পনা অন্য উপমেয়ের সঙ্গে অন্য উপমানের অভেদ কল্পনার কারন হয়ে দাঁড়ায় তবে পরম্পরিত রূপক হয় ।

-যমন -

মর-নর ফুল বড় হ-য় -ফা-ট

জীব-নর উদ্যা-ন।

উদাহরনটিতে 'মরনের সঙ্গে 'ফুলের ' অভেদ কল্পনার জন্যই জীবনের সঙ্গে' উদ্যানের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।সুতরাং এটা পরম্পরিত রূপ-কর উদাহরন।

অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক:-

উপমানে একটি কল্পিত ও আবস্তব বৈশিষ্ট্য অধিক আরূঢ় করে যদি উপমেয়র সঙ্গে তাহার অভেদ দেখানো হয়, তাকে অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক ব-ল।

-যমন-

-কবল, -চা-খর জ-ল ভ-র দি-ত পারি

একটি অদৃশ্য শুষ্ক বঙ্গোঁসাগরে।

উদাহরনটিতে উপমেয় হল চোখের জল। উপমান হল অদৃশ্য শুষ্ক 'বঙ্গোপসাগর' উপমান 'বঙ্গোপসাগরের ''উপরে 'অদৃশ্য' এবং 'শুষ্ক' এই দুটি অবাস্তব ধর্ম আ-রাপিত হ-য়-ছ। 'ভ-র দি-ত পারি' বাক্যাংশটির দ্বারা উপ-ময় '-চা-খর জলের' সঙ্গে এই অসম্ভব উপমা-নর অ-ভদ কল্পিত হ-য়-ছ বলে 'অধিকাররূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক' অলঙ্কার হয়েছে।

উৎ-প্রক্ষা

উৎপ্রেক্ষা শব্দের অর্থ হল সংশয়। নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

-যমন- পড়ুক দু-ফাটা অশ্রু জগ-তর প-র

-যন দুটি বাল্মীকির -শ্লাক।

উদাহরনটি-ত উপ-ময় --- দু -ফাটা অশ্রু । উপমান দুটি --- বাল্মীকির -শ্লাক। উপ-ময় দু -ফাঁটা অশ্রু-ক উপমান দুটি বাল্মীকির শ্লোক বলে কবির যে প্রবল সংশয় হয়েছে তা 'যেন শব্দের প্রয়োগেই বোঝা যাচ্ছে।তাই অলঙ্কারটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হ-য়-ছ।

উৎ-প্রক্ষা দুই প্রকা-রর-বা-চ্যাৎ-প্রক্ষা ও প্রতীয়মা-নাৎ-প্রক্ষা।

বা-চ্যাৎ-প্রক্ষা

যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে নিকট সাদৃ-শ্যর জন্য উপ-ময়-ক উপমান ব-ল প্রবল সংশয় হ-ল এবং সংশয়বাচক শব্দটির উ-ল্লখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংঙ্কার হয়।

-যমন-

''অর্ধমগ্ন বালুচর

দূ-র আ-ছ পড়ি -যন দীর্ঘ জলচর

-রীদ্র -পাহাই-য় শু-য়''।

এখা-ন উপ-ময় হল বালুচর।উপমান দীর্ঘ জলচর।'-যন' শব্দটির সং-যা-গ উপ-ময় 'বালুচর' -ক উপমান 'জলচর' ব-ল সংশয় হচ্ছে।তাই এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংঙ্কার হয়েছে।

প্রতীয়মা-নাৎ-প্রক্ষা

যে উৎপ্রেক্ষা অলংঙ্কারে নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে প্রবল সংশয় হয় এবং সংশয়সূচক শব্দটির উল্লেখ না থা-কও সংশ-য়র ভাবটি -বশ স্পষ্ট -বাঝা যায় তাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে।

-যমন-

'' একখানি গ্রাম -শা-ভ জলমগ্ন মা-ঠ,

গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা গগন ললাটে''

এখা-ন উপ-ময় হল গ্রাম। উপমান হল গগন ললাট।এখা-ন উৎ-প্রক্ষা বাচক শব্দ -নই।কিন্তু উপ-ময় 'গ্রাম' -যন উপমান আকাশের কপালে (গগন ললাট) গঙ্গা মাটির ফোঁটা বলে কবির কা-ছ প্রতীয়মান হ-চ্ছ-তাই এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হ-য়-ছ।

স-ন্দহ

কবি যখন চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জনা উপমেয় ও উপমান দুটি ক্ষেত্রেই সমান সংশয় সৃষ্টি করেন তখনই সন্দেহ অলংঙ্কার হয়।

-যমন- সোনার হাতে সোনার চুড়ি, কে কার 'অলঙ্কার'।

এখা-ন উপ-ময় হল -সানার হাত এবং উপমান হল -সানার চুড়ি। -সানার চুড়িটি -শাভাপা-চ্ছ নাকি -সানার চুড়িটির জন্যই হাতটির -শাভা বর্ধন পা-চ্ছ-তাতে সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে । অর্থাৎ উপমেয় ও উপমান উভয় ক্ষেত্রে সমান সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে তাই সন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে। কি, কিম্বা অথবা না,নাকি, কে, কার প্রভৃতি শব্দ এই অলঙ্কারের বাচক।

''একি -হরিলাম আমি ,

গগ-নর শশী সহসা এ-লা কি।

ধরনীর বু-ক নামি।''

এখা-ন উপমান গগনের শশী উপমেয় পক্ষটি (নারীর মুখ) উল্লেখ নেই।তবে তা ব্যঞ্জনায় পাওয়া যায়।সংশয় উভয় দিকে।তাই সন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে।

অপহ্নুতি

অপহ্নুতি অলঙ্কারে উপমেয় অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়কে অস্বীকার করে অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে স্বীকার করে -নওয়া বা প্রকাশ করা হয় বলেই এই অলঙ্কারের নাম অপহ্নুতি অলঙ্কার । অর্থাৎ উপ-ময়-ক অস্বীকার ক-র যখন উপমান প্রতিষ্টা পায় তখন তাকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলে ।

এই অলঙ্কার 'না' 'নয়' 'ছলে' 'নহে' ইত্যাদি অস্বীকার বোধক অব্যয় শব্দের ব্যবহার হয়।

-যমন-

'এ-তা মালা নয় -গা, এ -য -তামার তরবারী।

উদাহরনটি-ত উপ-ময় মালা । উপমান হল তরবারী । অস্বীকার করার শব্দ = নয় । এখা-ন উপ-ময় মালা-ক অস্বীকার ক-র উপমান তরবারীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । উপমানের এই প্রতিষ্ঠার জন্য অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়েছে ।

নিশ্চয়

যে অলঙ্কারে উপমানকে নিষিদ্ধ বা গোপন করে উপমেয়কেই প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন নিশ্চয় অলঙ্কার হয় । অপহ্নুতির ঠিক বিপরীত বিষয় হল নিশ্চয় ।

নিশ্চয় অলঙ্কারে হয় সাধারনত: নাই , ন-হ , নয় , না ইত্যাদি না বাচক শব্দ ব্যাবহৃত হয় ।

-যমন -

' এ শুধু -চা-খর জল , এ ন-হ র্ভৎসনা' এখা-ন উপ-ময় হল -চা-খর জল । উপমান হল র্ভৎসনা । উপমান 'র্ভৎসনা' -ক সম্পূর্ণ অস্বীকার ক-র উপ-ময়, '-চা-খর জল 'কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে তাই এটি নিশ্চয় অলঙ্কার হয়েছে এরকমই দৃষ্টান্ত

- '' অসীম নীরদ নয় ,
  ওই গিরি হিমালয় ''

- '' কি আর কহিব -দব । কাঁপি-ছ এ পুরী
  র-ক্ষাবীর পদভ-র , ন-হ ভূকম্প-ন ''।

ভ্রান্তিমান

সাদৃশ্যবশত: এক বস্তু-ক অপরবস্তু ব-ল যদি ভ্রম হয় এবং -সই ভ্রম যদি সাধারন না হ-য় কবিকল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ ক-র তাহলে হয় ভ্রান্তিমান অলঙ্কার । যেমন -

'' চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস
চন্দ্রকলা ভ্র-ম রাহু করিলা কি গ্রাস ''

এখা-ন উপ-ময় হল সীতা (উহ্য) । উপমান হল 'চন্দ্রকলা' রাহু চন্দ্র-ক গ্রাস ক-র , উপ-ময় 'সীতা' -ক উপমান 'চন্দ্রব-ল ভুল হ-চ্ছ । কারন সীতা ও চন্দ্র উভয়ই সুন্দর । এ কার-নই ভুল ক-র রাহু চ-ন্দ্রর বদ-ল সীতা-ক গ্রাস ক-র-ছ একার-নই এটি ভ্রান্তিমান অলঙ্কার ।

অতিশয়োক্তি

উপমেয় ও উপমানের অভেদত্বের জন্য উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করে ফেললে , অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয় এখানে উপমান স-র্বসর্বা রূ-প অতিনিশ্চিত ভা-ব প্রতিষ্ঠিত হয় ব-ল উপ-ময় সাধারনত: উ-ল্লখ হয় না ।

-যমন -

‘‘ মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপান অনলে আজ ,

ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফি-র না-কা -যন গর্জিলা দুমরাজ ’’

এখানে ‘ পতঙ্গপালা ’ উপমান । উপমানের উপমেয় ‘সৈনিকবৃন্দ’ উহ্য রয়েছে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদত্বের জন্য উপমান পতঙ্গপাল উপমেয় সৈনিকবৃন্দকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে । অতএব উপমান পতঙ্গপালের সর্বেসর্বারূপে অতিনিশ্চিত ভা-ব প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে ।

ব্যাতি-রক

উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিম্বা নিকৃষ্ট করে দেখালে ব্যাতিরেক অলঙ্কার হয় । উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারন উল্লেখ থাক-ত পা-র আবার নাও পা-র। ব্যাতি-রক কথার অর্থ পৃথক করন বা -ভদ।

-যমন

‘-তামার কীর্তির -চ-য় তুমি -য মহৎ ’

এখা-ন উপ-ময় হল তুমি উপমান হল - কীর্তি (শাজাহান)

‘-চ-য় ’ শব্দটি ব্যাবহা-রর মাধ্য-ম ‘তুমি’ অর্থাৎ ‘শাজাহান’ তাঁর কীর্তি (উপমান) অ-পক্ষা মহৎ । উপ-ময়’র উৎকর্ষ সাধিত হ-য়-ছ ।

তাই এটি ব্যাতিরেক অলঙ্কার ।

ব্যাতি-রক অলঙ্কার দুরকম --

(১) উৎকর্ষাত্মক ব্যাতি-রক

(২) অপকর্ষাত্মক ব্যাতি-রক

উৎকর্ষাত্মক ব্যাতি-রক

যখন উপমানকে নিন্দিত করে উপমেয়র’র উৎকর্ষ স্থাপন করা হয় তখন তাকে উৎকর্ষাত্মক ব্যাতিরেক অলঙ্কার বলা হয় ।

অপকর্ষাত্মক ব্যাতি-রক

যখন উপমান অ-পক্ষা উপ-ময়র অপকর্ষ বর্নিত হয় -- তখন তা-ক অপকর্ষাত্মক ব্যাতিরেক অলঙ্কার বলে ।

সমাসোক্তি

প্রস্তু-ত বা উপ-ম-য় অপ্রস্তু-তর বা উপমা-নর ব্যাবহার আরোপ করা হলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয় । অর্থাৎ এককথায় নির্জীব বা অ-চতন উপ-ময়-র উপর সজীব বা চেতন উপমানের কাজ বা গুন আরোপ করা হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলে ।

-যমন -

‘‘ সম্মুখ উর্মি-র ডা-ক পশ্চা-তর -ঢউ

দিব না দিব না -য-ত নাহি শু-ন -কউ ’’।

--- এখা-ন উপ-ময় হল -ঢউ । উপমান হল মানুষ । -য-ত -দব না ব-ল আর্তনাদ করা মানু-ষর ধর্ম । এই ধর্মটি উপ-ময় ‘ঢেউ’ এর উপর আরোপ হয়েছে । উপমান উহ্য কিন্তু তার কাজের উপরই উপমেয়র প্রতিষ্ঠা । তাই এটি সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে ।

বিরোধমূলক অলঙ্কার :-

অনেকসময় কোন বক্তব্যকে চমৎকারিত্বদান করার জন্য একটি বর্ণিতব্য বিষয়কে বিশেষ জোরের সঙ্গে উল্লেখ করার লক্ষ্যে বক্তা তাঁর উক্তিতে একটি আপাতবিরোধের সৃষ্টি করেন । এই আপাতবিরোধেরফলে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে বিরোধমূলক অলঙ্কার বলে ।

-যমন - ‘‘কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণকরিল -য -স ম-রনাই ’’

--- উদাহরণটি-ত একটি আপাত বি-রাধ ঘ-ট-ছ । কারণ ‘ মরিয়া প্রমাণকরিল -য -স ম-রনাই ’ বাক্যটি-ত এই -য ম-রও না মরা এখানেই বিরোধেরআভাসঘটিয়েছে । এ কারনেই এটি বিরোধমূলক অলঙ্কার হয়েছে

বি-রাধাভাস :-

দুটি বস্তুর ম-ধ্যযদিআপাত বি-রাধ -দখা যায় , এবং ঐ বি-রাধযদিচমৎকারিত্ব বা কা-ব্যাৎকর্ষ সৃষ্টি ক-র , তাহ-ল বি-রাধাভাষ অলঙ্কার হয় ।

-যমন -- ‘সীমার মা-ঝ আসীম তুমি বাজাও আপন সুর ।’

--- এখা-ন ‘সীমার মা-ঝ’ অসী-মর স্থিতি আপাত বি-রাধী চিন্তা । কিন্তু অসীম ঈশ্ব-রর অবস্থান সীমিত বি-শ্বও বিরাজমান । তাই এখানে আপাত বিরোধের সৃষ্টি মনে হলেও তা পরোক্ষ কাব্যোৎকর্ষ দান করেছে । তাই বিরোধাভাস অলঙ্কার হয়েছে ।

একই রকম দৃষ্টান্ত ---

‘বড় যদি হ-ত চাও -ছাট হও ত-ব’।

বিভাবনা :-

বিনা কারনে কার্যোৎপত্তির নাম বিভাবনা । অর্থাৎ কারন ছাড়া বা কারণের অভাবহেতু কার্যের উৎপত্তি ঘটলে বিভাবনা অলঙ্কার হয় । এখানে কারণ বলতে ‘প্রসিদ্ধকারণ’ কে বুঝতে হবে । এতে প্রসিদ্ধকারণ থেকে কার্য্যহচ্ছে না এইটুকু দেখিয়ে অন্য একটি কল্পিত কারণের সাহায্যে কার্য্যসিদ্ধি করা হয়। ফলে বিরোধের অবসান হয়ে যায় । অর্থাৎ বিভাবনা অলঙ্কারের প্রসিদ্ধ কার-ণর দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয় না । হয় কল্পিত কার-ণর দ্বরা ।

-যমন --

''বিনা -ম-ঘ বজ্রঘাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বাতাসে নিবে গেল মঙ্গলপ্রদীপ।।''

--- উদাহরণটি-ত বজ্রাঘাত , ইন্দ্রপাত এবং দীপনির্ব্বাণ এই কার্যগুলির প্রসিদ্ধ কারণ যথাক্রমে মেঘ , কল্পান্ত (এক এক ইন্দ্রের স্থিতিকাল এক এককল্প) এবং বায়ু । প্রসিদ্ধ কারণের অভাবসত্ত্বেও বোঝা যা-চ্ছ অন্য একটি অদৃশ্যকারণ আ-ছ -- যা অনুক্ত । অর্থাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত এবং বিনা বাতাসে মঙ্গলপ্রদীপ নিভে যাওয়ার -কা-না কারণ থাক-ত পা-র না । অথচ -দখা -গল ওটাই হ-য়-ছ । আরএ-কারণেই এটি বিভাবনা অলঙ্কার হয়েছে । বিভাবনা অলঙ্কার দুইপ্রকার --- অনুক্তনিমিত্ত বিভাবনা ও উক্তনিমিত্ত বিভাবনা।

অনুক্তিনিমিত্ত বিভাবনা :-

যখন বিভাবনা অলঙ্কারে কারণ উল্লেখ না থেকে কার্যসম্পাদন হয় তখন তাকে অনুক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার বলা হয় ।

-যমন ---'' -মঘ নাই তবু অ-ঝা-র ঝরিল জল,
ফুল ফুটিল না আপনি ধরিল ফল --
স্ব-প্নও কভু ভাবি নাই , প্রিয়তম ,
এমনি করিয়া সহসা আসিয়া নয়ন জুড়া-ব মম ।''

--- আমরা জানি -মঘ -থ-ক বৃষ্টি ঝ-র । ফুল -থ-ক ফল হয় । অথচ এখা-ন -মঘ না -থ-কও বৃষ্টি ঝর-ছ । ফুল না ফু-টও ফলহচ্ছে । অর্থাৎ কারণ বিনা কার্য সম্পাদন হয়েছে। অর্থাৎ কারণটি এখানে অনুক্ত থেকেও কার্যসম্পাদন হচ্ছে। যেমন একইরকম ভা-ব চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ম-নাস্কামনা পূর্ণহ-চ্ছ । স্ব-প্নওকবি যা চিন্তা ক-রননিতাই ঘ-ট-ছ । অর্থাৎপূর্ব সং-কত ব্যতীত প্রিয়তম-র আগমন ঘটেছে । আর এড়ন্যই কারণ অনুক্ত থেকেও বা কারণ ছাড়াই কার্য সম্পাদন হ-চ্ছ ব-ল এটি অনুক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার হয়ছে।

উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা :-

যখন কখনো বিভাবনা অলঙ্কারে কারণ -এর উল্লেখ থাকে এবং কার্যসম্পাদন হয় তখন তাকে উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার ব-ল ।

-যমন -- '' এ-ল জীব-নর বিমূঢ় অন্ধকা-র
ঘ-র দীপ -নই -- তবু আলোকোজ্জ্বল
-তামার ছটায় -দ-খ নিই আপনা-র ''

-উদাহরটি-ত আ-লার প্রসিদ্ধ কারণ দীপ। কিন্তু দী-পর অস্তিত্ব এখা-ন না থাক-লও লাবণ্য ছটার রশ্মি-ক কল্পিত কারন রূ-প ভেবে নিয়ে সেই কল্পরশ্মিতে নিজেকে দেখার মনোভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এটি উক্ত। আর এ কারনেই উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার হয়ে-ছ।

অর্থাৎ কারন উল্লেখ থাকলে উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার আর কারন উল্লেখ না থাকলে অনুক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলঙ্কার হয়।

বিষম :-

কারন এবং কা-র্যর যদি বৈষম্য বা বিরূপতা ঘটে ,কিংবা কারণ থেকে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্তে যদি অবাঞ্ছিত ফল আসে বা একাধা-র যদি অসম্ভব ঘটনার মিলন হয় তাহ-ল বিষম অলংকার হয়। সুতরাং বিসদৃশ বস্তুর বর্ণনা অর্থাৎ কারন ও কা-র্যর মধ্যে বৈষম্য দেখা দিলে বা বিসদৃশ বস্তুর একত্র সমাবেশ হলে তখন তাকে বিষম অলঙ্কার বলে। অর্থাৎ বিষম অলঙ্কার হয় কার্যত দুভা-ব-

ক) কার্য -কার-ণর বৈষম্য জনিত কার-ণ ,ও

খ) দুটি বিষম বস্তুর মিলন হ-ল।

-যমন- ‘‘ অন্ধকা-রর উৎস হ-ত উৎসারিত আ-লা
-সই -তা -তামার আ-লা।’’

-এখানে কারণ হল অন্ধকার। আরকার্য হল আলো। অর্থাৎ কারন ও কার্যের গুণ বৈষম্য ঘটায় এটি বিষম অলঙ্কার হয়েছে।

একই রকম দৃষ্টান্ত -

‘‘সু-খর লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অন-ল পুড়িয়া -গল
অমিয় সাগ-র সিনান করি-ত
সকলি গরল -ভল।’’

-উদাহরনটিতে কারণ থেকে যে ফল পাওয়ার কথা তার পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফল এসেছে। রাধা সুখের জন্য ঘর বাঁধলেও তা আগুনে পুড়ে গেল।অমিয় সাগরে স্নান কর-ত -গ-ল তা বিষ সাগ-র রূপান্তরিত হল। অর্থাৎ এখা-ন কারন ও কা-র্যর বৈষম্য হওয়ার জন্য ‘বিষম’ অলঙ্কার হয়েছে।

গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার :-

যখন আসল অর্থ লুকিয়ে থাকে আর একটি বচ্যার্থে অবয়বে ; তখন তাকে গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলংস্কার বলে। অর্থাৎ এই অলঙ্কারে কোন একটি বিষয় বর্ণিত হয়। কিন্তু তা থেকে ভিন্নতর বিষয় ব্যাঞ্জিত হয়। আসলে বর্ণিত বক্তব্যের মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ নিহিত থা-ক। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় -থ-ক বিষয়ান্ত-রর প্রতীতি সৃষ্টি হলে গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলংস্কার হয়।

-যমন-

''অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধি-ত নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
-কবল আমার সা-থ দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।''

-উদাহরনটিতে দুটি অর্থ বিদ্যামান। প্রথম অর্থ দেবী চন্ডী বলেন তাঁর স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ, নেশাখোর, কোন গুণ নেই,তার কপাল পোড়া। সবসময় তিনি কুকথা বলেন। এবং সবসময় তার সাথে কলহ করে। এগুলি আপাত দৃষ্টিতে নিন্দা বলে মনে হ-লও এর -ভত-রই আর একটি গূঢ় অর্থ লুকি-য় আ-ছ।যা শি-বর প্রশংসারই সামিল। প্রতিটি শব্দ ভাঙ-লই তা -বাঝা যা-ব। জ্ঞান বৃদ্ধপতি (অতি বড় বৃদ্ধপতি), সিদ্ধিদাতা অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধ (সিদ্ধিতে নিপুণ)--ত নিপুণ, এমন কোন গুন নাই তার অজানা (কোন গুন নাই তার), ত্রিলোচনের অধিকারী অর্থাৎ ললাটে অগ্নি বহনকারী (কপালে আগুন)।ভাল কথায় অর্থাৎ এখা-ন 'কু' বল-ত ভাল (কু-কথায়) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চানন যা শিবের অপর নাম অর্থাৎ পাঁচমুখ (পঞ্চমুখ), সমুদ্র মন্থনের সময় যে বিষ উত্থিত হয়েছিল সেই বিষ ক-ণ্ঠধারন ক-র শিব নীলকণ্ঠ (কণ্ঠভরা বিষ)। পরবর্তী অর্থ দ্বন্দ্ব বল-ত এখা-ন ঝগড়া নয় এখানে দ্বন্দ্ব বলতে মিল বোঝানো হয়েছে।(কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ) অর্থাৎ সরল কর-ল এর অর্থটি দাড়াঁ-ব --- অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ শিবের এমন কোন গুণ নাই যেটি তার অজানা। তার কপালে ত্রিলোচন। সর্ব্বদা পঞ্চমুখ থেকে সকলের জন্য ভাল কথা বা মঙ্গলের কথাই নির্গত হয়। কণ্ঠে বিষ ধারন করে হয়েছে নীলকণ্ঠ। আর আমার সঙ্গে (দেবী) সর্ব্বদাই তার মিল। অর্থাৎ উদাহরণটি-ত একটি আপাত অর্থ এবং একটি গূঢ় অর্থ থাকায় -সটি গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কার হয়েছে।

অপ্রস্তুত-প্রশংসা :-

বিশদ ভা-ব বর্ণিত অপ্রস্তুত থেকে যদি ব্যঞ্জনায় প্রস্তুতের প্রতীতি হয় তাহলে হয় অপ্রস্তুত -প্রশংসা অলঙ্কার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'প্রস্তুত', 'প্রকৃত','প্রাকরণিক','প্রাসঙ্গিক' শব্দগুলি সমার্থক এবং এ-দর অর্থ কবির বর্ণনীয় বিষয়। অপ্রস্তুত প্রশংসায় কবি তাঁর বর্ণনীয় বিষয় -সম্ব-ন্ধ থা-কন নীরব এবং মুখর হ-য় ও-ঠন অবর্ণনীয়-ক নি-য়। অর্থাৎ অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার বলতে -বাঝায় -অপ্রস্তুত অর্থাৎ অবর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে যখন প্রস্তুত অর্থাৎমূল বক্তব্য বিষয়কে বোঝানো হয়-তখনই তা-ক অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার বলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য অপ্রস্তুত বলতে বোঝায় যে বিষয়টি আসলে বলতে চাওয়া হয়নি, আর প্রস্তুত বল-ত -বাঝায় -যটা আস-ল বল-ত চাওয়া হয়নি,আর প্রস্তুত বল-ত -বাঝায় -যটা আস-ল বর্ণনীয় বিষয়। এখা-ন প্রশংসা কথার অর্থ স্তুতি বা বন্দনা নয়। বর্ণনা।

-যমন-

''প্রচী-রর ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন
ফুটিয়া-ছ -ছাট ফুল অতিশয় দীন
ধিক্ ধিক্ ক-র তা-র কান-ন সবাই
সূর্য উঠি ব-ল তা-র ভা-লা আ-ছা ভাই।''

-এখা-ন প্রকৃত বর্ণনীয় বা প্রস্তুত বিষয় হল উদার চরিত্রের মহানুভবতা। অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা হচ্ছে সূর্যের মহানুভবতা । কারণ সূর্য -ছাট একটি ফু-ল-কও সমান মর্যাদা দি-য়-ছ। সুতরাং এখা-ন অপ্রস্তুত বিষ-য়র বর্ণনার দ্বারা প্রস্তুত বিষ-য়র প্রতীতি হয় ব-ল এখা-ন অপ্রস্তুত -প্রশংসা অলঙ্কার হয়েছে।

ব্যাজস্তুতি :-

নিন্দার ছলে স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসা এবং প্রশংসার ছলে নিন্দার অভিব্যক্তিকে বোঝালে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলে।

-যমন-'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গ-ল প্র-চতঃ।'

-সমু-দ্রর বু-ক -সতু রচনা ক-র রামচন্দ্র সমুদ্র-বন্ধন ক-র-ছন। অথচ এই অসম্ভব কাজটি অর্থাৎ সমুদ্র-ক বন্ধন করা সম্ভব নয় । তাই ক্ষুব্ধ রাবণ এই সেতু বন্ধনকে সুন্দর মালা বলে প্রকারান্তরে ধিক্কার জানান। 'সুন্দরমালা' কথাটি শুনতে প্রশংসা সূচক হ-লও গূঢ়া-র্থ নিন্দাসূচক। কারন অপরা-জয় সমুদ্র রা-মর কা-ছ পরাজিত হ-য়-ছ। অর্থাৎ আপাত -প্রশংসা সূচক অ-র্থ কথাটি ব্যবহৃত হলেও গূঢ়ার্থে নিন্দাসূচক।এ কারনেই এটি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়েছে। এই রকমই দৃষ্টান্ত-''

''অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধি-ত নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। ।''-[নিন্দার ছ-ল প্রশংসা]

''বন্ধু -তামরা দি-ল না-কা দান,রাজ সরকার -র-খ-ছন মান।।''
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব-ল অ-মূ-ল্য -নন কি-ন।। ''[প্রশংসার ছ-ল নিন্দা]

স্বভাবোক্তি :-

বস্তুভা-বর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব প্রকৃতির যথাযথ অথচ সূক্ষ্ম এবং চমৎকার বর্ণনার নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার । এই অলংকা-র বস্তু-স্বভাবের সমস্ত ধর্ম ও গুণ বর্ণিত হলেও তা সাধারণ মানু-ষর -চা-খ ধরা না পড়-ল কবির দৃষ্টি-ত ধরা প-ড় । ফ-ল বস্তু জগত-ক সুন্দরতর ক-র তার প্রতিফলন ঘ-ট এই অলংকা-র । তাই সমগ্র বস্তু জগ-তর -সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব বর্ণনাই হলো স্বভাবোক্তি অলংকারের মূল বৈশিষ্ট্য । তাই আমরা বলতে পারি যখন কোনো পদার্থ বা ক্রিয়ার যথাযথ এবং চমৎকার বর্ণনা করা হয় তখন তাকে স্বভাবোক্তি অলংকার বলে ।

-যমন --

‘‘ একখানি -ছাট -ক্ষত আমি একলা

চারিদি-ক বাঁকা জল করি-ছ -খলা ।

পরপা-র -দখি আঁকা তরুচ্ছায়া মশী মাখা

গ্রামখানি -ম-ঘ ঢাকা

প্রভাত-বলা

এপা-র-ত -ছা-টা -ক্ষত ,আমি একলা।’’

-- উদাহরনটি-ত -ছা-টা একটি -ক্ষত -এর দৃষ্টান্ত-ক -দখা-না হ-য়-ছ। -য -ক্ষতটি-ক ঘি-র তীব্র-ব-গ ছু-ট -খলা ক-র চ-ল-ছ ভরা বর্ষার নদীস্রোত । তাই জলবেষ্টিত এই চাষের ক্ষেতে নিঃসঙ্গ চাষি একা দাঁড়ি-য় নদীর পরপা-র ছায়ায় -ঘরা -মঘাবৃত আকা-শর নী-চ এক গ্রাম-ক সকাল -বলায় অস্পষ্টভা-ব -দখ-ছন। আস-ল -রামান্টিক কবি নি-জ-ক এখা-ন চাষি ব-ল ম-ন ক-রন । তাই কবির দৃষ্টি-ত ধরা প-ড় এপা-র -ছা-টা -ক্ষত ও-পা-র বর্ষার প্রভা-ত আ-লা -আঁধারী-ত -মাড়া একটি গ্রা-মর মাঝখা-ন বহমান একটি স্রোতধারা । কিন্তু কবি তখন নিঃসঙ্গ , অসহায় । কবির দৃষ্টিতে এই যে নিসর্গ বা প্রকৃতির বর্ণনা তা-ত -যনমূক-বধির প্রকৃতি দৃশ্যমান হ-য় উ-ঠছে । তাই অলংকারটি ‘স্বভাবোক্তি ’ অলংকার হয়েছে ।

teachinns Text with Technology

অলংকার

১। দুটি তালিকায় অর্থালঙ্কারের নাম ও বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হল ,উভয় তালিকা সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে সঠিকউত্তর নির্বাচন কর । NET - JUN -2019

প্রথম তালিকা	**দ্বিতীয় তালিকা**
a)বিভাবনা	i)উপ-ময়-ক প্রতিষ্ঠিত করা হয়
b)স্বভাবোক্তি	ii) উপমান-ক প্রতিষ্ঠিত করা হয়
c) নিশ্চয়	iii)কারন ছাড়াই কার্য ঘ-ট
d) অপফুর্তি	iV) বস্তু বা বিষ-য়র রূপ গুন ও স্বভাবের যথাযথ সুন্দর বর্ণনা থা-ক ।

সং-কত	a	b	c	d
ক)	iii	i	ii	iv
খ)	iii	iv	i	ii
গ)	iv	ii	iii	i
ঘ)	iv	iii	i	ii

teachinns Text with Technology

২। নীচের যে বৈশিষ্ট্যটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য নয় ।সেটিহল : NET - JUN -2019

ক) উপমা ও উপমা-নর প্রবল সাদৃশ্য থা-ক খ) প্রবল সাদৃ-শ্যর জন্য উপ-ময়-ক উপমান ব-ল ভ্রম হয়

গ) উপমেয় ও উপমানের ম-ধ্য অ-ভদ্য কল্পনা ঘ) উপমান উপমেয়ের চেয়ে উজ্জলতর রূপে অঙ্কিত হয় করা হয়

৩। এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ NET - JUN -2019

তবুও দারুন নাশা পায় শ্যামগন্ধ ।----

উদ্ধৃত কাব্যাংশটি -য অলংকা-রর দৃষ্টান্ত -সটি হল :-

ক) বি-রাধাভাস খ) ভ্রান্তিমান

গ) বিভাবনা ঘ) বিষম

৪। কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আকো NET - JUN -2019

ঝাঁ-ক ঝাঁ-ক -কাকিল -কাকিলা চারিপা-শ ,

----উদ্ধৃত কাব্যাংশটি যে অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত যেটি হল ---

ক) ‘অসম্বন্ধে সম্বন্ধ’ অতিশয়োক্তি

খ) ‘অভেদ ভেদ ’ অতিশয়োক্তি

গ) ‘সম্বন্ধে অসম্বন্ধ’ অতিশয়োক্তি

ঘ) রূপকাশিয়োক্তি

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	খ
২	গ
৩	গ
৪	ক

teachinns
Text with Technology

১ ‘শিশিরের চুমো খেয়ে গুচ্ছে গুচ্ছ ফুটে ওঠে কাশ’।

-----উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) অতিশয়োক্তি খ) রূপক

গ) সমাসেক্তি ঘ) যমক

২) ‘ধরনী এগি-য় এ-স -দয় উপহার

ও -যন কনিষ্ট -ম-য় দুলালী আমার’

----- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) বা-চ্যাৎ-প্রক্ষা খ) পরম্পরিতরূপক

গ) অতিশয়োক্তি ঘ) ব্যতি-রক

৩) ‘কু-হলী -গল, আকা-শ আ-লা

দিন -য পরকাশি

ধূর্জটির মু-খর পা-ন

পার্বতীর হাসি’।

----- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নির্দিষ্ট কর।

ক) প্রতীয়মা-নাৎ-প্রক্ষা খ) পূ-র্নাপামা

গ) অতিশয়োক্তি ঘ) ব্যতিরেক

৪) ‘জীবন উদ্যা-ন -তার -যৌবন কুসুমভাতি কতদিন র-ব ’।

---- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) সমাসোক্তি খ) পরম্পরিতরূপক

গ) যমক ঘ) অতিশয়োক্তি

৫) ‘এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত

এ -য অজগর গর-জ সাগর ফুলি-ছ ।

এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত

-ফন হি-ল্লাল কলক-ল্লা-ল দুলি-ছ’।

---- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) অপ্রস্তুত-প্রশংসা খ) নিশ্চয়

গ) শুধুমাএ ‘ক’ সঠিক ঘ) ‘ক’ এবং ‘খ’ উভ-য়ইসঠিক

৬) ‘নামজাদা -লখ-করও বই বাজা-র কম কা-ট,কা-ট -বশি -পাকায়’

---- উদ্ধৃতাংশের অলংস্কার নির্দেশ কর ।

ক) -শ্লষ খ) অনুপ্রাস

গ) উপমা ঘ) মধ্যযমক

৭) ‘অর্ধমগ্নবালুচর

দূ-র আ-ছ পড়ি, -যন দীর্ঘ জলচর

-রীদ্র -পাহাই-ছ’ ---

উদ্ধৃতাংশের অলংস্কার নির্দেশ কর

ক) অতিশয়োক্তি খ) সমাসোক্তি

গ) বা-চ্যাৎ-প্রক্ষা ঘ) ব্যাতি-রক

৮) আমি নই-ল মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা

মিথ্যা হত কান-ন ফুল -ফাটা’

---উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর ।

ক) সমাসোক্তি খ) অতিশয়োক্তি

গ) যমক ঘ) রূপক

৯) ক্ষুধার রা-জ্য পৃথিবী গদ্যময়

পূর্ণিমা - চাঁদ -যন ঝলসা-না রুটি’

---- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর ।

ক) বা-চ্যাৎ-প্রক্ষা খ) উপমা

গ) সমাসোক্তি ঘ) ব্যতি-রক

১১। ‘দূ-র বালুচ-র -রাদ কা-প থরথর

ঝিঝির পাখার -চ-য় -স -য তীব্রতর’

---- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) সমাসোক্তি খ) অতিশয়োক্তি

গ) রূপক গ) অনুপ্রাস

১২। ‘ এ -তা মালা নয় -গা

এ -য -তামার তরবারী’

------উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নির্দ-শ কর।

ক) বি-রাধাভাগ খ) স-ন্দহ

গ) বিষম ঘ) ভ্রান্তিমান

১৩। ‘ না-ম সন্ধ্যা তন্দ্রালসা -সানার আঁচলখসা

হা-ত দীপ শিখা’

---- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) বা-চ্যাৎ-প্রক্ষা খ) সমাসোক্তি

গ) ব্যাতিচরক ঘ) অতিশয়োক্তি

১৪। ‘শী-তর ওড়নী পিয়া গিরি-ষর বা
বরিষার ছএপিয়া দরিয়ার না ’
----- উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) মালনিরঙ্গ খ) -শ্লষ
গ) যমক ঘ) অনুপ্রাস

১৫) ‘ শুভ্রললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি ’।
--------উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) পূ-র্নাপমা খ) উৎ-প্রক্ষা
গ) যমক ঘ) -শ্লষ

১৬। ‘ -ম-ঠা চাঁদ র-য়-ছ তাকা-য়
আমার মু-খ দি-ক ’
-------উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) সমাসোক্তি খ) বি-রাধাভাগ
গ) ব্যতি-রক ঘ) নিশ্চয়

১৭। ‘নমি -সই মানবী-র
-দবী ন-হ , ন-হ -স অপ্সরা ’
------ উদ্ধৃতাং-শর অলংকার নি-র্দশ কর।

ক) নিশ্চই খ) স-ন্দহ
গ) ভ্রান্তিমান ঘ) অপহ্নতি

১৮। ‘পড়ুক দু -ফাঁটা অশ্রু জগ-তর প-র
-যন দুটি বাল্মীকির -শ্লাক ’
-----উদ্ধৃতাংশের অলঙ্কার নির্দেশ কর ।

ক) বা-চ্যাৎ-প্রক্ষা খ) বিষম
গ) ভ্রান্তিমান ঘ) বি-রাধাভাস

১৯। চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস
চন্দ্রকলা ভ্র-ম রাহু করিল কি গ্রাস ।
--- উদ্ধৃতাং-শরঅলংকার নি-র্দশ কর ।

ক) ভ্রন্তিমান খ) স-ন্দহ
গ) নিশ্চয় ঘ) অপহ্নতি

teachinns Text with Technology

২০। ‘‘আমরা -তা জানি স্বরাজ আনি-ত
-পাড়া বার্তাকু এ-নছিঘাস ’’।

---উদ্ধৃতাংশের অলঙ্কার নির্দেশ কর।

ক) বিষম খ) স্বভাবোক্তি

গ) ব্যাজস্তুতি ঘ) অসংগতি

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	ক
২	ক
৩	ক
৪	খ
৫	খ
৬	খ
৭	খ
৮	খ
৯	ক
১০	ক
১১	খ
১২	খ
১৩	খ
১৪	ক
১৫	ক
১৬	ক
১৭	ক
১৮	ক
১৯	ক
২০	গ

teachinns Text with Technology

Answer Table

SL. NO.	ANSWER
১	ঘ)
২	খ)
৩	ক)
৪	ঘ)
৫	ঘ)
৬	ঘ)
৭	ঘ)
৮	ঘ)
৯	গ)
১০	ঘ)
১১	ঘ)
১২	খ)
১৩	খ)
১৪	খ)
১৫	খ)
১৬	ঘ)
১৭	ঘ)
১৮	ক)

১৯	গ)
২০	ঘ)
২১	গ)
২২	গ)
২৩	খ)
২৪	খ)
২৫	ঘ)
২৬	ক)
২৭	ঘ)
২৮	
২৯	গ)
৩০	গ)
৩১	গ)
৩২	ঘ)
৩৩	গ)
৩৪	খ)
৩৫	খ)
৩৬	খ)
৩৭	ক)
৩৮	খ)
৩৯	খ)
৪০	গ)
৪১	ঘ)

teachinns Text with Technology

teachinns
Text with Technology